অহল্যা

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কথামৃত ভবন

পরমপূজনীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

পাদপদ্মে

"এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।"

—শ্রীরামপ্রসাদ সেন

লেখকের নিবেদন

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।"

ঋগ্বেদের এই সূক্তে বাক্ বলছেন, "আমিই সমস্ত লোকে সর্বভূত সৃষ্টি ক'রে বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে তাদের অন্তরে বাইরে সর্বত্র বিচরণ করি। তাঁর এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় সাহিত্যের আদিতত্ত্বটির দ্যোতনা। সর্ব রূপ ও সৌন্দর্য তাঁরই রচনা, সকল বাণীর তিনিই অধীশ্বরী। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন, "কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর।"

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নটিও প্রণিধানযোগ্য :

"যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি একবার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁর চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? * * আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর?"

মানুষের অসীম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় উপন্যাসে। শিল্পীর আত্ম-আবিষ্কারের পথ এখানে প্রশস্ত। তাঁর নিজেকে জানার শেষ নেই, অনন্ত সন্ধানের ইতিবৃত্ত স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে গল্পের পৃষ্ঠায়। এখনকার রসিক পাঠক নভেল পড়েন কেবল চিত্ত-বিনোদনের জন্যে নয়—আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেও। গল্পের চিরন্তন ক্ষুধা মেটানো আখ্যায়িকার লক্ষ্য হ'লেও ভূমানন্দ পরিবেশন করার জন্যেও এর আয়োজনটা চলেছে সংগোপনে। কাব্যের গভীর ব্যঞ্জনা যাঁদের পক্ষে দুরবগাহ, উপন্যাসের নিগূঢ় রস তাঁদের কাছে সুগম।

বর্তমান কালের চক্রবালে বিপ্লবের রক্তমেঘ। অশান্তির আঁধিতে বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রস্ত। মানুষকে স্বয়ম্ভর করতে গিয়ে অর্থ-নীতির প্রাণান্তপরিচ্ছেদ; বিজ্ঞান চোরা-বালিতে প'ড়ে বিভীষিকা দেখছে। আধুনিক লেখকমাত্রেই এই পরিবেশ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সচেতন। ঔপন্যাসিকের সঙ্গে কর্ণধারের তুলনা করা যেতে পারে। গল্প-প্রবাহে বিহার ক'রে এখনকার পাঠকের তরপণ্য দিতেই যত কার্পণ্য, তাঁকে দিগ্‌দর্শন না করিয়ে গল্পকারের যেন ছুটি নেই। সাম্প্রতিক রচনায় তাই নানা পরীক্ষা; প্রকাশ-ভঙ্গী বদলাচ্ছে, পদ্ধতিও নতুন। অলডাস হাক্সলি-র মতে যা whole truth এখন তা কোনও কোনও লেখকের উপজীব্য। জীবনের

সমগ্রতার একটা সার্থক আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের কাহিনীতে। ফলে বিলম্বিত লয়ে পরিশুদ্ধ হ'চ্ছে পাঠকের ভাব-জীবন।

মানুষের চেতনা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে নেই। তার উন্নয়নের বীজটা সক্রিয় হ'য়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে প্রকৃতির ভেতরেই। মহাশক্তির মন্থর আকর্ষণে চেতনা উর্ধ্বমুখী হবার স্বপ্নে এখন বিভোর। যুদ্ধ আসুক, ঝঞ্ঝা বয়ে যাক—আমাদের প্রগতির গতি রুদ্ধ হবার নয়। ইদানীন্তন মহাসন্ধির মধ্যে কেবল গরল নেই, অমৃতও আছে। নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষায়:

আধুনিক চেতনার বৈশিষ্ট্যই এইখানে যে, তাহার কল্যাণে মানুষ আপন ব্যক্ত প্রকৃতিরই মধ্যে, স্থূল রূপায়নকে অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহারই মধ্যে, সজ্ঞান সচেতন হইয়া উঠিতেছে। মন প্রাণ, এমন কি দেহ পর্যন্ত, নিজে নিজের পরিচয় লইতেছে—তাহারা যেন জড় বিষয় নয়, বিষয়ীর স্বভাবও তাহাদের প্রত্যেকেরই আছে। * * মনের ক্ষেত্রেও মন যে রকমে আত্ম-চেতনায় সম্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, আত্ম-ছন্দে আপনাকে চালিত করিতেছে তাহাও দেখাইতেছে আধুনিকের বৈশিষ্ট্য। মন অবশ্য চিরকালই মনকে দেখিতে এবং বুঝিতে অভ্যস্ত—কিন্তু সে যেন ছিল মনকে মনের বাহিরে স্থাপিত করিয়া জড়বস্তু হিসাবে দেখিয়া। আজকাল মনের জ্ঞান পাইতেছি মনকে মনের সাথে মিশাইয়া ধরিয়া—এখানেও একাত্মতাই হইয়াছে জ্ঞানের পন্থা। মনের মধ্যে মনোময় পুরুষ তন্ময় হইয়া গিয়াছে—এই এক মানসিক সমাধির সহায়ে আপন অন্তর হইতে উর্ণনাভের মত সে যেন

আবিষ্কার করিতেছে, রচনা করিতেছে অনুভূতির প্রতীতির, ভাবের প্রত্যয়ের, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র তথ্যাবলী সূত্রাবলী ; আধুনিক সাহিত্যের ইহা একটি বিশেষ ধারা (Proust, Valery, Gide, Jean Ginaudoux) ।"

লেখকরা আজকাল বাইরের ঘটনার ওপর তেমন জোর দেন না। হাল আমলের গল্পে মনের ঘটনার প্রাধান্য। ঔপন্যাসিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ভারজিনিআ উল্‌ফ্‌-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি :

"Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey the varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it displays, with as little mixture of the alien and external as possible ?"

একালের উপন্যাসে ঋজু চরিত্রের দেখা মেলে কালেভদ্রে। তার মধ্যে কোথায় যেন অসামঞ্জস্য আছে, মনে হয়। সেই চরিত্রের চেতনার বিভিন্ন স্তরের বিরোধ থেকে এই আপাত অসঙ্গতির উদ্ভব। মনোবিজ্ঞানে এ তত্ত্বের হদিস পাওয়া ভার। এই প্রসঙ্গে লরেন্স-এর কথা স্মরণে আসে ঃ

"That which is psychic—non-human in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent. The certain moral scheme is what I object to...I don't so much care about what the woman *feels*—in the ordinary usage of the word. That presumes an *ego* to feel with. I only care about what the woman *is*—what she IS—inhumanly, physiologically, materially..."

ভাবী কালের মহাকাব্য হবার জন্যে উপন্যাস এখন নেপথ্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। চেতনার উত্তরণে গল্পের ভূমিকা যে মহত্তর হবে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। আশার কথা, বাঙালী লেখকও এ বিষয়ে অবহিত। উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন :

"It is the most important of man's cultural equipment for the journey through time towards supreme self-realization and harmonic social adjustment..."

বাংলা নভেলের পরিণতি ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রসাদে। "বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্রটি বাঙালী সাহিত্য-সাধকের কাছে অমূল্য। স্বামী বিবেকানন্দের একথাও ভুললে চলবে না :

"বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়, কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয় তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপতনের সূচনাই হয়।"

মাতৃদেবী, সাহিত্যগুরু, পূর্বাচার্যগণ ও উৎসাহক স্বজন-সুহৃদ্‌বর্গের ঋণ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ ক'রে এবং সহৃদয় পাঠকদের নমস্কার জানিয়ে পরিশেষে শ্রীঅরবিন্দের কথায় এই প্রস্তাবনা শেষ করি :

"Art for Art's sake certainly—Art as a perfect form and discovery of Beauty; but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and the expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of beauty. In that self-expression there are grades and hierarchies—widenings and steps that lead to the summits. And not only to enlarge Art towards the widest wideness but to ascend with it to the heights climbing towards the Highest is and must be part both of our aesthetic and spiritual endeavour."

ঙ

অহল্যা

এক

শিয়রের জানলা দিয়ে খাটে তেরছা ভাবে রোদ এসে পড়েছে। শীতের প্রভাতী সূর্য তেমন প্রদীপ্ত নয়। কণা উপুড় হ'য়ে শুয়ে কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে গল্পের বই পড়ছিল। গল্পটা মাঝে মাঝে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তার জীবনের আসন্ন দ্বন্দ্বের কথা। দোটানায় প'ড়ে তার স্বস্তি নেই। এখানে তার ভাল লাগাটা মুখ্য নয়। দৈববিড়ম্বনায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যার দিকে তার মনটা ঝোঁকেনি সে-ই কণার রঙের গোলামটা নিয়ে ব'সে আছে। অথচ তার বিপক্ষেও কণার এমন কিছু বলবার নেই।

"কি করছ কণা, দিল্লী থেকে কেমন এসে পড়লুম দেখ?"

চমকে উঠে কণা চেয়ে দেখল অনলদা। নিমেষে শাড়িটা পায়ের ওপর টেনে সে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল।

বইখানা দেখে অনল বলল, "পড়ছিলে?"

"কিছু করার না থাকলে যা হয়, এটা ঠিক পড়া নয়," কণা হেসে উত্তর দিয়ে অনলকে বসতে বলল।

অনলের এভাবে ঘরে আসাটা কণা পছন্দ করল না। অনলও

বুঝতে পারল, তার সমাদর নিরুত্তাপ ; তার আচমকা আসার হাওয়ায় কণার মন কই উর্মিমুখর হ'ল না ?

ফস্ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে কণাকে জিজ্ঞাসা করল, "কাকীমা আমার চিঠি পাননি ?"

"না, এখনও এসে পৌঁছয়নি," কণা উত্তর দিয়ে অনলের দিকে তাকাল।

বছর পাঁচেক পরে সে অনলকে দেখছে। বিলেত থেকে ফেরার পর তার চেহারাটা মন্দ হয়নি। গায়ের রংটা খুলেছে একটু। ছিপছিপে গড়ন ব'লে স্যুট্‌টাও বেশ মানিয়েছে। সোনার ফ্রেমের চশমায় তার শ্যামল মুখে কোমলতার ছাপ। তার বয়সটা তাই আটাশেরও কম মনে হচ্ছিল।

"দিল্লীতে এখন খুব ঠাণ্ডা ?" কণা জিজ্ঞাসা করল।

"এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডাটা বেশি হ'লেও আমাদের তা গা সওয়া হ'য়ে গেছে। কলকাতার বড় দিনের সময়টা আমার খুব ভাল লাগে। আগেকার সেই আড়ম্বর নেই, কিন্তু সন্ধ্যার পর আলোঝলমল দোকান-পসার কি সুন্দর দেখায় ? অবশ্য বড়দিনের ধুম দেখতে হয় বিলেতে।"

কণা একটু হাসল। খানিক বাদে বলল, "আপনি বসুন, চা-এর কথাটা ব'লে আসি।"

জাম রঙের শাড়ির আঁচলটা আঙুলে পাকাতে পাকাতে কণা

বেরিয়ে গেল। সিগারেটের ধোঁয়াটা তার সহ্য হচ্ছিল না। সে রোজ সকালে চন্দনের একটি ক'রে ধূপ জ্বালে তার ঘরে; যে দেবতার জন্যে তার এই অনুষ্ঠান তিনি প্রসন্ন হন কিনা সে জানে না, কিন্তু সুগন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে তার মনে। অনলের ধূমপানে কণার ঘরের হাওয়াটা দূষিত হ'য়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনটাও উঠল বিষিয়ে।

কণার মা বিনোদিনী গেছেন কালীঘাটে পুজো দিতে; তার দাদা বারীশ দিন কয়েক ইনফ্লুএঞ্জায় ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছে; এখনও তাই শুয়ে আছে।

চা করতে ব'লে কণা বিনোদিনীর আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের সাজ-সজ্জায় চোখটা বুলিয়ে নিতে নিতে ভাবল, ব্লাউজটা বদলালে হ'ত; স্নো আর পাউডার মাখলে ক্ষতি কি? খোঁপাটাও ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার।

অনল অনেকবার কণাকে দেখেছে। সে দেখা স্বপ্নের মতো ঝাপসা। অনলের দৃষ্টি এখন কামনায় রাঙা, কণার চোখেও তার প্রতিবিম্ব দেখতে চায়। এখনকার কণা উদ্ভিন্ন-যৌবনা। একুশ বছর বয়স হ'লেও তাকে মনে হয় তন্বী ষোড়শী। তার মুখে লালিত্যের দ্যুতি, গায়ে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা, চোখ দুটি পদ্মের পাপড়ির মতো আয়ত।

অনল ইচ্ছা করলে কণাকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে নিতে পারে।

কিন্তু চট্ ক'রে এক কথায় বিয়েতে রাজী হওয়াটা তার পক্ষে গৌরবের নয়। অবশ্য তার বাবা জীবিত থাকলে অনলের মতামতের বিশেষ মূল্য থাকত কিনা সন্দেহ।

কণা চা আর সন্দেশ নিয়ে এল।

অনল তখন কণার খাটে ব'সে 'শেষের কবিতা'র পাতা ওলটাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, "এ বই আগে পড়োনি?"

কণা হেসে উত্তর দিল, "ভাল বই দু'বার পড়তে দোষ কি? রবীন্দ্রনাথের লেখা তো আরও বেশি পড়া যায়।"

"কাহিনীটা চমৎকার। কিন্তু যে প্রেমের ওপর গল্পের ভিত্তি তা অবাস্তব। ভালবাসা আর প্রেমের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায় কি?"

কণা লজ্জায় আরক্ত হ'ল। উত্তরে বলল, "আপনার কাছে যা অবাস্তব আর একজনের কাছে তা বাস্তবও হ'তে পারে।"

"তাহ'লে ধ'রে নেব মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে," ব'লে অনল চায়ে চুমুক দেয়।

"আপনার এ বিষয়ে সংশয় থাকাটা অমূলক। মানুষের মধ্যে দেবতা এসেছেন, আসছেন এবং আসবেন-ও।" কণার প্রত্যুক্তিতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা।

অনল চা খেতে খেতে আর একটা সিগারেট ধরাল, সন্দেশ প'ড়ে রইল।

"ও কি সন্দেশ খেলেন না যে ?" কণা ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল।

"না, ওটা চলবেনা। বিলেত ঘুরে আসার পর ও বস্তুটা তেমন রোচে না," অনলের কথায় অহঙ্কারটা প্রচ্ছন্ন থাকল না।

তাকে কণার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছা হ'ল বারীশের কথা, সেও প্যারিস থেকে পি-এইচ্-ডি ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে ; এ অহঙ্কার তাদেরই সাজে যারা তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে পুকুর-পাড়ে মিছিল বার করে।

অনল বইখানা নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল গোড়ার দিকের একটা পাতায়। ব্যাপার বুঝতে পেরে কণা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি বিলেত থেকে হ্যাণ্ড্রাইটিং এক্সপার্ট হ'য়ে ফিরেছেন, না সই দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলার বিদ্যাটা আয়ত্ত ক'রে এসেছেন ?"

অনল অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, "ঠাট্টা নয়, এরকম সই কখনও দেখিনি। মানুষটাও যে বিচিত্র হবে তা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।"

"বাস্তবিক, আপনার আশ্চর্য শক্তি !"

অনল আহত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "তার মানে, আমার অনুমানটা ভুল ?"

কণা হেসে বলল, "সইটা আমার এক বান্ধবীর, নামটা তার এক বন্ধুর আর বইটা আমার।"

"ও বাবা, এ যে বন্ধুর ক্ষেত্র, প্রেমের ত্রিকোণ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে ঢোকে কার সাধ্য ?"

অনলের কৌতূহল দেখে কণার পরিহাস করার ইচ্ছাটা উদগ্র হ'য়ে উঠল। সে বলল, "বইখানা আপনি নিয়ে গেলেই ত্রিকোণ চতুষ্কোণে পরিণত হ'তে পারে। অন্য ভাবেও চতুষ্কোণ হ'তে পারে, তবে সেটা রুচিসাপেক্ষ।"

"কি রকম ?"

"আজ বিকেলেই ব্রততী আসবে। আলাপ ক'রে খুশি হবেন। তার বন্ধু মণিবাবুও মাঝে মাঝে এখানে আসেন। দাদার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন মণিবাবু আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সেই সূত্রেই ব্রততীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।"

"বুঝলুম, বরুদা তাহ'লে উপলক্ষ," ব'লে অনল একটু হাসল।

"ঠিক ধরেছেন আপনি, এখন লক্ষ্যটা ঠিক রেখে তার সঙ্গে সখ্য করতে পারেন, লক্ষ্যভেদও হ'তে পারে। আপনার মতো বিলেত-ফেরতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শিবপুর-ফেরতা মণিময়ের মতো এঞ্জিনিয়ারের কর্ম নয়। ব্রততীর মন জয় করতে পারলে একালের ধনঞ্জয়ও হ'য়ে যেতে পারেন। পোখরাজের মতো ব্রততীর

গায়ের রং, সুঠাম দোহারা গড়ন, আর সেই সঙ্গে তার বাবার বিপুল ব্যাঙ্ক ব্যালান্স…”

“কি ভেবেছ বলো তো, আমার কি ঐ পেশা?” অনলের কথায় বিরক্তির ঝাঁজ।”

কণার মুখে একটা মোক্ষম জবাব এসেছিল, অনল তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পালটে দিল :

“আচ্ছা, বরুদা তাহলে ইউনিভার্সিটির কাজটা ছেড়েই দিলেন?”

“হ্যাঁ, দাদার বেরুনো মা এক রকম বন্ধ ক'রেই দিয়েছেন। ট্রামে পায়ের পাতার খানিকটা কেটে গিয়েছিল, চলাফেরা করতে একটু অসুবিধা হয়। দাদা এখন ইংরেজী দৈনিকে সম্পাদকীয় লেখে।”

“দিল্লীতেও ডাঃ বারীশ রায়ের ইংরেজী লেখার অনেকেই তারিফ করে। পৌরুষের অমন দীপ্তি বড় একটা দেখা যায় না।”

বিধু এসে খবর দিল, “দাদাবাবু উঠেছেন, আপনাদের ডাকছেন।”

“ও দাদা উঠেছে! চলুন তাহলে?” কণা আগেই বেরিয়ে গেল।

অনল গিয়ে দেখল, বারীশের ঘরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। টেবিল স'রে এসেছে খাটের একধারে। বই দুই শেল্‌ফ্ ছাপিয়ে ছোট ছোট চৌকিতে আশ্রয় নিয়েছে। টেলিফোন রাখা আছে

পাশের এক টুলে। অপর প্রান্তে সেটি ও কৌচ। বারীশের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রতি উপকরণের যেন উৎকণ্ঠ উপযোজন।

বারীশ শুয়ে ছিল। গায়ে কম্বল। অসুখে মুখখানা শীর্ণ ও পাণ্ডুর। তার বয়স যে একত্রিশ কে বলবে? অনলকে কৌচে বসার জন্যে বারীশ ইঙ্গিত করল।

বারীশের পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে অনল থমকে দাঁড়াল।

বারীশ মৃদু হেসে বলল, "বসো, বসো, প্রণাম নেওয়ার পালা আমার শেষ হয়ে গেছে ভাই।"

কণা কম্বলের ওপর থেকে বারীশের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"তোমার খবর কি বলো?" আস্তে আস্তে বারীশ জিজ্ঞাসা করল।

"আসার আগে কাকীমাকে চিঠি দিয়েছিলুম, কেন পাননি বুঝতে পারছি না। আমায় বোধ হয় এপ্রিল থেকে এখানকার অফিসের চার্জ নিতে হবে," অনল উত্তর দিল।

"ভালোই তো? আমাদের বাড়িতে থাকবে।"

"হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমার কোনও ভাবনা নেই।"

"কাজকর্ম কেমন চলছে?"

"কলকাতায় এলে কিছু উন্নতি হবে আশা করছি।"

"বেশ, অণিমা ভাল আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," ব'লে অনল ভাবল, তাদের খবরটাও নেওয়া

উচিত। বলল, "আপনাকে খুব দুর্বল ক'রে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তবে আমার অসুখ হওয়া মানে মায়েরই শাস্তি।"

"কাকীমা কোথায় বেরিয়েছেন এখন ?"

কণা বলল, "আজ শনিবার, কালীঘাটে গেছেন পূজো দিতে। এখনই ফিরবেন।"

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বিনোদিনী এসে পড়লেন। ফর্সা পাতলা চেহারা, গরদের থান প'রে তাঁকে দেখাচ্ছিল জীর্ণ রজনী-গন্ধার মতো। অনলকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। একটু হেসে বললেন, "আজ মায়ের পূজো দেওয়ার ফল যে হাতে হাতে পেলুম।"

অনল তাঁকে প্রণাম করল। তিনি পূজোর ফুল তাদের মাথায় ছুঁইয়ে, প্রসাদ ভাগ ক'রে দিলেন সকলকে।

"আমি আপনাকে চিঠি দিয়েছিলুম কাকীমা, কেন যে পেলেন না ?"

বিনোদিনী বললেন, "এইবার হয় তো সে চিঠি আসবে, তোমার যা কাণ্ড। অনেকদিন পরে কলকাতায় এলে, এবার কিছুদিন থাকছ তো ?"

"একত্রিশে ডিসেম্বর ফিরতে হবে, তেসরা থেকে অফিস যে।"

"এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে ? আচ্ছা, এখন ধড়াচূড়ো ছাড়ো, স্নান সেরে নাও। তোমার গরম জল চাই ?"

"না, এখানকার শীতে গরম জল কি হবে? দিল্লীতে ওটা একটা 'মাস্ট্'।"

"তা তো বটেই, তোমার মা তো গরম জল ছাড়া শীতকালে হাত-মুখ ধুতেও পারতেন না। সে কথা তোমার হয় তো মনে নেই···" ব'লে বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কণার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, "কণা, বাথরুমে সাবান, তোয়ালে সব ঠিক আছে কিনা দেখে নাও, অনল স্নান করবে।"

বাইরে থেকেই কণার উত্তর এল, "সব ঠিক আছে মা।"

"অত ব্যস্ত হবেন না কাকীমা, আমি তো নতুন নই?"

"নতুন নও বটে, কিন্তু তোমার খুব কষ্ট না হয় সেটা তো দেখতে হবে। দিল্লীতে যাঁদের বাড়িতে থাকো, তাঁরা কেমন?"

"এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে থাকি। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নেই। বেশ হৈ চৈ ক'রে সময় কেটে যায়।"

"তোমার খাওয়ার কোনও অসুবিধা হয় না?"

"না, রান্নার জন্যে একটা পাকা লোক আছে, বন্ধুর স্ত্রীটিও দেখাশুনো করেন। থাকি আমরা খাঁটী সাহেবদের মতো," ব'লে অনল পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে সযত্নে চশমার কাচটা মুছতে লাগল।

বিনোদিনী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন বারীশের দিকে।

বারীশ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

দুই

বিকেলে ব্রততীর জন্যে কণা অপেক্ষা করছিল। অনলের কথা তাকে না বলা পর্যন্ত কণার স্বস্তি নেই। আজ ব্রততীর আসতে দেরি হবার কথা নয়। হাইকোর্ট বন্ধ, তার বাবার ছুটি। কণা পছন্দ ক'রে একটা ডুরে শাড়ি পরেছে, কপালে দিয়েছে সিঁদুরের টিপ। অনলকে সে বুঝিয়ে দিতে চায়, মর্যাদায় সাধারণ বাঙালী মেয়ে সংসারে কারও চেয়ে ছোট নয়।

মেয়েরা পুরুষদের মুখাপেক্ষী ব'লে কণা অনলের কৃপা ভিক্ষা করবে না। নকল-নবিসের বৌ হ'য়ে বিবিয়ানা করার চেয়ে বেকার-গৃহিণী হ'য়ে সে ভাগ্যের সঙ্গে আমরণ সংগ্রাম করবে। এ যুদ্ধে হারলেও লজ্জা নেই, তার স্বধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ব্রততী আসতেই কণা বলল, "অনলদা আজ সকালে দিল্লী থেকে এসেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, দেখলুম।"

"বিলেত ঘুরে এসে বুঝি ওর মৃগয়ায় অরুচি হয়েছে?" ব্রততী হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"ঠাট্টা নয় ব্রতী, তার হাব-ভাব মোটেই ভাল লাগল না। ওর সঙ্গে এক মুহূর্তও আমার বনবে না। এ কথাটা দাদাকে সুবিধামতো জানিয়ে দিস্।"

ব্রততী বুঝতে পারল কণার কথার নড়চড় হবে না। বারীশকে এটা সহজে বোঝানো যাবে ; কিন্তু বিনোদিনী যে দুঃখ পাবেন। শেষ চেষ্টা করার জন্যে ব্রততী অধীর হ'য়ে বলল, "আজ সকালে সবে সে এসেছে, এর মধ্যেই এমন কি ঘটল……"

"তোকে তা বোঝাই কি ক'রে ? কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তার যে রূপটা আজ দেখলুম তা হয়তো তেমন ভয়াবহ নয়, তবু আমার মন সেটা সইতে পারছে না। তাকে সরাসরি উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ বুঝলুম, তুচ্ছের ভূমিকাটাও মাঝে মাঝে গুরুত্বের ওপর টেক্কা দিতে পারে।"

কণার বেদনা গভীর না হ'লেও ব্রততীর প্রাণ স্পর্শ করল। অনলের প্রতি ব্রততীর মনটাও বিরূপ হ'য়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। অনলকে সে দেখেনি, তার আচরণের ত্রুটি কি সে জানে না, তবু প্রতিহিংসার নেশায় ব্রততীকে পেয়ে বসল।

ব্রততীর কথায় কণার চমক ভাঙল ; "অনলকে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দেব ? তার এমন দশা করতে পারি যাতে তোর ছায়া মাড়াতেও সে ভয় পাবে।"

কণা তার হাত ধ'রে বলল, "ব্রতী, তুই যা চাইবি তাই দেব ভাই, আমার ঘাড় থেকে ঐ ভূতটাকে নামা। মাকে সব কথা বলাও যাবে না, এমন কর যাতে আমার ওপর ওর বিতৃষ্ণা এসে যায়।"

"বেশ, আগে তুই আলাপটা করিয়ে দে। কাল বিকেলেই তাহ'লে অনলকে আমাদের বাড়িতে চা খেতে বলি। তোকেও নেমন্তন্ন করব, কিন্তু তুই যাবি না। এমন নাকাল ক'রে বাছাধনকে ছেড়ে দেব যে দিল্লী গিয়েই সে তোর রিলিজ্ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবে।"

কণা বলল, "তোকে দেখলেই ওর মাথা ঘুরে যাবে। কিন্তু তোর গায়ে যদি ওর আঁচটা লাগে?"

ব্রততীর ঠোঁটে বিষাদের হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। বলল, "আমি পুড়লেই বা কার কি?"

"যার প্রতীক্ষায় ব'সে আছিস সে তখন যদি তোকে চায়?"

"পুড়ে ছাই না হ'য়ে গেলে ফিরে আসব। তবে সে আশা রাখিনা। নদীর জন্যে সমুদ্রের মন কাঁদেনা, অথচ নদী ছুটে যায় তারই অভিসারে।"

কণার বুকে ব্রততীর ব্যথাটা বাজল।

ব্রততী বলতে লাগল, "দু' বছর হ'য়ে গেল কণা, সে মানুষের ধ্যান ভাঙল না। আমার লেখাপড়ার শেষ পরীক্ষা চুকেছে, জীবনের চরম পরীক্ষাটা এখন বাকি, কবে মিটবে জানিনা। হয়তো বালিয়াড়িতে গিয়ে নিঃশেষ হওয়াটাই আমার কপালে লেখা আছে।"

ব্রততীর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল।

বিনোদিনী ঘরে এসে ব্রততীকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ওমা, ব্রতী কখন এসেছ ?"

ব্রততী চোখ মুছে হেসে উত্তর দিল, "এই কিছুক্ষণ হ'ল মাসীমা। আপনি তো আজ খুব ব্যস্ত, আপনার আর এক ছেলে এসেছে।"

"হ্যাঁ, ছেলেরই মতো। তুমি বাইরের ঘরে এসে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলো। কণা, তুই চা-এর ব্যবস্থা কর।"

অনলের সঙ্গে ব্রততীর পরিচয় করিয়ে দিলেন বিনোদিনী, "ব্রততী কণার সঙ্গে পড়ত, আমার আর এক মেয়ে। ওর বাবা ব্যারিস্টার, শ্রীযতি সেন। তোমরা গল্প করো। বরু এই উঠল, তাকে দেখে আমিও আসছি," ব'লে বিনোদিনী বারীশের কাছে এলেন।

বারীশ খাটে বসেছিল। বিনোদিনীকে দেখে বলল, "মাগো, দুপুরে একটু পড়াশুনা করতে গেলুম, মাথাটা ধ'রে গেল। ঘুমিয়েও যন্ত্রণাটা ছাড়ল না।"

বারীশের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিনোদিনী অনুযোগ ক'রে বললেন, "আরও দু' একটা দিন পড়াশুনো বন্ধ রাখলে ভাল হয় বরু ; তোমার শরীর খারাপ হ'লে তার ধাক্কাটা যে আমাকেই সামলাতে হয়।"

বারীশ হেসে উত্তর দিল, "মা যে হয়, তার সবই সয় ; দুঃখের

বিষে নীল হ'য়ে আর কেই বা অমন ক'রে সন্তানের সুখ-বিধান করবে বলো ?"

বিনোদিনী একথার জবাব দিলেন না। খানিক বাদে বললেন, "বিয়ের কথাটা অনলের কাছে এবার তুমিই তুলবে।"

"আমায় আবার এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন মা, বাঙালী মনের অলিগলিতে যার চলাফেরা সে কি সাহেবী ধাতটা বুঝবে ?"

বিনোদিনী উত্তর দেওয়ার সময় পেলেন না, বারীশের জন্যে এক কাপ দুধ নিয়ে এল কণা।

কাপটা টেবিলের ওপর রেখে সে বিনোদিনীকে বলল, "রাত্রে কি রান্না হবে, ব'লে দিয়ে এসো মা।"

"হ্যাঁ যাই," ব'লে বিনোদিনী উঠে গেলেন।

"অনলের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাটা অনেক দিন থেকে ঠিক হ'য়ে আছে। তুমি বড় হয়েছ, বুঝতে শিখেছ। তোমার মতটাও আমাদের জানা দরকার", ব'লে বারীশ জিজ্ঞাসু হ'য়ে কণার দিকে তাকাল।

কণা অপ্রতিভ হ'ল। একটু ভেবে বলল, "এত তাড়াতড়ি কেন ?"

"অনলকে কি তোমার পছন্দ নয় ?"

কণা মাথা হেঁট করে রইল।

বারীশ চিন্তিত হ'য়ে বলল, "অনল কয়েকদিন এখানে থাকছে,

ভাল ক'রে ভেবে দেখো ; জোর ক'রে তোমার বিয়ে আমরা দেব না, এটা নিশ্চিত।"

কণা আশ্বস্ত হ'য়ে ফিরে এল। বাইরের ঘর থেকে শোনা গেল অনল ও ব্রততীর যুগ্ম কণ্ঠের হাস্যোচ্ছ্বাস। বিনোদিনী অবাক হ'য়ে কণার দিকে তাকালেন। কণা একটু হাসল।

রায় সাহেব সুব্রত রায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর এই ছোট বাড়িটা বিনোদিনী পছন্দ ক'রে কেনেন।

নিচের তলায় ফুটপাথের ওপর দু'খানা দোকান। পেছনে একটা গুদাম। দোতলায় রাস্তার মুখোমুখি এক ফালি বারান্দা, তার গা বেয়ে পরপর তিনখানা ছোট ঘর ; সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে এই ঘরগুলি পড়ে ; ডান দিকের বড় ঘরখানা বারীশের।

কণা বাইরের ঘরের কথা শোনার জন্যে কান খাড়া রেখেছিল।

ব্রততী বলছিল, "আমিও, সত্যি বলছি, ওরকম প্রেম বুঝি না। ভালবাসবে অথচ বিয়ে করবে না, এর মানে কি ?"

অনল বলল, "ও নিয়ে কাব্য হ'তে পারে। সংসারে অমন ব্যাপার হয় না। আমি সেই কথাই সকালে কণাকে বোঝাচ্ছিলুম·········"

ব্রততী : "কণা ঐ রকমই। বরাবর একটু অদ্ভুত।"

অনল : "ঠিক বলেছেন আপনি, একটু বোধ হয় অ্যাবনর্ম্যাল।"

ব্রততী : "অ্যাবনর্ম্যাল বলতে চাইনা। আসল কথা কি

জানেন, কণা যে পরিবেশে মানুষ তা ঠিক সাধারণ নয়। ঋষি-দার মতো মানুষ দেখেছেন কোথাও? যেমন লেখাপড়ায় তেমনি স্বভাব-চরিত্রে—এক কথায় আদর্শ। কণা যে তাঁরই বোন।"

অনল: "আপনি যেদিক থেকে কণাকে অসাধারণ বলছেন, আমি সেই কারণেই তাকে অ্যাবনর্ম্যাল বলছি। ও রকম প্রেম থিওরিতে শোনায় ভাল, কিন্তু প্র্যাক্‌টিসে অচল। আপনাকে যদি ভালবাসি তাহ'লে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপনাকে কাছে পেতে চাই, আপনার মন যেমন চাই তেমনি চাই আপনার দেহ।"

অনলের চোখে মায়ার ঘোর লেগেছে বুঝে কণা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাইরের ঘরে এসে বসল।

অনল আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে তাকে বলল, "এতক্ষণ ছিলে কোথায় কণা? আমাদের কত গুরুতর আলোচনা হ'য়ে গেল। ব্রততী দেবী খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন, দেখছি।"

ব্রততী হেসে উত্তর দিল, "আপনিই বা কি কম যান?"

"এ সব বিষয়ে আমি সাধারণ, আপনার মতো মোটেই নই।"

ব্রততী কণাকে বলল, "কাল বিকেলে অনলবাবুকে আমাদের বাড়ি চা খেতে বলেছি। তুই তাঁকে নিয়ে যাস, কেমন? গাড়ি পাঠিয়ে দেব আমি।"

"গাড়ি আবার পাঠাতে যাবেন কেন? আমরা না হয় ট্যাক্সি নেব।"

"বাঃ, গাড়ি যখন রয়েছে তখন ট্যাক্সি করতে যাবেন কেন ? ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি মাসীমাকে ব'লে আসি," ব'লে ব্রততী উঠে গেল।

অনল বলল "তোমার বন্ধুটি খুব চটপটে ও মিশুক।"

"সুন্দরীও বটে।"

"ওঁর ভুরুটাও সুন্দর।"

"আর ওর গালের আঁচিলটা ?"

এই বিদ্রূপে অনল নিস্তেজ হ'য়ে গেল। প্যাণ্টের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে ভাবতে লাগল, কণা যেন ধনুকের শিঞ্জিনী, স্পর্শ করলেই শোনা যাচ্ছে তার টংকার। অথচ ব্রততী ঠিক তার বিপরীত। তার বাবা ব্যারিস্টার, তাদের গাড়িও আছে। কিন্তু কণার এত অহঙ্কার কিসের ?

ব্রততী ফিরে এল লাফাতে লাফাতে।

"মাসীমার অনুমতি পেয়েছি কণা। সন্ধ্যার আগে তোমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। গাড়ি আসবে সাড়ে চারটেয়। মনে থাকে যেন আপনার। দিবানিদ্রাটা তার আগেই সেরে নেবেন।"

ব্রততীর ভঙ্গীতে তারা হেসে গড়িয়ে গেল।

অনল পরিহাসের সুরে বলল, "কাল বেলা তিনটে থেকে কেবল ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে ব'সে থাকব। তাতে হবে ?"

"তিনটে নয়, চারটে থেকে।"

কাজকর্ম সেরে বিনোদিনী এলেন। অনল বলল, "সকালে এসেছি, কাকীমাকে পেলুম এতক্ষণে। কী যে এত কাজ আপনার বুঝতে পারি না।"

বিনোদিনী চেয়ারে ব'সে সস্নেহে উত্তর দিলেন, "তোমার তা বুঝেও কাজ নেই বাবা, অবকাশ না থাকাটাই আমাব পক্ষে ভাল।"

ঘরেব আলোটা জ্বেলে দিয়ে কণা বেবিয়ে গেল। শঙ্খধ্বনি শুনে বিনোদিনী কবজোড়ে প্রণাম নিবেদন কবলেন। অনল কি কববে বুঝতে পাবল না। তার বিমূঢ়ভাব দেখে ব্রততীর খুব হাসি পেল। আঁচল চাপা দিয়ে সে কণার ঘরে গিয়ে হাসতে লাগল।

কণা এসে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কবল, "হাসছিস যে, কি ব্যাপার?"

একটু সামলে নিয়ে ব্রততী বলল, "হয়েছে একটা মজার কাণ্ড, এখন বলব না।"

"যা বলবি না তা বুঝি।"

"ছাই বুঝিস, এ তোব প্রেম নয়।"

"জানি জানি, এ ব্রততীব প্রেম।"

"সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগেনা, কণা?"

"ঠাট্টা আমি করিনি।"

"ও বুঝেছি," গম্ভীর হ'য়ে ব্রততী বলল, "এমন জানলে তোদের বাড়ি আজ আসতুম না।"

বিধু এসে বলল, "রাঙা-দির গাড়ি এসেছে।"

ব্রততী ফিক্ ক'রে হেসে কণাকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রথম অঙ্কটা কেমন হ'ল?"

"ওআণ্ডারফুল।"

তিন

ব্রততী ড্রইং রুমে ব'সে তার বাবার জন্যে সোএটার বুনছিল। গাড়ির আওয়াজ পেতেই বোনাটা ফেলে দিয়ে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল অনলকে অভ্যর্থনা করার জন্যে।

অনল গাড়ি থেকে নেমে সহাস্যে নমস্কার ক'রে বলল, "কণা আসতে পারল না, সকাল থেকে তার শরীরটা ভাল নেই। জ্বরও হয়েছে একটু, ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।"

"আশ্চর্য, আজই তার অসুখ করল। আসুন আপনি," ব'লে ব্রততী তাকে ড্রইং রুমে নিয়ে এসে বসাল। অপরিচিত অতিথি দেখে জিম দাঁড়িয়ে উঠে অস্ফুট রোষ প্রকাশ করল।

"থাম তুই, চুপ ক'রে বস্", ব্রততী তর্জনী তুলে শাসাতে কুকুরটা শান্ত হ'য়ে অনলকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

"আপনার নিশ্চয় আজ দুপুরে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে?" ব্রততীর স্বরে মিষ্টতা।

"না, না, বেশ ঘুম হয়েছে। ও বাড়িতে সারাক্ষণ কি আর করা যায় বলুন?"

"ছুটিতে এসেছেন, এখন শুয়ে ব'সে তুড়ি দিয়ে সময়টা

কাটিয়ে দিন। আমাদের অখণ্ড অবসর, সময়টা তাই সমে এসে থেমে গেছে। এই কারণে এক একবার মনে হয়, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়াটা ভাল।"

"এম-এ দিয়েছেন কয়েক মাস আগে, এর মধ্যেই অবসরে অরুচি? আপনাদের মন······"

"দুশমন বলতে পারেন," বাধা দিয়ে ব্রততী উত্তর দিল। নীলাভ জোর্জেট শাড়ির প্রান্তটা টেনে নিয়ে সে আবার বলল, "নারী চরিত্রে আপনাকে অভিজ্ঞ ব'লে মনে হচ্ছে।"

"ক্ষমা করবেন, ও বিষয়ে আমার যেটুকু জ্ঞান তা দু' একখানা বই প'ড়ে।"

"কেন, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলেন অথচ কোনও গৌরাঙ্গীর আনুকূল্য লাভ করেন নি, এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

এমন মধুর ভঙ্গী ক'রে ব্রততী কথাটা শেষ করল যে অনল মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল পলকহীন নেত্রে। শাড়ির আন্দোলনে সুখাবহ সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুমিত প্রসাধনের প্রসাদে ব্রততীর চূর্ণ কুন্তলে শুভ্র আলোর মূর্চ্ছনা, ওষ্ঠাধরে ঘোর রক্তবর্ণের ইশারা, কপোলে পদ্মরাগের আভাস। গালের কৃষ্ণ তিলটিও যেন নয়ন-রঞ্জন অলংকরণের প্রস্তাবনা। দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই অনল চোখ নামিয়ে নিল সলজ্জভাবে।

ব্রততী বলল, "ইংরেজী কাব্যে প্রেম সম্বন্ধে রিসার্চ করব ভাবছি। বিষয়টা কেমন হবে ?"

"আমি অর্থনীতির ছাত্র, সাহিত্য তেমন বুঝি না। বরু-দা এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"তাঁর সাহায্যই তো ভরসা। আমার আরও একজন বন্ধু মণিময়বাবু এই নিয়ে কাজ করার জন্যে খুব উৎসাহিত করছেন। ও বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েও যেতে পারে।"

অনল উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "মণিময়বাবু বুঝি খুব পণ্ডিত ?"

"পণ্ডিত নন, রসিক। পেশায় এঞ্জিনিয়ার, নেশায় সাহিত্যিক। কলকাতা ছাড়তে হবে বলে চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন !"

"খুব লেখেন বুঝি ?"

"লেখার চেয়ে পড়ার আগ্রহটাই তাঁর বেশি। বলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে লেখার চেষ্টা ক্রিমিন্যাল। তাতে তার হয় পণ্ডশ্রম আর পাঠকের পিণ্ডশ্রম।"

রিষ্ট ওয়াচটা দেখে ব্রততী বলল, "এক মিনিট, চায়ের কথাটা ব'লে আসি।"

তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জিম আবার উঠে বসে। মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দে এগুতে থাকে অনলের দিকে। ঘ্রাণ নেয় আর পা বাড়ায়। অনল প্রমাদ গণল। জিমের গতি মন্থর হ'লেও

অব্যাহত। অনলের গলা শুখিয়ে গেল। ব্রততী ফিরে এল অনলের অবস্থাটা চরমে পৌঁছবার আগেই।

কান ধ'রে জিমকে সরিয়ে দিয়ে অনলকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি খুব ভয় পেয়েছিলেন তো? জিম আপনাকে আদর করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল।"

আমতা আমতা ক'রে অনল বলল, "কুকুরের আদরের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই কি না।"

"চলুন, বাইরে ব'সে চা খাওয়া যাক্। আপনার গায়ে গরম স্যুট আছে, আমিও স্কার্ফটা নিয়ে এলুম," ব'লে ব্রততী তাকে নিয়ে গেল তাদের বাগানে।

বাংলোর পেছনে ছোট একটি কুঞ্জ। বিচিত্র ফুল গাছের কেয়ারির মধ্যে সবুজ রং করা বেতের চেয়ার ও টেবিল। অনলের মনে হ'ল, ল্যান্সডাউন রোডের এই বাংলোতেই ব্রততীকে মানায়।

বেয়ারা চা, স্যাণ্ড্উইচ্ ও প্যাস্ট্রিজ দিয়ে গেল।

চা ঢালতে ঢালতে ব্রততী বলল, "বাবা কোর্ট থেকে ফিরে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন। মা শখ ক'রে এটা তৈরী ক'রে গেছেন।"

"এ বাড়িতে আপনারা কেবল দু'জন?" অনল জিজ্ঞাসা করল বিস্মিত হ'য়ে।

"বাবার স্টেনোগ্রাফার ড্রাইভার বেয়ারা প্রভৃতি নিয়ে সব-শুদ্ধ আমরা সাতজন। বাড়িটা আমার দাদামশায়ের ; মা ছিলেন তাঁর এক মেয়ে, আমার মামা নেই।"

"দিল্লীতে আমরা যে বাড়িতে থাকি সেটা কতকটা এই ধরনের। সেখানে বাগান নেই, আছে টেনিস লন্।"

"আপনি কি কারও সঙ্গে থাকেন ?"

"হ্যাঁ, ওখানকার এক বাঙালী ডাক্তারের আমি পেয়িং গেস্ট। তাঁর প্র্যাকটিস্ ভাল, স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।"

"বাঃ, তাহ'লে তো আপনি রাজপুত্রের হালে আছেন, এবার মনোমতো একটি রাজকন্যা খুঁজে নিলেই হয়।"

চা খেতে খেতে অনল বলল, "রাজপুত্রের খোঁটা দিয়ে লাভ কি, আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। আমার কলকাতায় আসার কারণটাও বোধ হয় আপনার জানা আছে। কিন্তু কণার হাবভাব দেকে কিছু বুঝতে পারছি না।"

বিস্ময়ের ভান ক'রে ব্রততী বলল, "কেন, কণাকে বোঝা খুব সহজ।"

"আপনাকে কিছু সে বলেছে এ বিষয়ে ?" উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অনল জানতে চাইল।

ব্রততী চোখ নাচিয়ে বলল, "কণা আমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার কোন্ কথাটা আমার অজানা ? আপনার সম্বন্ধে

অনেক কথা হয়েছে। সব তো আপনাকে বলা চলে না, উচিতও নয়।"

অনলের মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গেল। একটু ভেবে বলল, "আপনাদের কি কথা হয়েছে জানিনা। তবে কণার সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা অনুকূল নয়, এটা বলতে পারি। এ বিয়েতে মনটা সায় দিচ্ছে না।"

"কেন? এ প্রস্তাব প্রথমে আপনার বাবার কাছ থেকেই এসেছিল, শুনেছি?"

"তা হয়তো সত্যি; এ বিষয়ে এখন আমার মতটাও উপেক্ষার নয়।"

"আপনি কখনও অমত করেছেন ব'লেও শুনিনি।"

"অমত না করা আর সম্মত হওয়া কি এক কথা?"

"যাই বলুন মিঃ চ্যাটার্জি, এটা সমর্থন করতে পারছি না। মতও দেব না, আবার অমতও করব না, এর অর্থ কি? কণাকে পছন্দ না হয়, বিয়ে করবেন না। স্পষ্ট ব'লে দিন মাসীমাকে।"

ম্লান হেসে অনল বলল, "আপনি বিশ্বাস করুন, কণার সঙ্গে আমার অমিলটাই বেশি।"

ব্রততী একটু ভেবে বলল, "কণার সঙ্গে কোথায় যে আপনার গরমিল বুঝতে পারছি।"

"তার অনেক গুণ আছে, কিন্তু কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক।"

"কণাকে আমি ভাল ক'রেই জানি, সাধারণের মাপকাঠিতে ওকে বিচার না করাই ভাল। এটা বন্ধু-প্রীতি ভাববেন না।"

সিগারেট ধরিয়ে অনল বলল, "দিল্লী ফিরে গিয়ে এবার কাকীমাকে জানিয়ে দিই, কেমন? কণার মধ্যে যা খুঁজছিলুম তাও যখন পেলুম না তখন আর মরীচিকার পেছনে ধাওয়া ক'রে লাভ কি?"

মৃদু হেসে ব্রততী জিজ্ঞাসা করল, "কণার মধ্যে কি খুঁজছিলেন শুনি?"

"আশা করেছিলুম, তার মধ্যে আমার অ্যান্টিটাইপ আবিষ্কার করতে পারব।"

"হতাশ হ'লেন খুব?"

অনল নাটকীয় ভঙ্গীতে সুর ক'রে বলল:

"Between two worlds Life hovers like a star,
'Twixt Night and Morn, upon the horizon's verge.
How little do we know that which we are!
How less what we may be! The eternal surge of Time and Tide rolls on and bears afar,
Our bubbles; as the old burst, new emerge,
Lashed from the foam of ages,......"

চার

রাস্তায় গোলমাল শুনে কণা বারান্দায় এল। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। তার শরীরটা সকাল থেকে সত্যিই খারাপ। শাড়িটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিল। চেঁচামেচি কিসের বুঝতে পারছে না। কিছু লোক জটলা করছে ওধারের ফুটপাথে। সকলেই বিক্ষুব্ধ। কলকাতার পথে ঘাটে এরকম ঘটনা অভিনব নয়। তবু ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে কণা দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ তার গায়ে এসে লাগল কয়েকটা ছোট ছোট ঢিল।

"ওমা" ব'লে চমকে উঠে দেখল, ঢিল নয়—টফী। আর একটু হ'লেই সে ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিত। যে কটা টফী বারান্দায় পড়েছিল সেগুলো কুড়তে কুড়তে সে ভাবতে চেষ্টা করল, দুর্বুদ্ধিটা কার? ব্রততীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে এটা কি অনলের কৌতুক?

সামনের রাস্তাটা আর একবার দেখে নিয়ে কণা ঘরে ঢুকতে যাবে, আরও কয়েকটা টফী তার মুখে এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালল, কিন্তু ঘর শূন্য।

তখনই পাশের ঘর থেকে বিনোদিনীর কথা শুনতে পেল, "ছেলের কাণ্ড দেখ, চমকে উঠেছিলুম।"

মণিময়ের হাসির তোড়ে সারা বাড়িটা প্রাণময় হ'য়ে উঠল। কণা একটা টফী মুখে দিয়ে বাকি কটা মেঝে থেকে তুলে রেখে দিল ডেস্কের ওপর।

বিনোদিনী এসে বললেন, "জানিস কণা, মণির দিদিমার খুব অসুখ। আমাদের দেখতে যাওয়া উচিত। মণিকে বলেছি, কাল সকালে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।"

কণার গালে টফী, মাথা নেড়ে আস্তে বলল, "বেশ তো।"

"তোর মুখে কি?"

"ও কিছু না", ব'লে কণা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

"সারাদিন না খেয়ে এখন বুঝি মুখরোচক কিছু কিনে আনিয়ে খাওয়া হচ্ছে?" মৃদু অভিযোগ ক'রে বিনোদিনী গেলেন বারীশের ঘরে।

কণার ঘরের পর্দাটা সরিয়ে মণিময় সকৌতুকে বলল, "টফী বৃষ্টি কেমন হ'ল?"

"অনাসৃষ্টির ধারা অনুসারে।"

"টফী খাওয়ার লোভ এখনও গেল না?"

"টফী খাওয়ানোর লোভটা আগে যাওয়া চাই তো?" ব'লে কণা তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসল।

অনলের কলকাতায় আসার হেতুটা মণিময়কে জানিয়ে দিল কণা। তারপর কোলাহলের কাহিনী মণিময় সরসভাবে বলতে লাগল। ট্রামে চোর সাব্যস্ত ক'রে যে ব্যক্তিটিকে নামিয়ে এনে উত্তমমধ্যম দেওয়া হ'ল, শেষে জানা গেল সে বেচারা একজন নিরীহ যাত্রী! তার এই লাঞ্ছনার লগ্নে আসল পকেটমার নাকি হাওয়া।

তাদের হাসি তখনও থামে নি, ব্রততী আর অনল এসে উপস্থিত হ'ল।

অনলের সঙ্গে মণিময়ের পরিচয় করিয়ে দিল ব্রততী। কণাকে জিজ্ঞাসা করল, "এবেলা কেমন আছিস তুই?"

মণিময় মজা ক'রে বলল, "লুকিয়ে টফী খাওয়া হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। সারাদিনে আরও কত কি খাওয়া হয়েছে তা হিসাবের বাইরে।"

ব্রততী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মণিময়কে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার পকেট সার্চ্‌ ক'রে দেখব নাকি যদি দু'একটা আমাদের মতো অভাজনদের.........."

"তার দরকার নেই ব্রতী-দি, তোমার ভাগ মজুত আছে," ব'লে এক মুঠো টফী বার করল মণিময়। ছোট মেয়ের মতো তার কাছে গিয়ে সবগুলো দুহাতে তুলে নিল ব্রততী। একটার পর একটা মুখে দিতে দিতে চোখের ইশারায় অনলকে জিজ্ঞাসা করতে গেল, সেও দু' একটা খাবে কি না। অনল তখন এক দৃষ্টে

চেয়েছিল কণার দিকে আর মণিময় জর্জরিত হচ্ছিল কণার কুপিত কটাক্ষে।

"জানলেন মিঃ চ্যাটার্জি," ব্রততী আরম্ভ করল, "এই আমার সেই বন্ধু যার কথা একটু আগে আপনাকে বলছিলুম। বুদ্ধিতে বড় ব'লে মণিময় আমায় ব্রতী-দি ব'লে ডাকে।"

কণার সঙ্গে মণিময়ের অন্তরঙ্গতা দেখে অনলের ঈর্ষা হ'ল। ব্রততীর গায়ে-পড়া ভাবটাও সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। মণিময়কে আঘাত করার জন্যে মনে মনে সে প্রস্তুত হচ্ছিল, বলল, "আপনি যে একজন যথার্থ রসিক ব্যক্তি তার প্রমাণ পেলুম আপনার এই টফী-ফুর্তির ব্যাপারে। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার যে কী ভাল লাগল···"

"তা আর নাই বললেন," অনলকে থামিয়ে মণিময় ব'লে যেতে লাগল, "আপনার এই অকুণ্ঠ সাধুবাদের মধ্যে পাচ্ছি খাঁটী পশ্চিমে পরিমল। হুইস্কি সহযোগে ছাতু সেবার ফল ছাড়া ও বস্তু লভ্য নয়। লণ্ডন বা দিল্লীর খবর দু' একটা ছাড়ুন, শুনি।"

অনল এরকম উত্তর কল্পনাও করতে পারেনি। প্রায় বেকুব ব'নে গেল। খানিক বাদে বলল, "আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর রাখি না।"

"এখনকার আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর একটু-আধটু রাখা ভাল। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।"

"খতিয়ে 'লাভ'টা আপনিই করুন, তা দেখে আমরা ধন্য হ'ব।"

"আপনার পরিদেবনে আর যাই হ'ক্ পরিবেদন নাও আটকাতে পারে," ব'লে মণিময় সলজ্জভাবে কণার দিকে তাকাল।

ব্রততী প্রতিবাদ ক'রে বলল, "মণি, তোমার অনুপ্রাসের অনুশাসনে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাত এবার উঠে আসবে। দাবার বাক্‌যুদ্ধে চলতি শব্দগুলোকে চালাও না যেমন খুশি, বাজিমাত হ'লে বাহবা দেব। আর যদি বেলোয়ারী শব্দ ব্যবহার করতেই হয় তাহ'লে অনূঢ়াদের উপস্থিতিতে তাদের প্রতি কোনও ইঙ্গিত না করাই শোভন।"

মণিময় অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, "ব্রতী-দি, তোমাকে মডিউলেটর পেলে সব পরীক্ষার বেড়াগুলো অনায়াসে ডিঙিয়ে যেতে পারি। নেহাত ছেলেমানুষ ব'লে আমার বেয়াদবি মার্জনা ক'রো। শ্রীমতী কনকও যেন আমার এই সবিনয় নিবেদনটা না ভোলেন।"

তামাশাটা কণা বেশ উপভোগ করছিল। মণিময়ের কথায় তার নামের উল্লেখটা না থাকলেই ভাল হ'ত। সংকুচিত হ'য়ে সে বলল, "এর মধ্যে আবার আমায় কেন, আদার ব্যাপারীও যে আমি নই।"

মিয়নো তুবড়ি এইবার জ্ব'লে উঠল। অনল উচ্চকণ্ঠে বলল, "উনি হ'লেন আসলে আদরের ব্যাপারী।"

অনলের শ্লেষে লজ্জায় মাথা হেঁট করল কণা।

একটু হেসে মণিময় মোক্ষম জবাব দিল, "আদবের ব্যাপারী হওয়াটাই আমাদের সব চেয়ে বেশি দরকার। তাই না ব্রতী-দি ?"

"আপনারা বসুন, আমি আসছি," ব'লে অনল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কণা বলল, "বাঁচলুম, এইবার ঘরটা বোধ হয় জুড়বে।"

ব্রততী. কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বিনোদিনীকে আসতে দেখে নিরস্ত হ'ল। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রতীকে দেখছি, অনল আসেনি ?"

"আমার সঙ্গেই ফিরেছেন তিনি। এখন কোথায় যেন আবার বেরুলেন," ব্রততী উত্তর দিল।

বিনোদিনী পুরনো একটা শাল গায়ে দিয়ে এসে মণিময়ের পাশে বসলেন। তাতে রিফু করার চিহ্ন দেখে মণিময় বলল, "আপনি আবার কোথা থেকে এই প্রাগৈতিহাসিক বস্তুটি বার করলেন ?"

"ওটি মার প্রিয় শাল, বাবা গায়ে দিতেন কি না," কণা তার মায়ের হ'য়ে উত্তর দিল।

"আমাদের এইভাবেই কেটে যাবে বাবা। এই শালের মতোই সব আমার ; যেমন দেহ, তেমনি মন।"

"বড় শক্ত হ'য়ে যাচ্ছে মা, আপনিও যে প্রসাদ-মামার মতো কথা বলতে সুরু করলেন"

"আপন মামা নন বুঝি ?"

"না, আপন হ'লে এতদিনে বোধহয় পর হ'য়ে যেত। সংসারের যা রকম-সকম......"

"সংসারের কথা আর তুমি ব'লো না বাপু। কত বয়স হ'ল তোমার ?"

মণিময় হেসে বলল, "খুব কম নয়, প্রায় সাতাশ।"

"তাহ'লে আমার বরুর চেয়ে তুমি চার বছরের ছোট।"

"এবং আমার চেয়ে মোটে চার বছরের বড়ো," ব'লে ব্রততী তার চারটে আঙুল তুলে দেখাল।

বারীশের কথা উঠতে মণিময় বলল, "বরু-দার ক্ষেত্রে বয়সের হিসেব চলে না। ও মানুষের জাতই আলাদা।"

"আমি যখন এ সংসারে আসি তখন বরু সাত বছরের। ছোটবেলা থেকে ওর যে কত গুণ দেখেছি সত্যিই তার হিসেব হয়না। বরাবর বরু বোর্ডিংএ থেকে লেখাপড়া করেছে। এম-এ পাশ করার পর ওকে কাছে পেয়ে প্রাণটা যেন ঠাণ্ডা হ'ল। অমন ছেলের পা যখন গেল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মা ভবতারিণীর কাছে কেঁদে বলেছিলুম, বরুকে দয়া ক'রে যেমন ফিরিয়ে দিয়েছ তেমনি তুমিই সর্বক্ষণ ওকে দেখো মা।" ব'লতে ব'লতে বিনোদিনীর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে এল।

ব্রততী তাড়াতাড়ি বারীশের কাছে উঠে গেল।

"কি সংবাদ শ্রীমতী ব্রততী?" উৎফুল্ল হ'য়ে বই থেকে মুখ তুলে বারীশ জিজ্ঞাসা করল।

তার খাটের একধারে ব'সে ব্রততী কুণ্ঠিতভাবে বলল, "কণার সঙ্গে অনল···"

"অচল। কেমন? তাহ'লে মণি-কাঞ্চন যোগটাই তোমাদের অভিপ্রেত?"

শাড়ির আঁচল দিয়ে ব্রততী হাসিটা চাপতে চেষ্টা করল।

বারীশ বইএর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "মণিময়ের প্রতি আমাদের পক্ষপাত থাকা স্বাভাবিক। কেমন ছেলে সে তাও জানি; কিন্তু বড়ো খেয়ালী যে।"

"আপনি তার চাকরি ছাড়াটাকে বড় ক'রে দেখছেন কেন ঋষি-দা? আপনার কাছে এখন আর লুকিয়ে লাভ নেই, কণার জন্যেই মণিময় কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কলকাতা ছাড়লে কণার সঙ্গে দেখা হয় না, আবার বাইরে না গেলে চাকরি থাকে না। এখনও তার দুর্ভোগের অন্ত নেই।"

"তার অনেক খবর রাখো দেখছি, টাকাও যোগাও বুঝি মাঝে মাঝে?"

"দরকার হ'লে যোগাব বৈকি।"

"আমায় যদি কিছু দাও একখানা বই বার করি?"

"আপনার বইএর প্রকাশকের অভাব হবে না; কিন্তু

লেখাটাই তো সমস্যা আপনার। অত পড়লে কি লেখা যায় ?”

“ঠিক ধরেছ ব্রতী, তোমার বুদ্ধির কি সাধে তারিফ করি ?”

“এ বুদ্ধি যদি অকাজে লাগে ? সবাই তো আর ঋষি-দা হয় না ?”

“একটু ভুল হ'ল তোমার, সংশোধন ক'রে দিই ‘সকলের তো ঋষি-দা থাকে না’।”

ব্রততী কিছুক্ষণ ভেবে নিজেকেই যেন বলল, “কেবল ঐ একটাই আমার সান্ত্বনা।”

“আমার বই বার করার ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলে চলবে না।”

“প্রকাশের ভারটা নিলে খুশি হন ?”

“তা না হ'লে তোমায় সাধতে যাব কেন ? বাইরের প্রকাশককে দিলে তোমাকেই ভুগতে হবে। কারণ তুমি হ'লে সরকারী পরিভাষা অনুসারে আমার একান্ত সচিব, ইংরেজীতে যাকে বলে প্রাইভেট সেক্রেটারী।”

ব্রততী হেসে জিজ্ঞাসা করল, “সাচিবিক আধিদেয়টা তো পাচ্ছি না ?”

“কেন ? গুরুদক্ষিণায় তা শোধবোধ হ'য়ে যাচ্ছে।”

“তাই তো, পদোন্নতির ফলে সে কথাটা ভুলতে বসেছিলুম।”

পাঁচ

প্রসাদ প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামতে সে এগিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে মণিময় নেমে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলল, "প্রসাদ-মামা, এই যে আমার মা।"

বিনোদিনী তখন গাড়ি থেকে নামবার জন্যে পা বাড়াচ্ছেন।

এক গাল হেসে প্রসাদ তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "তুমি যেমন মণির মা, আমারও তেমনি দিদিঠাকুন।"

"থাক, থাক" ব'লে বিনোদিনী কণাকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার মেয়ে কণা।"

কণা প্রসাদকে প্রণাম করতে গেল।

প্রসাদ তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে তার সুডৌল হাত দুখানি ধ'রে বলল, "না, না, তা কি হয়, তুমি যে আমার ছোটমা। কতদিন থেকে তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি তা জানো?"

কণার চিবুকে হাত রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখল প্রসাদ। বিনোদিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এতদিনে আমার ছোটমায়ের শুভাগমন হ'ল এ কুটীরে। আমাদের কতো দিনের সাধ।"

"প্রসাদ-মামা, তোমার সাধ পূর্ণ হয়েছে। এখন চলো বাড়িতে। কতক্ষণ ওঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন? "চলুন মা?" মণিময়ের আর তর সইছে না।

বিনোদিনী আর কণার দৃষ্টি তখনও প্রসাদের ওপর। মাঝারি বয়সের মোটাসোটা ছোটখাট কালো মানুষটি, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়, গায়ে একখানা কাঁথা, পরনে ছোট ধুতি,—এই মণিময়ের প্রসাদ-মামা!

"তোমরা আসবে ব'লে আজ তাড়াতাড়ি মন্দির থেকে চ'লে এলুম।"

কণা সংকোচে জড়সড় হ'য়ে গেল। বিনোদিনী বললেন, "কতোদিন তো কালীঘাটে এসেছি, এতো কাছে তোমরা থাক জানলে......"

"তুমিও বুঝি মন্দিরে আস মাঝে মাঝে?" বাধা দিয়ে প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল। তারপর আপন মনেই বলল, "আশ্চর্য, তাই বলি এমন কি ক'রে সম্ভব!"

প্রসাদের কথার ভাবে বিনোদিনী আশ্বস্ত হলেন। কণা যখন অনলকে পছন্দ করে না, মণিময়কে তাঁর চাই। এ কথাটা তাঁকে আর তুলতে হ'ল না। প্রসাদ কি তাঁর মনটাও দেখতে পেয়েছে?

বাইরের ছোট উঠনের এক পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি রোগা ফর্সা বৌ। বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। হাতে নোয়া ছাড়া আর

কিছু নেই। শাড়িটাও মলিন। সে এগিয়ে এসে বিনোদিনীকে প্রণাম করল, তারপর প্রসাদকেও।

প্রসাদ তার গায়ে হাত রেখে বলল, "দিদিঠাকরুন, এটি আমার মেয়ে কুসুম। মন্দিরে পুরুত সেদিন একে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর স্বামী এখন হাসপাতালে।"

"কেন, অসুখ করেছে বুঝি?" বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

"অসুখ ব'লে অসুখ, একেবারে যক্ষ্মা। পূর্ববঙ্গে এদের বাড়ি। কুসুমের স্বামীর একটা ছোট দোকান ছিল। দাঙ্গায় এদের সব যায়, কোনও রকম ক'রে এখানে পালিয়ে এসে এরা প্রাণটা বাঁচিয়েছে। কুসির স্বামীর স্বাস্থ্যটা ভাঙল কলকাতায়। কাজকর্ম পেল না, ঘুরে ঘুরে আর ভেবে ভেবে অস্থিচর্মসার হ'য়ে গেল। মেয়েটার বয়েস খারাপ, গ্রাম সম্পর্কের এক দেওর এখনও ফেউ-এর মতো ওর পেছনে লেগে আছে।

বিনোদিনী হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। কণা কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিল। তাকে অপলক নেত্রে দেখছিল কুসুম।

মণিময় আবার তাঁদের ডাকল। কুসুমও গেল তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। লম্বা দালানের গায়ে তিনখানা ঘর। ডানদিকে রান্নাঘর ও টিউবওএল। তকতক করছে মেঝে।

মণিময়ের দিদিমার ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বিনোদিনী বললেন, "আপনাকে দেখতে এলুম। কেমন আছেন?"

হরিমতী খাটে শুয়েছিলেন। এঁদের দেখে উঠে বসলেন। বুকে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "বুকটা যখন তখন ধড়-ফড় করে। দিন দুয়েক হ'ল বেড়েছে। বয়েস হয়েছে, এ রোগ আর সারবে ব'লে মনে হয় না।"

"আপনি ও কথা ভাববেন না, রোগ কি আর মানুষের হয় না? ডাক্তারবাবু তো আজ আসছেন। ওষুধ খেলে আপনার কষ্ট নিশ্চয় ক'মে যাবে দেখবেন।"

"এ কষ্ট তো দেহের। মনের যন্ত্রণা কমাবে কে মা? খোকাকে কতবার বলছি, বিয়ে কর, নাত বৌএর মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেন চোখ বুঁজতে পারি।"

"এবার নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে বড়মা। আমার ছোটমা এসেছে, দেখো দিকি মুখখানি, যেন সোনার প্রতিমা," ব'লে প্রসাদ কণাকে তার কাছে নিয়ে এল।

লজ্জা পেয়ে মণিময় বাইরে গিয়ে বসল।

হরিমতী ভাল ক'রে দেখলেন কণাকে। চোখের কোণে চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল মুক্তোর মতো দু' ফোঁটা জল। বিনোদিনীকে বললেন, "এমন দিন কি আমার হবে, মা? নারায়ণ কি এত দয়া করবেন?"

"আপনি যদি চান তা কেন হবে না? আগে আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠুন," বিনোদিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল আবেগে।

হরিমতী চুপি চুপি বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা কোনও আপত্তি করবে না তো? ওর মতটা মা তুমিই করিয়ে নিও। তোমায় যখন মা বলেছে, তোমার কথা শুনবে না?"

"নিশ্চয় শুনবে," বিনোদিনীর উত্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সুর।

"পেসাদ, খোকাকে এখানে ডাকো, তার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।"

"প্রসাদ-ভাই, তোমাকে ডাকতে হবে না। আমিই তাকে এখানে নিয়ে আসছি।"

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, তাও যেন পরিমাপে বেড়ে গেল। হরি-মতীর পাতলা ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে; বোধ হয় ইষ্টমন্ত্র জপ করেন।

কণা মুখ নিচু ক'রে থাকে।

বিনোদিনী একাই ফিরে এলেন। হরিমতী কথা বলতে গিয়ে থেমে যান। বুকটা চেপে ধরেন দু'হাত দিয়ে।

বিনোদিনী তাঁকে শুইয়ে দিতে দিতে বলেন, "আপনার খোকার অনেক গুণ, আমরা যা বলব সে তাই করবে। আপনার কি আবার কষ্ট হচ্ছে?"

"বাঁচলুম এতক্ষণে। এ কষ্টও সইবে। তুমি আমার কাছে এসে ব'সো।"

হরিমতী কিছু যে বলতে চান বুঝতে পেরে বিনোদিনী প্রসাদ-কে ইঙ্গিত করতেই কণা ও কুসুমের সঙ্গে সে বারান্দায় এল।

প্রসাদ কণাকে তাদের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল। হরিমতীর পাশের ঘরটাই মণিময়ের। তার আগে মণিময়ের বৈঠকখানা। বাইরের উঠনের এক পাশে কুসুমের ঘরটা কণা আসার সময়ে দেখেছিল। আর এক ধারের ছোট ঘরটায় প্রসাদ থাকে। বাড়িটা ছোট হ'লেও বেশ পরিচ্ছন্ন। উঠনে তুলসীমঞ্চটির কাছে গিয়ে কণা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

কুসুমকে চা করতে ব'লে প্রসাদ কণাকে নিয়ে এল মণিময়ের বসার ঘরে।

মণিময় বলল, "প্রসাদ-মামা, এইবার একটু চা হবে না?"

"কুসুমকে এখনই ব'লে দিলুম, আমিও দেখছি," ব'লে প্রসাদ চলে গেল।

মণিময় কণাকে বলল, "এ বাড়ির সকলেই বিচিত্র। কি ক'রে এখানে আপনি থাকবেন তাই ভাবছি।"

"সে ভাবনা আর কেন? এমনও হ'তে পারে যার জন্যে ভাবছেন তার হয় তো সবটাই ভাল লাগবে।"

"তাহ'লে অবশ্য কথা নেই," হাসতে হাসতে বলল মণিময়। আবার জিজ্ঞাসা করল, "অনলবাবু ফিরে যাচ্ছেন কবে?"

"বোধ হয় শুক্রবারে।"

"তার আগে আর আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি না।"

"কেন, উনি কি বাঘ?"

"বাঘকেও বোঝা যায়, বোঝা যায় না কেবল মানুষকে। তার ওপর যে সহজ নয় তার সঙ্গে বনিয়ে চলার সাধ্য আমার নেই।"

কণা হেসে বলল, "আপনার রাগের কারণটা বুঝি। আপনার সম্বন্ধে ওঁর ধারণাও অনুরূপ হবে, আশা করি।"

"অপরের মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমি..."

"বিশেষত আপনার মনস্কামনা যখন পূর্ণ হয়েছে। ধরুন, কোনও কারণে তা যদি না হ'ত?"

"আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকে প্রবল আকর্ষণের টানে অবিরত এগিয়ে চলেছি। ঝঞ্ঝা এসে ঝাপটা দেয়, তরঙ্গ এসে দোলা দেয়, অপ্রতিহত আমার গতি। আপনার চোখে ঝলসে উঠেছিল নিয়তির ইশারা। সেই ক্ষণপ্রভার দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে আমার সত্তার প্রতি স্তর। আজ চাই আপনার শুভদৃষ্টির সন্দীপন। নিবিড় অন্ধকারে পথ হারালেও মরণ পণ ক'রে নিশ্চিত আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতুম, যেমন ক'রে ঝড় টেনে নিয়ে আসে মেঘকে।"

"আবৃত্তিটা একটু আস্তে হ'লেই ভাল হয় মণি, তোমার দিদিমা সবে ঘুমিয়েছেন," ব'লে বিনোদিনী ঘরে এসে সস্নেহ হাসিতে তাদের অভিষিক্ত করলেন।

তাদের লজ্জার একশেষ হ'ল।

কুসুম তাদের খাবার নিয়ে এল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "এ বুদ্ধিটা কার? ছেলের, না প্রসাদ-ভাইএর।"

চা আনছিল প্রসাদ। কথাটা তার কানে গেল। বলল, "ছেলের বাড়িতে মা এসেছে, দিদিঠাকরুন এসেছে, না খেয়ে গেলেই হ'ল?"

"আচ্ছা, তোমার মাকেই খাওয়াও। দিদিঠাকরুন তার ভাইকে আগে খাওয়াবে, তারপর ভাইএর বাড়িতে খাবে।"

কণার লজ্জা করছিল খেতে। প্রসাদ ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল। বিনোদিনী মণিময়কেও জোর ক'রে খাওয়ান।

"এইবার আমাদের যাবার ব্যবস্থা কর মণি, বাড়ি গিয়ে বরুকে খেতে দেব," বিনোদিনী বললেন।

"চলুন, আমি আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি।"

প্রসাদ বলল, "তোমায় আর বেরুতে হবে না। আমিই সঙ্গে যাব। বাড়িটাও চেনা হ'য়ে যাবে। চলো দিদিঠাকরুন, এসো ছোটমা।"

"তোমার দিদিমা কেমন থাকেন, কাল জানিও মণি। এখন আর তাঁকে জাগিয়ে কাজ নেই," ব'লে বিনোদিনী কণাকে ডাকলেন।

বিনোদিনী ও কণাকে এগিয়ে দিয়ে এল মণিময়। প্রসাদ গায়ের কাঁথাটার বদলে নিল নতুন র‍্যাপার ; তার হাতে ছাতা, পায়ে চটি।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

গাড়িতে ব'সে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রসাদ-ভাই, তুমি কি গান গাইতে পার ?"

"গান ছেলেবেলা থেকেই গাই। লেখাপড়াও হ'ল না, জাতের ব্যবসাও শিখলুম না। সৎমা তাড়িয়ে দিল। গাঁ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানকার এই মন্দিরে আসি। সে অনেকদিনের কথা, দিদিঠাকরুন। মাকে দর্শন ক'রে মন্দিরে ব'সে আপন মনে গান গাইছিলুম। বেশ ভিড় হ'য়ে গেল। বড়মার সঙ্গে ঐখানে দেখা। সব খবর নিলেন আমার। তাঁর বাড়িতেই শেষে হত-ভাগার ঠাঁই মিলে গেল। এখনও রোজ যাই মন্দিরে, মায়ের নাম ক'রে আসি।"

"তোমার গান আমি ঐ মন্দিরেই একদিন শুনেছি। তখন ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি তোমার চেহারাটা, এখন যেন মনে পড়ছে।"

ছয়

বিকেলে ব্রততী এসে দেখল, কণা বেশ ঘুমুচ্ছে লেপ মুড়ি দিয়ে। তার মাথাটা পাশে একটু হেলে পড়েছে। গলায় চিক্ চিক্ করছে সোনার সরু হার। বাঁ পায়ের খানিকটা লেপের শাসন মানেনি। তাকে ডাকতে ব্রততীর মায়া হ'ল। সন্তর্পণে লেপটা টেনে দিল তার উন্মুক্ত পায়ের ওপর।

রমণীয় ঘুম। এ এক অপরূপ সৌন্দর্য। কণার অতন্দ্র চৈতন্য এখন কোন্ লোকে, কেমন ক'রে আহরণ করছে সঞ্জীবনী সুধা? নিদ্রার যেন যাদু আছে।

কণার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ব্রততী অভিভূত হ'য়ে গেল। হঠাৎ হাসির মৃদু হিল্লোলে কণার ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। স্বপ্ন দেখছে? পাশ ফিরে শুতেই তার ঘুমটা গেল ভেঙে।

ব্রততীকে দেখে কণা বিস্ময়ে বলল, "ওমা, তুই কতক্ষণ এসেছিস? ডাকিস কি কেন?"

"বলিহারি ঘুম যা হোক্।"

"কি করব বল, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। দুপুরে ঘুমিয়ে বাঁচলুম।"

"কেন, তোর শরীরটা কি এখনও সারে নি ?"

"আধির তাড়ায় ব্যাধি যে কখন্ পালিয়েছে টেরই পায়নি ।"

"লক্ষণ ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না, আধিটা কিসের ?"

লেপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কণা উঠে বসল। এলো চুলে টপ্ ক'রে একটা খোঁপা বেঁধে নিয়ে বলল, "কত ঝড় ব'য়ে গেল কাল সকাল থেকে। বিকেলে এলি না কেন শুনি ?"

"সত্যি কথা বলব, তোর অনলবাবুর ভয়ে ?"

"তার মানে ?"

"সে দিন অনলবাবু আমাদের বাড়ি গিয়ে প্রেম নিবেদন ক'রে বসেন আর কি। শেষে গতিক সুবিধের নয় বুঝে তোকে দেখার ছল ক'রে চলে এলুম এখানে।"

"You shouldn't have missed a wonderful time, Brati."

"শোন না মজার কথা, কাল সকালে আবার তিনি এসে হাজির। বাবা তখন বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। আমার চা খাওয়া শেষ হয়েছে। এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এল ওঁর কার্ড। সঙ্গে সঙ্গে ব'লে পাঠালুম, বাড়ি নেই—ফিরব সন্ধ্যার পর। তাই কাল বিকেলে আসা হ'ল না।"

হাত নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে কণা বলল, "কালে কালে কতই দেখব মা, সবে কলির সন্ধ্যা।"

কণা হেসে গড়িয়ে পড়ল ব্রততীর কোলে।

"এবার তোর আধির খবরটা ?"

"তার আগে শুনি অনলকে কেমন লাগল ?"

"মন্দ তারে যায় না বলা, রং যদিও নয়কো ধলা।"

"পছন্দ হয়েছে নাকি ?"

"ও প্রশ্নটা অবান্তর। তবে তোর পাশে যে ওকে মানায় না এ কথাটা ঠারে ঠোরে বুঝিয়েও দিয়েছি।"

কণা বলল, "ওর গুণও যে নেই তা নয়, তবে হঠাৎ স্বাধীন হ'য়ে........ "

"এখন ওর সঙ্গিনী চাই যার মধ্যে থাকবে ওর নিজেরই প্রতিরূপ।"

"অর্থাৎ কয়েকটা মেয়ের সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে ; কি হবে তাদের বল্‌ত ?" কল্পিত ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে যায় কণার মুখ।

"তোর ভয় কি, তুই যে ওর নাগালের বাইরে তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।"

"তোকে কিছু বলেছে বুঝি ?"

"এমনি হয় তো বলত না, কিন্তু ওর মনের ভাবটা বার ক'রে নিয়েছি। বেচারী অনল।"

"তোর দুঃখ যে উথলে উঠছে দেখছি, সাবধান।"

"অনলের জন্যে দুঃখ যে হচ্ছে তা লুকব না। কত আশা

নিয়ে দিল্লী থেকে ছুটে এল, আর তার রঙীন স্বপ্নটা তুই এক নিমেষে ভেঙে দিলি ?"

"আহা, বিয়ের কথা হয়েছে ব'লে তার কাছে চোর দায়ে ধরা পড়েছি না কি ? কই, আর একজন তো কখনও এ রকম করেনি।"

পা দু'খানা ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে ব্রততী বলল, "কার সঙ্গে অনলের তুলনা করছিস ? ম ণি যদি হয় বৃষ্টি, অনল হবে ঝড়, প্যাশনের দিক দিয়ে বলছি। কিন্তু কাল সকালে আঁধিটা বইল কি ক'রে ?"

"তোর বন্ধুর দিদিমার শখ আমায় নাত-বৌ করেন, মাও রাজী হ'য়ে গেছেন। প্রসাদ-মামার জন্যেই কাণ্ডটা ঘটল। দিদিমা মুমূর্ষু, তাঁকে দেখে বড় কষ্ট হ'ল।"

"সে কষ্ট হ'ক, তোর কেষ্টকে যে এতো সহজে পেয়ে গেলি এতেই খুশি হলুম। মাঝখান থেকে আমার ঘটকালি করাটা মাটি হয়ে গেল। বিয়েটা হচ্ছে কবে ?"

"দিদিমা একটু সেরে উঠলেই তারিখটা বোধ হয় ঠিক হবে। মনটা কিন্তু পাক খাচ্ছে আবর্তে প'ড়ে।"

ব্রততী ঠাট্টা ক'রে উত্তর দিল, "বৃষ্টির জল গায়ে না পড়া পর্যন্ত ও জ্বালা দূর হবে কি ? মাসীমা ও মণিকে ব'লে তোদের মিলনটা ঘটিয়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি।"

কণা একটু হেসে বলল, "যাই বল তুই, অনলের কথাটাও মন থেকে যাচ্ছে না। ওকে নিরাশ করলুম ব'লে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। আর একজনকেও তো কিছুদিন থেকে দেখছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, সে যেন কতদিনের চেনা। আমি তাকে টানছি, না সে আমায় টানছে—এখনও বুঝতে পারি না। কোনও যুক্তি দিয়ে মনকে নিরস্ত করতে পারিনি। অথচ মুখ ফুটে আগে কোনও দিন একথা সে আমায় বলেও নি।"

বাইরের ঘরে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল।

বিছানা থেকে উঠে কণা ব্রততীকে বলল, "তুই একটু বস ভাই, চুলটা বেঁধে শাড়িটা বদলে আসি।"

সাজার পর্বটা চুকিয়ে কণা এল বাইরের ঘরে।

অনলকে বেরুবার জন্যে তৈরী দেখে কণা বলল, "এখন বেরুচ্ছেন কোথায়, ব্রতী এসেছে যে?"

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"কাল সকালের এনগেজ্‌মেণ্টের মতো না কি?" ব'লে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল কণা।

"তার মানে? তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না," ব'লে অনল তাকাল কণার দিকে।

কণার হাসি তখনও থামেনি, ব্রততীও এ ঘরে এল। অনলকে বলল, "কণার আজকের সাজটা লক্ষ্য করেছেন?"

"তোকে আর টিপ্পনী কাটতে হবে না ব্রতী, আমার যদি সাজতে ইচ্ছা হয়, সাজব না ?"

"'শেষের কবিতা'র লাবণ্য হচ্ছিলি কি না, তাই বলছি।"

"লাবণ্য না হ'লেই কি বন্য হ'তে হবে ? অনল-দা কি বলেন ?"

অবাক হ'ল অনল। কণার এ আবার কোন্ রূপ ? তার এমন সহজ আচরণের অর্থই বা কি ?

বিধু চা দিয়ে গেল।

"কই, আপনি যে মূক হ'য়ে গেলেন ? আপনার হ'য়ে জবাবটা..."

"ভাল হবে না ব্রতী, চা দিয়েছে খা," শাসিয়ে উঠল কণা।

"আচ্ছা, আমি একটা প্রেডিক্শন করি ?" ব'লে ব্রততী আড় চোখে তাকাল কণার দিকে। তর্জনী তুলে কণা তাকে চুপ করতে বলল।

অনলের মজা লাগল। খুশি হ'য়ে ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার প্রেডিক্শন্‌টা কি ?"

"না, প্রেডিক্শন করব না। তবে কারও যে শুভাগমন..."

কথা আর শেষ করতে হ'ল না ব্রততীর। মণিময় এসে পড়ল।

কণা তক্তপোশ থেকে উঠে তাকে বলল, "আপনার জায়গায় ভুলে বসেছিলুম, সরি। মাকে খবর দিয়ে আসি, আপনি বসুন।"

কণার চ'লে যাওয়ার লঘু ভঙ্গীটা কটাক্ষে দেখে নিল অনল।

"আপনারা ক্ষমা করবেন, আমায় এখনই উঠতে হচ্ছে, বিশেষ একটা কাজ আছে। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, নমস্কার," ব'লে নাটকীয় ভাবে ফেল্ট্‌ হ্যাট্‌টা হাতে নিয়ে অনল দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

মণিময় না এলে অনল যে আরও কিছুক্ষণ থাকত এটা তাদের দু'জনেরই বুঝতে বাকি রইল না। মণিময়ের ঢলঢলে মুখখানিতে পদ্মের প্রসন্নতা। তার মাথার ঝাঁকড়া চুল সুবিন্যস্ত। একে সে সুপুরুষ, ক্রীম রঙের স্লিপ-ওভার আর ফ্লানেল ট্রাউজার্সে তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়েছে।

তার এই পরিবর্তনটা দেখে ব্রততী মুচকে হাসছিল।

মণিময় জানতে চাইল, "তোমার হাসির কারণটা কি ব্রতী-দি ?"

"কারণ যাই হ'ক্‌, কাল সকালের ঘটনায় আমি যে কতো খুশি হয়েছি তা কি বলব। সহজে এমন প্রায় ঘটে না। তোমাদের মনের ছন্দটা হয়তো সমমাত্রায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বিশেষ একটি লগ্নে অভাবনীয় মিলের সঙ্গতিতে তা যে সংগীত হ'য়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।"

কণা এসে পড়ল। তার মুখে সলজ্জ হাসির রাঙা আভা।

ব্রততী মণিময়কে বলল, "এতদিনে এ মেয়ের শ্রী খুলেছে।"

মণিময়কে লক্ষ্য ক'রে কণা উত্তর দিল, "রূপ যেন আর একজনের মোটেই নেই ?"

"তোরা একটা বিউটি কম্‌পিটিশন্‌ কর, আমি জাজ্‌ হই। অনলবাবুকেও প্যানেলে নেওয়া যেতে পারে," ব্রততী বলল।

"কাকে, অনলবাবুকে ? রক্ষা করো ব্রতী-দি।"

"কণা তাহ'লে অনায়াসে এক ভোট বেশি পেতে পারে।"

"কেন ?"

"তোমাকে আর বোঝাই কি ক'রে ? তুমি সত্যিই বড় ছেলেমানুষ।"

"ও বুঝেছি, অতশত আমার মাথায় আসে না, কি করব বলো !"

কণা হেসে বলল, "তুই এই কমপিটিশনে যোগ দিলে ফার্স্ট প্রাইজ সম্বন্ধে আর ভাবনা থাকে না। অনল-দা কি আর তখন আমাদের দিকে একবারও চেয়ে দেখবে ?"

"ব্রতী-দি, তোমায় না শেষ পর্যন্ত অনলবাবুর ভার নিতে হয় ?"

"ও রকম একটা কাণ্ড করলে আশ্চর্য হব না," ব'লে কণা ব্রততীর দিকে তাকাল।

ব্রততী হেসে উত্তর দিল, "কে কি করবে তা কি জোর ক'রে বলতে পারা যায় ! তোমরাই কি দু'দিন আগে বিয়ের কথা ভেবেছিলে ? আর আমায় যদি সত্যিই কেউ চায় তাতে আপত্তিই বা কি তোমাদের ?"

ব্রততীর হাসির অন্তরালে বেদনার ফল্‌গু ব'য়ে গেল।

সাত

শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে অনল একটা রিক্‌শা নেওয়ার কথা ভাবল। খাওয়ার পর ট্রেনে আসতে ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। মফস্বলের এত লোক রোজ যে কি ক'রে কলকাতা গিয়ে কাজকর্ম করে তা সে ভেবে পেল না। একদিন আসতেই তার যে অসুবিধা হয়েছে!

শীতের দুপুর মন্থর চালে গড়িয়ে চলেছে। তাড়াহুড়া নেই। রাস্তায় লোক কম। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে অনলের হাঁটতেই ভাল লাগল। সূর্য তখন মাথার ওপর। অনলের চোখে কালো চশমা। রোদের তেজ থাকলেও জ্বালা নেই। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে খালধার হ'য়ে সে ঠাকুরদাস গোস্বামী লেনে এসে পড়ল।

কয়েকটা ছেলে স্যুট-পরা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। একটা কালো দেশী কুকুর নরদমার ধারে উচ্ছিষ্ট থেকে ভোজ্য আহরণের চেষ্টা করছিল। অনলকে দেখে সুরু হ'ল তার নিষ্ফল আস্ফালন। জিমের কথা অনল ভোলেনি। পাকানো খবরের কাগজটা তুলে ধরতেই সাহসী জীবটি লেজ নামিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অনল অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবল, কণার

চালচলনে যে ঔদ্ধত্য আছে, ব্রততীর ব্যবহারে তার লেশ নেই। অর্থ ও প্রতিপত্তির দিক থেকে কণা ব্রততীর পাশে দাঁড়াতে পারে না। ব্রততী সদালাপী, তার অকুণ্ঠিত আচরণে মুগ্ধ হয়েছে অনল। মণিময় হয়তো এই কারণেই তার ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছে। কথা আর রঙের চটক ছাড়া মণিময়ের আর আছে কি? তার সঙ্গে ব্রততীর সম্পর্কটা অনল ঠিক বুঝতে পারে না।

অণিমার বাড়ির কড়া নাড়তে ঝি দরজা খুলে বলল, "বাবু বাড়ি নেই, অফিস গেছে।"

"তোমাদের বাবুকে চাই না," বিরক্ত হ'য়ে অনল গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, "অনু অনু।"

দোতলা থেকে উত্তর এল, "কে?"

"আমি তোর দাদা।"

"দাদা, দাদা?" বলতে বলতে ছুটে নেমে এল অণিমা।

ছিপছিপে সুশ্রী মেয়ে। এক গাল হেসে অনলকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "আমি ভাবলুম, তুমি বুঝি একেবারে বৌ নিয়ে আমাদের বাড়ি আসবে।"

"তাকে বিয়ে করব না।"

"কেন?" অণিমা অবাক হ'য়ে গেল।

"চল, ওপরে গিয়ে সে সব কথা হবে। তোরা সব আছিস কেমন? চুনি পান্না কি করছে?"

"অতি কষ্টে তাদের ঘুম পাড়িয়েছি," ব'লে অণিমা ঘরে এনে অনলকে বসাল।

"খেয়ে এসেছ, না কিছু খাবার ক'রে দেব?"

"না রে, বেলা আড়াইটেয় কি কেউ না খেয়ে আসে? সুধীরের খবর কি?"

"উনি ভালই ছিলেন। কিছুদিন আবার ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে।"

"ওষুধপত্র খাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, অফিসের ডাক্তার দেখছে।"

"প্রবীরের ওকালতি কেমন হচ্ছে? তার একটা বিয়ে দে তোরা।"

"ঠাকুরপো বোধ হয় বিয়ে করবে না। সেদিন আমায় স্পষ্ট জানাল, 'বিয়ে করব না বৌদি, কেন তোমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাও'।"

"কেন, ছেলেটি স্বভাব-চরিত্রে ভাল, আমাদের মতো লক্ষ্মী-ছাড়া নয়।"

"না, সেদিক থেকে এরা দু'ভাই আদর্শ। তবে ঠাকুরপো অন্য ধরনের। সকালে উঠে মক্কেল নিয়ে বসে, তারপর কোর্টে যায়, সন্ধ্যায় বই। সংসারের কোনও ব্যাপারে থাকে না, অথচ যা রোজগার করে তার বেশির ভাগটা আমাকেই দেয়।"

"কাউকে ভালবাসে না কি ?"

"কি বলছ তুমি ? মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। আচ্ছা, তোমার কথাটা এবার শুনি।"

অনল কি বলবে ভেবে পায় না। সত্যের অপলাপ করতে তার বেধে গেল। বলল, "কাকীমার এবারকার চিঠি পেয়ে ঠিক করেছিলুম..."

চঞ্চল হ'য়ে অণিমা বলল, "সে কথা আমায় লিখেছিলে, তারপর কি হ'ল ?"

"এখানে এসে দেখলুম, কণা বোধ হয় আমায় পছন্দ করছে না।"

"তার মায়ের কথা সে শুনবে না, এ কি হ'তে পারে ? কাকীমা তোমায় কি বললেন ?"

"কাকীমাও বিয়ের কথাটা এখনও তোলেন নি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। অথচ তাঁদের আদর-যত্নেরও কোনও ত্রুটি নেই।"

"কণার হঠাৎ পছন্দ না করার কারণ ?"

"তা কি ক'রে বলব ? তার ব্যবহার থেকে এটা বুঝলুম। সে বড় হয়েছে, তার মতটা তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না !"

"ওমা, 'বড় হয়েছে কাকে বলছ ? আমার চেয়ে চার বছরের ছোট, তোমার মনে নেই ?"

"তোর চেয়ে ছোট হ'লেই বা, এম-এ পাশ করেছে, শুনছিস ?"

অণিমা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। ভেবেছিল, তার দাদার বিয়েটা হবে বৈশাখে। কণা এই সময়েই বেঁকে বসল ? মেয়েটা তো ও রকম ছিল না।

অণিমা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা দাদা, কণা কি অন্য কারও প্রতি......"

"তা হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে। ওর মনের নাগাল পাওয়া ভার।" অনলের কথায় নির্লিপ্ততার আভাস ফুটে উঠল।

পাশের ঘর থেকে হঠাৎ কচি মেয়ের কান্নার শব্দ পেয়ে অণিমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। পান্না উঠে পড়েছে। তার কান্নায় চুনিও লাফিয়ে উঠে বসল।

"তোমাদের মামা এসেছে, দেখবে এসো," ব'লে পান্নাকে কোলে নিয়ে চুনির হাতটা ধ'রে অণিমা তাদের এ ঘরে নিয়ে এল।

অনল হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল চুনিকে।

"কত বড় হয়েছে চুনি ? পান্নাকে তো দেখিই নি," ব'লে অনল পান্নার গাল দুটো আদর ক'রে টিপে দিল।

পান্না অনলকে বড় বড় চোখে দেখে নিয়ে মুখ লুকল অণিমার বুকে। চুনি শান্তভাবে অনলের কোলে ব'সে একটা হাই তুলল।

পকেট থেকে অনল একটা লজিঞ্জ বার ক'রে চুনির মুখে দিয়ে বলল, "এটা ফুরিয়ে গেলেই বলবে, আর একটা দেব।"

গাল ফুলিয়ে চুনি তখন লজিঞ্জটা শেষ করার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠল। চিবনোর কড়মড় শব্দ পেয়ে পান্না প্রথমে অণিমার মুখটা দেখে নিল, তারপর অনলের। কই, কারও মুখ চলছে না তো? তারপর দৃষ্টি পড়ল চুনির মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সে ছোট আঙুল বাড়িয়ে অণিমাকে দেখিয়ে দেয় চুনির ফোলা গালটা।

অনল হেসে তাকাল অণিমার দিকে। ইঙ্গিতে অনলকে বারণ ক'রে অণিমা পান্নাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকে ঝিএর কাছে রেখে এসে অণিমা দেখল, লজিঞ্জের সঙ্গে চুনির দাঁতের কসরত চলেছে।

অণিমার মনটা আগেই খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। রেগে চুনিকে বলল, "যাও, খেলা করোগে, অত হ্যাংলামি দেখতে পারি না।"

"বকছিস কেন ওকে? লজিঞ্জ খেলে কেউ হ্যাংলা হয়?" ব'লে অনল চুনিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

অভিমানে চুনির ঠোঁটটা তখন ফুলে ফুলে উঠছে।

অণিমা হেসে বলল, "দেখ চুনির মুখটা?"

অনল দু'হাত দিয়ে চুনিকে আদর ক'রে তার দু'গালে দুটো চুমো খেল। তাতেও ফলটা আশানুরূপ হ'ল না। আর একটা লজিঞ্জ চুনির মুখে দিতে তবে সে ঠাণ্ডা হ'ল।

"আচ্ছা দাদা, আমি একদিন কাকীমার সঙ্গে দেখা করব? কণাকেও সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

অণিমা কিছুতেই এটা ভুলতে পারছিল না। তার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর, মেয়েও হয়েছে ছুটি; কিন্তু দাদার প্রতি তার টানটা এতটুকু কমেনি।

অনল বলল, "তুই গিয়ে কি করবি ? তবে কণাকে......"

"হ্যাঁ, কণার মতটা চুপি চুপি জেনে নেওয়া যাবে। কাকীমাকে চিঠি দিয়ে কোনও ছুটির দিনে মেয়েদের নিয়ে ঠাকুরপোর সঙ্গে চ'লে যাব।" কিছুক্ষণ ভেবে অণিমা আবার বলল, "বাবার ইচ্ছেটা যাতে রাখতে পারা যায়, আমাদের সেজন্যে চেষ্টা করা দরকার। কণাকে যার তার সঙ্গে কখনও ওঁরা মিশতে দেবেন না। সে অপর কাউকে ভালবাসতে পারে তা আমার বিশ্বাসও হয় না।"

"মেয়েদের বিশ্বাস কি ? সবাই তোর মতো হবে এটা ভাবিস কেন ?"

"ও কথা যদি বলো তো পুরুষরা এ বিষয়ে মেয়েদের ওপর যায়। যা সব শুনি ওঁর কাছে ?"

"তা হয় তো ঠিক। তবে পুরুষরা মেয়েদের মতো অত চাপা নয়। এক একটি মেয়ে নয় তো যেন প্রহেলিকা।"

"কটা মেয়েকেই বা জানো তুমি ? চাপা না হ'য়ে মেয়েদের উপায় আছে ? তোমাদের সমাজে পুরুষরা যা খুশি করবে আর মেয়েরা একটু কিছু করলেই মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে," অসহিষ্ণু হ'য়ে অণিমা বলল।

অনল এ যুক্তি কাটাবে কি ক'রে ভাবতে লাগল। একটু হেসে বলল, "বেশ কথা বলতে শিখেছিস দেখছি। বই-টই খুব পড়ছিস বুঝি ?"

"বই আর সংসার এই তো আমাদের কাজ। বাংলা দেশে মেয়েরাই তবু প্রধান দুটো কাজ করে। টাকা রোজগার ক'রেই তোমাদের ছুটি।" অণিমার কথা বেশ তীক্ষ্ণ।

হাওয়াটা প্রতিকূল দেখে চুনি পালাল।

"একটা লজিঞ্জ খা, মুখ মিষ্টি কর। সুধীর নিরীহ মানুষ, নিশ্চয় তোর সব কিছু মেনে নেয়। তাই এ রকম হয়েছিস, বুঝতে পারছি। প্রবীরও কিছু বলতে পারে না ?"

"ঠাকুরপোই আমার জন্যে বই মাসিকপত্র সব বেছে বেছে এনে দেয়, সে মোটেই অবুঝ নয়।"

"ও, তুই বুঝি তার কথাই আওড়াচ্ছিস ? মন্ত্র নিয়েছিস নাকি ?"

"মন্ত্র নেবার প্রয়োজন নেই। যা তা বললে রাগ হ'য়ে যায়। অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষই আজকাল এই রকম হয়েছে। ভাবেনা কিছু, কাজ করে, খায় আর ঘুমোয়। তাই প্রতি পদে তারা হ'টে যাচ্ছে।"

"পলিটিক্‌স করবি নাকি ? কালের হাওয়া লেগেছে দেখছি তোর গায়ে," ব'লে অনল সিগারেট বার করল।

চুনি হঠাৎ হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে এল প্রবীরকে। ছুটি ব'লে প্রবীর ঘুমচ্ছিল। প্রবীরকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই স'রে পড়ল চুনি।

অনল প্রবীরকে নমস্কার ক'রে বলল,"অনেকদিন পরে দেখা। অনু পিঠোপিঠি বোন, বাক্‌যুদ্ধ ক'রে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিচ্ছে।"

"চুনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'মামার সঙ্গে মা ঝগড়া করছে, তুমি শীগগির এসো'। বড়দিনের ছুটিতে আপনার এখানে আসার কথা ছিল। বৌদি বুঝি আপনাকে পেয়ে শব্দের গোলা-গুলি নিক্ষেপ করছেন?"

"হ্যাঁ, আমার তাই কাজ কিনা। মেয়েদের সম্বন্ধে দাদা এমন সব কথা বলছে যা শুনলে গা জ্বলে যায়!" অণিমা মৃদু হেসে উত্তর দিল।

"বসুন্ধরার মতো তোমাদের সহন-শক্তি, তুমি তার ব্যতিক্রম কেন হবে বৌদি?"

"অনুকে জ্বালাময়ী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কেমন?" তাকে রাগাবার জন্যে অনল বলল।

"জ্বালাময়ী হ'তে যাব কেন, জ্বালামুখী বলো?"

প্রবীর মনোরম ভঙ্গীতে বলল, "জ্বালাময়ী তো নয়ই, জ্বালা-মুখী হওয়াও চলবে না। আমাদের তাহ'লে এ বয়সে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। বড় কষ্ট হবে বৌদি।"

এই রসিকতায় তারা প্রাণ খুলে হাসল। পা টিপে টিপে এসে উঁকি মেরে তাদের দেখে গেল চুনি।

চা আনতে গেল অনিমা।

প্রবীর বলল, "আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন খাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত। এই বৈশাখে হচ্ছে তো?"

"না বোধ হয়। পাত্রী একটু বেঁকে বসেছেন ব'লে মনে হচ্ছে।"

"সে কি? অনেক দিন থেকেই ঠিক হ'য়ে আছে শুনলুম।"

"তার ফল হয় তো এই রকমই হয়।"

"পাত্রীটির রূপ ও গুণের প্রশংসায় আমার বৌদি পঞ্চমুখ। এখন হঠাৎ তাঁর মত পরিবর্তনের কারণ কি? সেমি-ফাইন্যালে এসে আপনার হেরে যাওয়াটা পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাওয়ার মতো হ'ল যে?"

"জোর ক'রে তা বলতে পারি না যদিও, তবু এটা বুঝলুম পাত্রীর সঙ্গে আমার প্রকৃতিগত ব্যবধান কম নয়।"

"এইখানেই তাহ'লে যবনিকা পড়া শ্রেয়। এ সব ব্যাপারে আমি নেহাত অনভিজ্ঞ, তবু দাম্পত্য জীবনে অসুখী হওয়ার চেয়ে বিয়ে না করা শতগুণে বাঞ্ছনীয় নয় কি? এটাও অবশ্য বুঝি, বিয়ে সময়বিশেষে আকস্মিকভাবেই ঘটে এবং তার পরিণাম অপ্রত্যাশিতও হয় না। কিন্তু শান্তির অভাবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

প্রবীরের কথা শুনে অনল আবার চিন্তার সমুদ্রে পড়ল।

অণিমা ঠিকই বলেছে, বেশির ভাগ পুরুষ ভাবতে চায় না। চিন্তা করাও অভ্যাস-সাপেক্ষ। আবোল-তাবোল ভাবলেই হ'ল না। অনল কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করল, তবু তার ভাবনার সূত্র গেল হারিয়ে। প্রবীরও চুপ ক'রে রইল। কণার কথা ভাবতে ভাবতে অনলের মনে ভেসে উঠল ব্রততীর সুন্দর মুখ, তার গালের সেই সুন্দর কালো তিলটি।

অণিমা চা নিয়ে এল।

"শুধু চা? আর কিছু খেতে দেবে না বৌদি?"

"উনুন ধরানো হ'ক," সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল অণিমা।

"অনু খুব গিন্নী হ'য়ে পড়েছে, তাই না প্রবীরবাবু?"

"গুরুজনের সামনে নিন্দা করা আমার স্বভাব নয়, প্রশংসা হ'লে করতুম। আপনার প্রশ্ন তাই এখন অমীমাংসিত থাকল।"

অণিমার কানে প্রবীরের কথা ঢুকল না। অনলের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার খবর পাবার পর থেকেই সে বিষণ্ণ ছিল। কণার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত তার আর যেন শান্তি আসবে না। অণিমা অপমান হিসাবেই এটা নিয়েছে। এতদিন ধ'রে কথা হচ্ছে, মেয়ের মত বদলে গেল ঠিক শেষ মুহূর্তে!

অণিমা প্রবীরকে বলল, "আমায় একদিন কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। কাকীমার বাড়ি। দাদার বিয়ে হ'ক বা না হ'ক, কণা যে কত বড় মেয়ে তা আমি দেখে নেব।"

"তুই ঝগড়া করতে যাবি কেন?" অনল কিন্তু মনে মনে খুশি হ'ল।

প্রবীর সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "বৌদি, রসরঙ্গিনী ব'লেই তোমায় জানতুম, রণরঙ্গিনী হ'লে কবে থেকে? তার চেয়ে বরং একটি পাত্রী দেখ। তোমার শিষ্যার সংখ্যা তো কম নয়। এ বাড়ি থেকেই অনলবাবুর বিয়েটা হ'ক্। কি বলেন আপনি?"

"অতো তাড়া কিসের? অনুর মাথায় যা ঢুকবে······"

"দেখ ঠাকুরপো, আজই বকুলকে একখানা চিঠি দেব। তুমি একটু পরে দিয়ে এসো তো ভাই।"

"বকুল কেন? পারুল, চাঁপা, গোলাপ, মালতী সকলকে এখনই তলব করো। আমি তাদের সকলকেই ধ'রে এনে হাজির করছি অনলবাবুর সামনে। আসামী হ'য়ে আসুক তারা, বিচারে যে অভিযুক্ত হবে স্বামী নিয়ে চলে যাক্ সে।"

"ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো, আমি তাও পারি।"

"আগে স্বয়ংবর-সভার প্রচলন ছিল। তুমি ডাকো স্বয়ংবধূ-সভা। তার আগে অনলবাবুকে বন্দী করো আজ রাত্রের মতো।"

হেসে অনল বলল, "তা হয় না প্রবীরবাবু। সন্ধ্যায় ফিরতে চাই, কাল দিল্লী রওনা হব যে।"

"ফিরতে হবে না? মণি-হারা ফণী হ'য়ে কতক্ষণ বাইরে থাকবেন উনি? হাজার হোক্ পুরুষ তো!"

অণিমার দৃষ্টি থেকে যেন আগুন ঝ'রে পড়তে লাগল।

আট

সকাল-বেলার গৃহকর্ম দেখে-শুনে বিনোদিনী খবরের কাগজে চোখ বুলচ্ছেন। কণা তার ঘরে একখানা বই নিয়ে বসেছে। বারীশ লেখার কাজে মগ্ন।

দিল্লী থেকে অনলের চিঠি এল বিনোদিনীর নামে। পৌঁছনোর খবর খামে কেন? অনল লিখছে:

"নয়া দিল্লী

৯।১।৫৫

শ্রীচরণেষু,

কাকীমা, দিল্লী ফিরেছি। খবরটা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। দেরি হ'য়ে গেল ব'লে কিছু মনে করবেন না।

আমাদের বাল্যকাল থেকে আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। যাঁদের যোগসূত্রে এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁরা এখন পরলোকে। দূরত্বটা তাই বোধ হয় বেড়ে যাচ্ছে।

বছর দুয়েক আগে কণার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব বাবা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার মত কি জানবার

জন্যে দু' একটা চিঠিও আপনি লেখেন। আপনার শেষ চিঠি পাই গত নভেম্বরে। তখনও সময় চেয়েছিলুম। কারণ কণাকে আর একবার ভাল ক'রে দেখাটা দরকার ছিল।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা যাই মুখ্যত সেই কারণে। এবার আপনারা আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। আমিও কিছু ব'লে আসিনি। আপনি হয়তো মনে করছেন, এ বিবাহে আমার অনুমোদন নেই ব'লে টালবাহানা করছি।

আপনাদের বাড়িতে যে কদিন ছিলুম, তার মধ্যে কণাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয় নি। তবে এটা নির্ভুলভাবে বুঝেছি যে, কণা আমায় চায় না। এ জন্যে দুঃখ পেয়েছি। বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না ব'লে অণিমাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কণা কেন অপছন্দ করে সে কৈফিয়ৎ চেয়ে আরও ছোট হ'তে চাই না। আপনিও সে কথা কণাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তার মতটাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। অবশ্য এটা আগে জানতে পারলে আপনারাও একথা উত্থাপন করতেন না, অসম্মানের গ্লানিতে আমাদেরও ভুগতে হ'ত না। যাই হ'ক, এ প্রসঙ্গে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আপনি ও বরু-দা আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

অনল"

চিঠিখানা দু'বার পড়লেন বিনোদিনী। অনলের ব্যথাটা তাঁর প্রাণে বাজল। তবু মনে হ'ল, যা হয়েছে তাতে যে কেবল কণাই বেঁচেছে, তা নয়—তিনিও দুর্ভাবনার কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন। মণিময় তাঁদের বিপদে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তার কাছে তাঁরা ঋণী। সে তাঁকে মা ব'লে ডাকে। তার প্রতি তাঁর স্নেহের টানটাও প্রবল। সে সরল, ভবিষ্যতের কথা ভাবে না—এজন্যে বিনোদিনীর ভাবনা কম নয়। কণার সাহায্যে মণিময়কে বাঁধতে পারলে তাঁর বন্ধনটা আরও দৃঢ় হ'তে পারে। এ কথা আগেও তিনি ভেবেছেন। বারীশ যদি কিছু মনে করে এই ভয়ে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন নি। ব্রততী বারীশের কাছে কণার মনোভাব স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছিল। বারীশ বুঝেছে, অনলকে দেখেও নিঃসংশয় হয়েছে। মণিময়ের সঙ্গে কণার বিয়ে যে ঐ সময়েই ঠিক হ'য়ে যাবে এখনও তা যেন বিনোদিনীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ভবিতব্য ব'লেই এটা মানেন।

অনলের চিঠিটা বারীশের কাছে পাঠিয়ে দেন বিনোদিনী। কাগজ পড়া আর হয় না। রান্না দেখতে উঠে যান।

ব্রততীর কাছেও এল অনলের চিঠি। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে সে তখন সযত্নে পায়ের আঙুলগুলির নখে পালিশ লাগাচ্ছে। চিঠিখানা কার প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। তাই খামটা ছিঁড়ে

চিঠিটা দেখে নিল। বাকি নখগুলিতে তরল রঙের প্রলেপ লাগিয়ে নিয়ে সে চিঠিখানা পড়তে বসল।

"নয়া দিল্লী
৯।১।৫৫

ব্রততী দেবী,

আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হবেন। বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়বে আমার অপটু হাতের লেখায়। কলকাতা থেকে ফেরার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। ইচ্ছা করলে হয়তো আপনার কাছে যেতে পারতুম। কিন্তু আপনি কখন বাড়ি থাকেন বা গিয়ে আপনাকে অসুবিধায় ফেলি, এই সব ভেবে শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হ য়ে ওঠেনি। এখানে জানিয়ে রাখি, যেদিন বিকেলে আপনাদের বাড়ি যাই তার পরের দিনই সকালে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না।

কণা আমায় মুক্তি দিয়েছে। এজন্যে তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। ঘটনাচক্রে বিয়ে করাটা বড় নয়, অন্তত একালে। তবে আগে তার মনের ভাবটা জানতে পারলে এ প্রহসনে আর নামতুম না। ছেলেবেলা থেকে কণাকে দেখেছি, বিয়ের কথাও বছর দুয়েক হ'ল কানে আসছিল। তাতে মন কখনও চঞ্চল হয় নি। এবার কলকাতা গিয়ে অস্থিরতা নিয়ে ফিরলুম। ক্ষুণ্ণও

হয়েছি ; কিন্তু আশার কথা, ট্র্যাজিডি ঘটে নি। অনুরাগ থাকলে প্রত্যাখ্যানটা শেলের মতো বিঁধত।

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যতটুকু আপনাকে দেখেছি তাতে তৃপ্ত হই নি। যেটুকু আপনাকে বুঝেছি তাতে অধীরতা আরও বেড়েছে। জানিনা, এর প্রতিকার কি।

এপ্রিল মাসে কলকাতায় বদলি হ'ব। কোথায় গিয়ে উঠব জানি না। তবে কণাদের বাড়িতে আর নয়। মাঝারি গোছের একটা হোটেল কি পাওয়া শক্ত?

আপনি যদি অভয় দেন তাহ'লে কলকাতায় গিয়ে মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। তাতে হয়তো আমার উপকার হবে না। তবু আপনাকে না দেখে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দেখে মনের বেদনা বাড়ানো আমার পক্ষে বহু গুণে কাম্য। আপনাকে বোধ হয় বোঝাতে পারলুম না।

আমি জানি, আপনি দূরের নক্ষত্র নন। কণার সঙ্গে এইখানে আপনার পার্থক্য। সে তাবার আলো আমার ওপর পড়েনি। আপনার স্নিগ্ধ দ্যুতি আমাকেও অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আপনি অকৃপণ।

আপনাকে যে ঠিক বুঝেছি, এমন অহঙ্কার আমার নেই। আমার চলার পথে আপনার কাছ থেকেই প্রথম পেলুম সহ-

মর্মিতা। এটা আপনারই গুণ, আমার নয়। এই রকম উদারতা আর একজনের মধ্যেও দেখেছি—তিনি বরু-দা। তাঁর কাছে সকলেরই সমাদর।"

ব্রততী চিঠি শেষ করতে পারল না, মাথার ভেতরটা টনটন ক'রে উঠল তার। ডেস্কের ওপর খানিকক্ষণ মাথা রেখে ব'সে থাকল চোখ বুঁজে। একটু পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার পড়তে আরম্ভ করল।

"আপনার কাছে আমার আশার শেষ নেই। আপনি যেন ভুল বুঝবেন না। কলকাতায় গিয়ে সুরু হ'তে পারে আমার নতুন জীবনের অধ্যায়।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

অনল চট্টোপাধ্যায়"

সে চিঠির উত্তর দিতে ব্রততী দেরি করল না। তখনই লিখতে ব'সে গেল :

"কলিকাতা

১২।১।৫৫

অনলবাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। জবাব না পেলে পাছে ভাবেন তাই তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে বসেছি।

চিঠি লেখার অভ্যাস আমার নেই। তাই সব কথা হয়তো গুছিয়ে লিখতে পারব না।

আপনি যখন কলকাতায় এসে কণাদের বাড়িতে উঠবেন না তখন সুবিধামতো হোটেল না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে থাকতে পারেন। এ বাড়ির হাওয়া অন্য রকম। এখানে আপনার খুব অসুবিধা নাও হ'তে পারে। আসার আগে একটা চিঠি দিলে ভাল হয়।

বড় হবার পর থেকে দু'চারজন পুরুষ দেখলুম। কিছু মনে করবেন না, বেশির ভাগই রংচঙে পুতুল। তাদের চেয়ে আমার জিমও অনেক প্রাণবন্ত। মানুষ কেন স্বাভাবিক হ'তে পারে না, বলতে পারেন? আপনার মধ্যে ও গুণটা আছে ব'লে এ কথা মনে হ'ল।

দেখুন, বিয়ে করাটাই সব থেকে বড় নয়। আসল কথা, স্বভাব অনুসারে চলা। সাহেব হন, আপত্তি করব না—যদি দেখি দামী স্যুটের মধ্যে আপনার অন্তরটা চাপা পড়েনি। আমি ঝুটো পাথরের গয়না ভালবাসি। তাতেই কি কৃত্রিমতার গাদ ফুটে উঠবে আমার মধ্যে? জাল নোট সেজে প্রবঞ্চনা করার মধ্যে বুজরুকি আছে, বাহাদুরি নেই। মনুষ্যেতর প্রাণীরাও তা করে না।

কণার উজ্জ্বলতা আপনি বুঝতে পারেন নি। সে সুতোয়-বাঁধা

উড়ন্ত ঘুড়ি, আমার মতো কেটে-যাওয়া হাওয়ার-খুশিতে-ভাসা তার দশা নয়। আপনাকে বিয়ে করলে কণা খোয়াত স্বভাব, আপনি উঠতেন হাঁফিয়ে। এ বিয়ে না হওয়ার মধ্যে বোধ হয় শুভ ইঙ্গিতই আছে।

আমার প্রশংসা করেছেন ব'লে ধন্যবাদ। আমার রূপের যাচাই মোটামুটি হয়েছে, কিন্তু গুণের বিচারের জন্যে কষ্টিপাথর দরকার। আপনি সরলভাবে যা বলেছেন তা আপনার কল্পনার ফেনায় অনেকটা ফাঁপানো। তবু বুঝলুম, আমাকে ভাল লেগেছে। আমার পক্ষে এটা গৌরবের কথা। কাকে যে কখন কার ভাল লাগে, কে যে কখন কাকে ভালবাসে—এ এক রহস্য। ভাল-বাসার প্রতিদান না পেলে অন্তর্দাহ সুরু হয়। তাই ওটা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ভাল লাগা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তার দায় কম। আশা করি তাৎপর্যটা বুঝবেন।

ভাল আছেন তো? ইতি—

ব্রততী সেন"

বিনোদিনীর হ'য়ে বারীশ অনলের চিঠির উত্তর দিল।

"কলিকাতা

১২।১।৫৫

ভাই অনল,

তোমার চিঠি মা পেয়েছেন।

কণার সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়ার জন্যে তুমি যেমন দায়ী নও তেমনি কণাকেও অপরাধী করা সঙ্গত নয়। এদিক থেকে সব ঠিক ছিল, হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো অভাবনীয় এক ঘটনায় ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল আমাদের বহু সাধের স্বপ্ন। তোমার ক্ষত গভীর। কণাও কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে পড়েছে, প্রকৃতিস্থ হ'তে সময় লাগবে।

ধীরভাবে ভেবে দেখো, এর মূলে এমন এক শক্তি সক্রিয় যার অন্যথাচরণ করা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

অণিমাকেও বুঝিয়ে লিখো, এ ব্যাপারে কণা কত নিরুপায়। মনে ক'রো না, আমরাও এ আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

তোমার কল্যাণ কামনা ক'রে মা তোমায় আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আমার স্নেহাশিস নিও। প্রার্থনা করি, জীবনের পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হও। ইতি—

বরু-দা"

নয়

কণার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে। বিনোদিনী এরই মধ্যে ছ'বার দেখে গেছেন। রাত্রে তার ভাল ঘুম হয়নি ভেবে তিনি পূজায় বসলেন। সে না হয় পরে তাঁর সঙ্গেই চা খাবে।

ভোরে ধ্যান সেরে বারীশ ধর্ম-দর্শনের মধ্যে ডুবে আছে। বিধু গেছে বাজারে।

"মা, মা," ডাক শুনে কণার ঘুম ভাঙল। এত সকালে আবার কে? মাথা তুলে ঘড়ি দেখে অবাক হ'ল, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে! তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে শাড়িটা কোনও রকম ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিল। বেশ ঠাণ্ডা। আলনা থেকে স্কার্ফটা আর নেওয়া হ'ল না। দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই দেখে, মণিময়। চুল এলোমেলো, খালি পা, হাতে একটা স্যুটকেস।

"দিদিমা কাল রাত্রে মারা গেছেন," বিষণ্ণভাবে মণিময় জানাল।

এই দুঃসংবাদ শুনে কণার মুখ দিয়ে কে বলালে, "সে কি!"

"মা কোথায়?"

"দেখছি, আপনি বসুন," ব'লে কণা মায়ের খোঁজে গেল।

তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে বুঝতে পারল, তাঁর পূজো এখনও শেষ হয়নি। চট্ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে শাড়িটা বদলে সে ফিরে এল।

"আপনি বুঝি সবে ঘুম থেকে উঠলেন?" মণিময় জিজ্ঞাসা করল।

কণা হেসে বলল, "আজ একটু দেরি হ'য়ে গেছে।"

"খুব পড়েন বুঝি?"

"আপনাদের মতো পড়ার অভ্যাস নেই।"

"তবে সারাদিন কি করেন, ধ্যান?"

কণা তার আয়ত চোখ তুলে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে সস্মিতভাবে বলল, "জবাবটা পরে দেব, আগে দাদাকে খবর দিই, কেমন?"

খবরটা পেয়ে বারীশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডাকতে বলল মণিময়কে। তাকে দেখে বারীশ হাতের বইখানা রেখে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দিদিমাকে আর কিছুদিন আটকে রাখতে পারলে না মণিময়?"

"চেষ্টা করা হ'ল শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারবাবু ব'লেও রেখে-ছিলেন। কাল সারাদিন বেশ ছিলেন। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে হেসে কথাবার্তাও বলেছেন। রাত্রি এগারোটা নাগাদ তিনি কি বুঝতে পারলেন জানিনা, আমাদের ডাকলেন। গিয়ে দেখি,

দিদিমা চুপ ক'রে ব'সে আছেন। দু' একটা কথা বললেন। কথা ঠিক নয়, উপদেশ। তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর আর দেরি নেই। তাড়াতাড়ি তাঁর মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হ'ল। প্রসাদ-মামা নাম করতে লাগলেন। দিদিমার ঠোঁটও কাঁপছিল, বোধহয় জপ করছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল, মুখও নড়ল না।"

হরিমতীর আত্মার উদ্দেশ্যে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বারীশ বলল, "পুণ্যবতী ও মহীয়সী তিনি। ধর্ম বলো, সংস্কৃতি বলো আমাদের যত কিছু শ্লাঘার বস্তু তা এঁদের জন্যেই আমাদের সমাজে আছে। এ সব বোঝ, না মাথা ঘামাও কেবল পলিটিক্স নিয়ে?"

কণা ভাবল আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। এখান থেকে স'রে পড়াই বুদ্ধিমতীর কাজ। আস্তে আস্তে পরদার অন্তরালে সে অদৃশ্য হ'ল।

"দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পলিটিক্স আর তত ভাল লাগে না," মণিময় উত্তর দিল।

"পলিটিক্সে আগ্রহ না থাকাটাও ঠিক নয়। দেশকে গড়তে হবে। গান্ধীজী আর নেতাজী সর্বস্ব পণ ক'রে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। অন্যান্য দুর্গতি দূর করার জন্যে গভর্নমেণ্ট বা নেতাদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে চলবে না।

আমাদের দুঃখের মূল কোথায় তা একালে বুঝেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নগণ্যের মধ্যে তিনি দেখেছেন অনন্যকে। তিনি একাধারে নরেন্দ্রনাথ ও বীরেশ্বর। ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তা আশাতীত। তাই মনে হয়, সব পেয়েও যদি হারাতে হয় তবে তার গ্লানি হবে মর্মান্তিক।"

"গণরাজ্যে বেশির ভাগ লোক যা ভাল বুঝবে তাই হবে। তাতে ভুল হ'লেই বা আর উপায় কি বলুন?"

"আমাদের গণরাজ্য এখন কাগজের, দেশের মাটিতে তার ভিত্তি পোক্ত হওয়া চাই। নতুন রাষ্ট্র ব'লে দায়িত্ব অনেক বেশি। ভোটে জিতে আর ঘোঁট পাকিয়ে নেতা সাজা সোজা, কিন্তু দেশবাসীর দুঃখ দূর করা শক্ত। বিষয়টা ধীরভাবে ভেবে কাজ করতে হবে, চুপ ক'রে অবিচার স'য়ে গেলে চলবে না। জানো তো অন্যায় সহ্য করাও পাপ? এই কারণেই কমিউনিজম্ ফণা তুলে উঠছে। রুদ্রের আবির্ভাবকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? মহাভারত পড়েছ?"

"আজ্ঞে না।"

"সময় ক'রে পড়ো। অনেক কিছু পাবে। কিন্তু এ সব······" বিনোদিনীকে দেখে বারীশ থেমে গেল।

"ও কি, সুটকেস কিসের?" বিনোদিনী মণিময়কে জিজ্ঞাসা করলেন।

"এর মধ্যে একটি কাপড়ের পুঁটলি আর একটি কাগজের মোড়ক আছে। পুঁটলির মধ্যে পাবেন নতুন গয়না, দিদিমা তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন তাঁর নাত-বৌএর জন্যে। আপনি এটা রেখে দেবেন। আর কাগজের প্যাকেটের মধ্যে আছে একশো টাকার দশখানা নোট, দিদিমা প্রসাদ-মামাকে দিয়ে গেছেন। এই টাকা প্রসাদ-মামা তার ছোট-মাকে রাখতে বলেছেন," ব'লে মণিময় স্যুটকেসটা বিনোদিনীর হাতে দিল। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বারীশের দিকে তাকালেন।

বারীশ হেসে বলল, "তোমাদের দুই মায়ের কাছে গচ্ছিত থাকল এঁদের জিনিস। সাবধানে রেখো। আচ্ছা মণিময়, তুমি নিশ্চয় দিদিমার বাড়িটা পেলে ; আমার জন্যে তিনি কি দিয়ে গেলেন বলতে পারো ?"

বিনোদিনী জানতে চাইলেন, "প্রসাদ-ভাই কি করছে ?"

গম্ভীর হ'য়ে গেল মণিময়। বলল, "কাল রাত্রে তেমন বোঝা যায়নি। শ্মশান থেকে ফেরার পর প্রসাদ-মামা দিদিমার ঘরের সামনে গুম্ হ'য়ে ব'সে আছে। বাড়িতে আমারও আর ভাল লাগছে না।"

"এ আর আশ্চর্য কি বাবা ! কয়েক মুহূর্ত তাঁর কাছে থেকেই বুঝেছিলুম, তিনি কী। প্রসাদ-ভাইকে যিনি ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন, তিনি কি আর সাধারণ মানুষ ?" একটু ভেবে

বিনোদিনী আবার বললেন, "কাল রাত্তিরে একটা খবর দিলে না কেন বাবা ? আমি যেতুম……"

"আমি বলেছিলুম প্রসাদ-মামাকে, তিনি বারণ করলেন। বললেন, 'রাত দুপুরে আবার তাঁদের কষ্ট দেওয়া কেন' ?"

"এই হ'ল প্রসাদ-মামা," বারীশ বলতে লাগল, "ভক্তিও আছে, কর্তব্যও আছে। সংসারে থাকতে হ'লে ও দুটোই চাই, যার চরম দেখিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সন্ন্যাসীরও আদর্শ আবার সংসারীরও আদর্শ। অথচ তাঁর পরম সাধ ছিল কি জানো ? ভক্তের রাজা হবেন।"

ব্রততী তার রিসার্চের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করবে ব'লে বারীশের কাছে আসছিল ; কণার কাছে মণিময়ের দিদিমার মৃত্যুর কথা শুনে তাড়াতাড়ি এ ঘরে এল। তার কাছে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। তবু মণিময়ের উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা তার মনে বাজল। কথাবার্তার ধারাও গেল থেমে।

ব্রততী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিনোদিনীকে বলল, "মাসীমা, মণির বাড়ি যাবেন তো চলুন ?"

"হ্যাঁ ব্রতী, আমিও তাই ভাবছিলুম। কণাকেও নিয়ে যাই বরু, কি বলো ?"

"নিশ্চয়, তোমরা আর দেরি ক'রো না মা," ব'লে বারীশ তাদের তাগাদা দিল।

"দিদিঠাকরুন, তুমি আসবে জানতুম। ছোট-মাও এসেছে। এটি কে, হরতনের বিবিটি?" ব্রততীকে দেখিয়ে প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

"আমি আপনার মাসী হই প্রসাদ-মামা?" ব'লে ব্রততী নমস্কার করল প্রসাদকে।

বিনোদিনী বললেন, "ব্রতী আমার আর এক মেয়ে, যেমন মণি আমার আর এক ছেলে। কণার সঙ্গে পড়ার পালা চুকিয়ে এখন প্রায় সারাদিন আমাদের বাড়িতেই থাকে, মা নেই কিনা?"

"খোকা, তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে এদের বসাও। দিদিঠাকরুনের সঙ্গে ততক্ষণ সুখদুঃখের দুটো কথা ব'লে নিই। এসো দিদিঠাকরুন, ব'সো," ব'লে প্রসাদ সেইখানে মাদুরের ওপর বিনোদিনীকে বসতে ইঙ্গিত করল।

মণিময়ের বাড়িতে ব্রততীর এই প্রথম আসা। ঘরে পায়চারি করতে করতে তার মনে হ'ল "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

কণা শেল্‌ফের কাছে মণিময়ের বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিল। এখানকার সব মিছু মণিময়ের, এটা ভাবতেও তার ভাল লাগে। অচিরে সেও হবে তার, মণিময়ের সব কিছু হ'য়ে যাবে কণার। এমন কি মণিময় পর্যন্ত। কণার রোমাঞ্চ হ'ল।

মণিময় উদাসভাবে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির নিম গাছটার দিকে তাকিয়েছিল।

বাড়ির সর্বত্র একটা বিষাদের হাওয়া। এই পরিবেশে কারও পক্ষে সহজ হওয়া বড় শক্ত। হরিমতীর বয়স হয়েছিল, স্বাস্থ্য ভেঙেছিল, তাঁর প্রয়োজনও বোধ হয় ফুরিয়েছিল। শোকের হয়তো তেমন কারণ নেই। ভাবী নাত-বৌএর মুখও তিনি দেখে গেছেন। এই সংসারে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হ'তেও আর দেরি নেই। তবু এমন একটা শূন্যতার উদ্ভব হয়েছে যার অস্তিত্ব কেবল অনুভবে ধরা পড়ে। থাকা আর না থাকার সেতু যে পার হ'য়ে যায় এটা বোধ হয় তার উদ্বায়ী মমতার অন্তিম রেশ। প্রিয়জনের কাছে তার এই না থাকাটার মূর্ছনা সাময়িক হ'লেও মর্মান্তিক। প্রসাদকে দেখে বিনোদিনী এটা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। নিজের মাকে প্রসাদ শৈশবে হারিয়েছিল। সে ব্যথা এতদিন ছিল সুপ্ত, এখন দ্বিগুণ হ'য়ে উঠেছে। তার কথা শুনে নিজেকে সামলানো দুঃসাধ্য হ'য়েছিল বিনোদিনীর, বার বার চোখ মুছছিলেন। তাঁর অশ্রুধারায় প্রসাদের দুঃখও কিছুটা ধুয়ে যায়। সমবেদনার আবেদন সংগোপনে, এ ভাষার কাছে মুখরতা পরাস্ত।

বিনোদিনীর সঙ্গে প্রসাদও উঠে এল মণিময়ের ঘরে।

ব্রততী আবদার ক'রে তাকে বলল, "প্রসাদ-মামা, এবার

যেদিন আপনার দিদিঠাকরুনের বাড়ি যাবেন আমরা আপনার গান শুনব। ঋষি-দাও খুব খুশি হবেন।"

"বারীশকে ঋষি বলো বুঝি? বেশ নামটি দিয়েছ তো? জানলে দিদিঠাকরুন, আমার মাসীর খাসা বুদ্ধি।"

"ও আমার খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।"

"বুদ্ধির দরকার নেই, শুদ্ধি দিন আপনারা," সপ্রতিভভাবে ব্রততী বলল।

"তাও পাবে বৈকি মাসী, তবে আন্তরিকভাবে চাইতে হবে। যা চাইবে তাই পাবে।"

মণিময় বলল, "তাই যদি হবে প্রসাদ-মামা তবে লোকে এত দুঃখ-কষ্ট পায় কেন?"

"কথাটা কি জানো? আমাদের জীবন রুদ্রাক্ষের জপ-মালার মতো। যেখান থেকে সুরু সেখানে গিয়েই শেষ হয়। এক একটি রুদ্রাক্ষ আমাদের এক একটি জন্ম। দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি আমাদের কর্ম থেকে। কর্মের আগুনে পুড়ে পুড়ে আমরা শুদ্ধ হই। আমাদের সমস্ত কামনা বাসনা যখন এইভাবে নিঃশেষ হ'য়ে যায় তখন জীবনের খেলা ফুরোয়, আমাদের আর আসতে হয় না। মনে রেখ, মা আমাদের নিয়ে সর্বক্ষণ খেলায় বিভোর। আমাদের দুঃখ পাওয়া মানে তাঁরই দুঃখ পাওয়া। আমরা যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আবার ভালবাসার মধ্যে দিয়ে নিজেদের

জীবনকে মধুময় ক'রে তুলতে পারি। এরও উৎস মা। তাঁর কাছ থেকে আমরা যেমন প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি পাই, তেমনি তাঁকেই আবার এ সব নিবেদন করার জন্যে আমরা সাধনা করি—কখনও বাপ-মা, কখনও ছেলে-মেয়ে আবার কখনও বা স্বামী-স্ত্রী হ'য়ে। এ রহস্য যেমন গভীর তেমনি সহজ।"

বিনোদিনী বললেন, "তুমি তো বেশ সহজ ক'রে বোঝাতে পারো প্রসাদ-ভাই?"

দশ

কোর্ট থেকে ফিরে ব্যারিস্টার যতি সেন শুয়ে পড়েছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বাত আর ডায়বিটিস্ তাঁকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। চুয়ান্ন বছর বয়স হ'লেও তাঁকে দেখলে মনে হয় ষাট। মাথায় টাক ; গায়ের ফর্সা রংটা ঝুঁকেছে ফেফাশে হবার দিকে। এককালে যে তিনি সুশ্রী ছিলেন তার স্বাক্ষর এখনও মুছে যায়নি।

তিনি ব্রততীকে ডেকে পাঠালেন।

"বাবা এসেই যে আজ শুয়ে পড়লে ?" ব'লে ব্রততী তাঁর কাছে এসে বসল।

"বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। স্বাস্থ্যটা বোধ হয় নোটিস্ দিচ্ছে। ভাবছি, দু'এক মাস পুরী ঘুরে আসি," ধীরে ধীরে যতি বললেন।

"বেশ তো ? আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আগে প্রত্যেক বছরে দু'একবার বেড়ানো হ'ত। মা গিয়েই সব বন্ধ হ'য়ে গেছে," ব'লে ব্রততী আস্তে আস্তে তাঁর পা টিপে দিতে লাগল।

কম্বলটা ভাল ক'রে গায়ে টেনে নিয়ে তিনি বললেন,

"তোমায় অত দিন আটকে রাখতে চাই না। তুমি তাহ'লে হাঁফিয়ে উঠবে। খুব ইচ্ছা হয়, দিন কয়েক থেকে আসতে পারো।"

"একা এ বাড়িতে আমি থাকব কি ক'রে ?" ব্রততীর চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

যতি একটু হেসে বললেন, "তোমার মা গেছেন পাঁচ বছর, মাসীমাকে পেয়েছ চার বছর। তাঁর কাছে থাকবে, ভাবনা কি ? রোজ সকালে একবার এসে দেখে যেও, চিঠিপত্র আর হিসাবটাও তখন বুঝে নেবে।"

ব্রততী নিশ্চিন্ত হ'ল।

যতি জিজ্ঞাসা করলেন, "কণার বিয়ে কবে ?"

"বোধ হয় এই ফাল্গুনে। বিয়েটা মণির দিদিমা দেখে যেতে পারলেন না !"

"এ জগতে কিছুরই স্থিরতা নেই ব্রতী। তাই মাঝে মাঝে তোমার জন্যে ভাবি।" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, "তোমার উপযুক্ত পাত্র বেশি চোখে পড়ে না, যাও বা দু'চার জন দেখলুম, তাদের তোমার পছন্দ হ'ল না। যে আমার সব চেয়ে নজরে পড়েছিল—"

"তাঁর কথা থাক বাবা, তিনি যে সব দিক দিয়েই অসাধারণ। আমার বিয়ের দুশ্চিন্তা এখন ক'রো না। আগে তুমি সুস্থ

হ'য়ে ওঠো। আমার রিসার্চের কাজটা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে।"

"তোমার মা থাকলে আমি ভাবতুম না। হঠাৎ যদি কিছু আমার হ'য়ে পড়ে" নিজেকে সামলে নিয়ে যতি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "তোমায় স্বাধীনতা দিয়ে দেখলুম না এমন কিছু করলে যা আমার পক্ষে দুঃসহ হ'য়ে উঠল। এ গুণটা পেয়েছ তোমার মায়ের কাছ থেকে।"

কথাটাকে তরল করে দেবার জন্যে ব্রততী বলল, "তোমার কাছ থেকে কিছুই বুঝি পাইনি? আমার মুখের গড়নটা, এমন রং?"

যতি হেসে ফেললেন। হঠাৎ কণাকে আসতে দেখে খুশি হ'য়ে বললেন, "এই যে আমার কনকঠাকরুন, তোমার বিয়েতে কি চাই বলো?"

কণা সংকোচ কাটাতে পারল না। বলল, "যা দেবেন তাই নেব।"

"লজ্জা কি? ভেবে আমায় পরে বলবে। তোমার যা পছন্দ তাই দেব। ব্রতী যেমন তোমাদের মেয়ে, তুমিও তেমনি আমার মেয়ে, বুঝলে কনকঠাকরুন? কাছে এসে ব'সো, দূরে কেন?"

ব্রততী কণাকে ঠাট্টা ক'রে বলল, "তুই আসতেই আমার আদর কমে গেল।"

যতি কণার হাতটা কপালে রেখে বললেন, "আমার স্নেহে জোয়ার-ভাঁটা নেই, তোমাদের প্রকৃতি অনুসারে স্নেহটা রূপ নেয়। আমার কণা হ'ল ঝরনা, ব্রতী ফোয়ারা।"

বেয়ারা ট্রে ক'রে ব্রততীর কাছে একখানা কার্ড নিয়ে এল।

"মণি এসেছে কণা, তুই খানিক পরে আসিস্। আমি যাই," ব'লে ব্রততী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

পুরী যাওয়ার অভিপ্রায়টা কণাকে জানিয়ে যতি বললেন, "তখন ব্রতী তোমার মায়ের কাছেই থাকবে। তোমাদের সঙ্গে ওর মিল দেখে জন্মান্তরের সম্বন্ধের কথা মনে প'ড়ে যায়। তোমাদের বাড়ি ছাড়া কোথাও ও যেতে চায় না। আমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব অনেকে এটা পছন্দ করে না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি অন্তরে আমি অবাধ মেলামেশার বিরোধী। ওর মাও এ সব বরদাস্ত করতে পারতেন না।"

কণা জিজ্ঞাসা করল, "ব্রতী যদি অন্য রকম হ'ত তাহ'লে কি করতেন?"

"দেখো কণা, ও কথাটা ভেবেছি। বাপ-মায়ের আদর্শ ছেলেমেয়ে নাও মানতে পারে। ব্রতী এ রকম না হ'লে ওকে শোধরাবার চেষ্টা করতুম না। আমি বিশ্বাস করি, স্বভাব অনুসারে প্রত্যেকে গ'ড়ে ওঠে। জোর ক'রে তা বদলানো যায় না, মানুষ তো আর যন্ত্র নয়।"

"ঐ ধরনের কথা ব্রতীও একদিন বলছিল। ওর মতো মেয়ে আমিও দেখিনি মেসোমশায়।"

যতি একখানা ইংরেজী বই টেনে নিয়ে বললেন, "আলোটা জ্বেলে দিয়ে এইবার তুমি যাও, ওদের সঙ্গে গল্প করো।"

"এখন বুঝি ডিটেক্‌টিভ্‌ বই পড়া হবে?

"বুড়ো বয়সে ঐ একটা নেশা নিয়েই আছি। বেশ সময় কেটে যায় কনকঠাকরুন। তুমিও দু' একখানা বই প'ড়ে দেখতে পারো।"

বাইরের ঘরে কেউ নেই দেখে কণা ব্রততীর ঘরে এল। তাকে দেখে ব্রততী সোল্লাসে বলল, "আয় কণা, প্রেম-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।"

"প্রেম বুঝি আলোচনার বস্তু?" কণার কথায় ধার ছিল।

মণিময় হেসে বলল, "এ আলোচনায় আপনার আপত্তি থাকে তো বলুন, আমরা কনক-তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই। জিনিসটাও মূল্যবান। কি বলেন ব্রতী-দি?"

"বিশেষ ক'রে ওর তথ্যগুলো আগে জানতে পারলে কল্পনার তুরঙ্গমটির বল্‌গা আলগা ক'রে দিয়ে তুমি এখন দিন কতক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে পারো। কণা রাজী আছে কি না জেনে নাও, তোমাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ ক'রে দিতে আমার সময় লাগবে না।"

মণিময় লজ্জায় কণার দিকে তাকাতে পারল না।

ভোরের স্বর্ণ-মেঘে অরুণরাগের মতো কণার সুন্দর মুখে রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল। সে ব্রততীকে লক্ষ্য ক'রে সহজভাবে বলল, "দেখ্ ব্রতী, তুই বড় ব্যাপিকা হয়েছিস। তোদের প্রেমালাপটা শুনি, রিহার্স্যাল হিসাবে এর মূল্য কম নয়।"

ব্রততীর উৎসাহ বেড়ে গেল। বলল, "মণির মতে চাওয়াটা পাওয়ায় এসে মিশলেই জীবনের সার্থকতা। আমি বলতে চাই, তার পরেও থাকতে পারে পাওয়া ও চাওয়া। আজ যেখানে এর শেষ ভাবছ, সেখানে এসে পৌছলে হয়তো দেখতে পাবে, সেই শেষের মধ্যে আবার আরম্ভের সূচনা। প্রেমের নদী সোজা বয় না, চলে বলয়াকারে ঘুরে ঘুরে।"

"আর আমাদেরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করে। তোর এ থিওরি বেশ মৌলিক। আমাদের তরুণ সাহিত্যিক মশায় এ বিষয়ে যদি কিছু আলোক সম্পাত করেন?" কণার অঙ্গবিন্যাস দেখে তারা হেসে ফেটে পড়ল।

মণিময় ভাষণের ভঙ্গীতে বলল, "মাননীয়া সভানেত্রী ও শ্রীব্রততী দেবী, আপনাদের দু'জনেরই শুক্ল পক্ষ সুরু হয়েছে। এখন দিন দিন চন্দ্রকলা বাড়বে। কখন যে কে পূর্ণিমায় পৌছবেন জানিনা। এই শুভ লগ্নে আপনারা প্রেমালোক-প্রার্থী হয়েছেন জেনে আমি প্রীত ও ভীত হয়েছি। প্রীতি সাধারণ-সাধ্য নয়।

তবে এমন পুরুষ বা নারীও আমাদের দেশে জন্মেছেন, যাঁদের জীবন প্রীতির নয়নাভিরাম শুদ্ধ দীপ্তিতে ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। প্রেম হ'ল নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।"

কণা জানতে চাইল, "কামনা জয় করা এত কঠিন কেন?"

"আমাদের দেহের বর্তমান যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটার দরুন।"

"সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসা এক সঙ্গে থাকতে পারে তো?"

"নিশ্চয় পারে। প্রেম ও ভালবাসার দ্বন্দ্ব কেবল সাহিত্য ও শিল্পের উপাদান নয়, মানুষের জীবনেও ঝড় নিয়ে আসে। সে ঝড় কালবৈশাখীর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কত লোক তাতে প'ড়ে গিয়ে উঠবার শক্তি হারায় তার ইয়ত্তা নেই। ভক্তি ও স্নেহেরও এই রকম ঝড় আছে।"

ব্রততী জিজ্ঞাসা করল, "আগেকার মানুষ কি এ বিষয়ে উন্নত ছিল?"

"দেখো ব্রতী-দি, তোমার প্রশ্নটা আপেক্ষিক। আগে মানুষের চেতনা ছিল বহির্মুখী, এখন হয়েছে অন্তর্মুখী। ফলে তার আত্ম-সচেতনতা বেড়েছে, তার দেহ প্রাণ মন এখন স্বতন্ত্র ধারায় চলতে চাইছে। একই জিনিস তার কাছে বিভিন্নভাবে ধরা পড়ছে। তাতে প্রচলিত আচার-আদর্শের ভিত্তিটা ট'লে

গেছে। তাই চারিদিকে এত বিরোধ, এমন বিশৃঙ্খলা। এটা বড় রকমের পরিবর্তন আসার লক্ষণ, সত্যিকার বড়দিন এবার আসন্ন।"

"গত বড়দিনের ধাক্কায় আমাদের যা অবস্থা......"

"তোমাদের জীবনে শুভদিন সমাগত, ভয় যদি পাও সেটা হবে ইর্‌র্যাশনল," মণিময় ব্রততীর কথায় বাধা দিয়ে বলল।

কণা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, পুরুষ এগিয়ে যেতে চায় আর নারী চায় তাকে বেঁধে রাখতে—এই নিয়ে যে দ্বন্দ্বটা আমাদের সাহিত্যে দেখতে পাই তা আমার মন, কেন জানি না, মানতে চায় না। এ বিষয়ে আপনার মতটা কি?"

"আপনার এ প্রশ্ন বড় জটিল। বরু-দার কাছ থেকে এ বিষয়ে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, নারী ও পুরুষ যখন উভয়েই মানুষ তখন পুরুষের মধ্যেও নারী-ভাব আছে আবার নারীর মধ্যেও পুরুষ-ভাব আছে। মানুষের মধ্যে যে সব গুণাগুণ দেখা যায় তা অল্পবিস্তর দু'জনের মধ্যেই আছে—তাদের স্বভাবে ও চেতনায়। তবে পার্থক্য যদি কিছু থাকে এক কথায় তা হচ্ছে—পুরুষ ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল ও ভাইট্যাল, নারী ইন্‌ট্যুইটিভ ও ফিজিক্যাল। এ রকম বুলি আরও অনেক কপচাতে পারি, কিন্তু কাজের বেলায়......"

"আর নয় মণি, যথেষ্ট হয়েছে। প্রীতি সম্বন্ধে তোমার

বক্তৃতায় আমাদের ভীতির সঞ্চার হয়েছে। অতএব এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি হ'ক। আমি চায়ের কথাটা ব'লে আসি," ব'লে ব্রততী কণার দিকে আড়চোখে চেয়ে বেরিয়ে গেল।

কণা সলজ্জভাবে মণিময়কে বলল, "আপনি এখানে আসবেন, ব্রতী একবারও বলেনি।"

"আপনার আসার কথাও আমি জানতুম না। এ রকম বন্ধু পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা।"

"হ্যাঁ, আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।"

"কনকের স্পর্শে সবই সম্ভব। হ্যাঁ, একটা সুসংবাদ দিই। চাকরি পেয়েছি, এপ্রিলে গৌহাটি যেতে হবে।"

"তা হ'লে?" কণার কথায় উৎকণ্ঠার আভাস পাওয়া গেল।

মণিময় তা বুঝতে পেরে বলল, "তার আগেই পরিণয়ের পর্বটা চুকিয়ে যথা সময়ে আপনাকে নিয়ে উধাও হব। অবশ্য ওখানে থাকব মাস তিনেক, তারপর কলকাতায় কাজ করতে হবে।"

কণা আশ্বস্ত হ'য়ে বলল, "এবার তাহ'লে আমাদের একদিন খাইয়ে দিন।"

"আপনি চান তো এখনই," ব'লে মণিময় উঠে তার কাছে এগিয়ে যেতেই কণা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

ব্রততী পরদার আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ডেস্কের ওপর হাতটা রেখে ব'লল, "মণি, লক্ষ্মী ছেলের মতো চেয়ারে এসে ব'সো, বিয়ের আগে প্রেমের পরীক্ষায় ফেল ক'রো না।"

দু'জনেই অপ্রস্তুত হ'ল খুব। টেবিলের ফুলদানিতে রাখা এক গুচ্ছ রজনীগন্ধাও যেন লজ্জায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

এগার

কণা আর মণিময়ের বিয়ের তারিখটা এগিয়ে এসেছে।

ব্রততী সকালে চা খেতে খেতে তাদের কথাই ভাবছিল। অর্থের অঙ্কটা যৌতুক হিসাবে নেওয়া যখন মণির অভিপ্রেত নয় তখন বৌভাতের জন্যে টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে। এ বিষয়ে ব্রততী তাকে সাহায্য করতে পারে। কথাটা মনে হ'তেই ব্রততী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার বাবার কোর্টে বেরুবার আগে সে ফিরে আসবে।

মণিময়ের বাড়ির উঠনে পা দিতেই চাপা কান্নার শব্দ তার কানে গেল।

কুসুম কাঁদছে! তবে কি কুসুমের স্বামী মারা গেছে? তার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। এ অবস্থায় তাকে ডাকতেও ব্রততীর সংকোচ হয়। একটু ভেবে সে দরজার কড়াটা আস্তে আস্তে নাড়ল। একজন লোক কপাট খুলে উঁকি মেরে দেখে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ব্রততীর এটা ভাল লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও গেল থেমে।

খানিক বাদে কুসুম এসে দাঁড়াল। তার সিঁথির সিঁদুর

যেন দু'চোখে ছড়িয়ে পড়েছে। কোরা থানের আঁচলটা গায়ে জড়াতে জড়াতে সে ব্রততীর কাছে এসে বলল, "কাল সব শেষ হ'য়ে গেছে, দিদি।"

ব্রততী অভিভূত হ'য়ে কি বলবে ভেবে পেল না। লোকটা আর একবার তাদের দেখে গেল।

বিরক্ত হ'য়ে ব্রততী জিজ্ঞাসা করল, "ও ভদ্রলোক কে?"

কুসুমও লক্ষ্য করেছিল। ফিসফিস ক'রে বলল, "সুবাদে ও হ'ল দেওর। ওর নাম মদন। দাঙ্গায় আমার ঘর ভেঙেছে, ও ভেঙেছে আমার মন। ওর জ্বালায় কি করব বুঝতেও পারছি না, অথচ এ কথা কাউকে বলবারও নয়।"

"কেন?" অবাক হ'য়ে ব্রততী জিজ্ঞাসা করল।

কুসুম তার ঘরের দিকে চেয়ে কোনও উত্তর দিল না। তার মুখটা তখন বিবর্ণ হ'য়ে গেছে।

"বাড়ির ভেতরে এসো, সব বলতে হবে আমায়।"

"একটু দাঁড়ান," ব'লে কুসুম তার ঘরে গেল।

কুসুমের কি এমন কথা থাকতে পারে যে সে কাউকে বলতে পারে না?

কুসুম বেরিয়ে আসছে, মদন চড়া গলায় জানিয়ে দিল, "তাড়াতাড়ি এসো।"

ব্রততীর রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। কুমুমের বিষণ্ণ মুখখানা দেখে

সে মদনকে কড়া কথা শোনাতে পারল না, কুসুমের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে এল। মণিময়ও নেই। শুনল, সকালে উঠেই সে বেরিয়েছে।

দালানের তক্তপোশে তারা বসল। ব্রততী কুসুমের গায়ে হাত রেখে বলল, "আমায় যখন দিদি বলে ডেকেছ, তখন সব কথা অসংকোচে……"

"কি আর বলবার আছে, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যদি শেষ হ'য়ে যেতুম! এখন যতদিন না মরি ততদিন আর নিষ্কৃতি নেই। ওঁদের আলাপ ছেলেবেলাকার। বিয়ের পর থেকেই মদনকে দেখছি। এখানকার হাসপাতালে মদনই ওঁকে ভর্তি করেছিল। অভাবে ওর কাছে হাত পেতেছি, টাকাও নিয়েছি। তখনও বুঝিনি, আমার এই পোড়া রূপটাই হবে কাল।"

ব্রততী ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কথা তোমার স্বামী জানতেন না?"

ম্লানমুখে কুসুম বলল, "ওঁর হাসপাতালে যাওয়ার আগে কোনও সন্দেহ হয় নি। মদনের মুখোসটা খসে পড়ল তার পরে। একলা থাকতুম বস্তির মধ্যে, ছোট একখানা ঘরে। ওর জন্যে শেষাশেষি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলুম। অথচ আমার উপায়ও ছিল না। ওঁকে বলিনি, পাছে ওঁর মনের কষ্টটা বেড়ে যায়। তা ছাড়া মদন আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেত, বাসায় পৌঁছে দিত; ওঁকে

একাও পেতুম না," বলতে বলতে কুসুম থেমে গেল। একটু পরে আবার বলল, "আপনি মেয়ে, আমার কথা এবার হয়তো বুঝতে পারেন।"

ব্রততী পা তুলে ভাল ক'রে ব'সে জিজ্ঞাসা করল, "এখন ও চায় কি? তুমি তো থাক এখানে?"

"এ বাড়ি ছেড়ে ওর কাছে গিয়ে থাকি, এই ওর ইচ্ছে।"

"তুমি যাবে কেন? জোর ক'রে ও তোমায় নিয়ে যেতে পারে?"

"টাকাটা তাহ'লে এখনই শোধ ক'রে দিতে হয়। এখানে আশ্রয় পেয়েছি ব'লে ওর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। অপেক্ষা করছিল, ওঁর মৃত্যুর জন্যে। চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নি এখনও, ওর আর তর সইছে না। আমার শোক প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে।"

ছিন্নমূল সদ্য বিধবার এই ব্যথায় ব্রততী স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

হঠাৎ মদনের ডাক শোনা গেল, "বৌদি, বৌদি।"

কুসুম ধড়মড় ক'রে উঠে বলল, "আর নয় দিদি, বাবা ও দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল না। হয়তো ভালই হ'ল। আপনিই তাঁদের ব'লে দেবেন, যা ভাল বোঝেন। আজই এই কাণ্ডটা ঘটবে ভাবতে পারিনি।"

ব্রততী সংবিৎ ফিরে পেল।

"তুমি এখানে ব'সো কুসুম, আমিই ওর সঙ্গে কথা বলছি," ব'লে ব্রততী বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল।

মদন উঠনে পায়চারি করছিল।

ব্রততী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কত টাকা তুমি কুসুমকে দিয়েছ, হিসেব আছে?"

সে থতমত খেয়ে বলল, "তার মানে?"

"আমি জানতে চাই, কত টাকা পেলে তুমি এখনই বিদায় হবে?"

ঘোমটা মাথায় দিয়ে কুসুম ব্রততীর পাশে এসে দাঁড়াল।

মদন বলল, "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না, ওকে যা ভাবছেন ও তা নয়।"

উত্তেজনায় ব্রততীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। তাড়া দিয়ে বলল, "ভদ্রলোকের মতো কথা বলো, বেফাঁস কথা বলেছ কি ড্রাইভারকে দিয়ে ঘাড় ধ'রে এখান থেকে বার ক'রে দেব।"

প্রসাদ মন্দির থেকে ফিরছিল। গোলমাল শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে ব্রততীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার মাসী?"

ব্রততীর গলার স্বর আরও চড়ে গেল, "কাল কুসুম বিধবা হয়েছে, আজ সকালেই উনি ওকে নিয়ে যেতে এসেছেন সেবাদাসী করবেন ব'লে। আমি না এসে পড়লে কুসুমকে নিয়ে

এতক্ষণে সরে পড়তেন। কয়েক মাস খোরাকি যুগিয়েছেন ব'লে ওঁর দক্ষিণা চাই। না পেলে এখনই কুসুমকে নিয়ে চলে যাবেন।" রাগে ব্রততী থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

প্রসাদ একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

"বলো কি মাসী?" মদনের কাছে গিয়ে প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি চাও বলো তো?"

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে মদন ভাবতে পারেনি। একটু ঘাবড়ে গিয়ে সে উত্তর দিল, "আপনারা কুসুমকে ছেড়ে দিলেই সব গোল চুকে যায়।"

প্রসাদ কুসুমকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ রে কুসি, যেতে চাস্ ওর সঙ্গে? নির্ভয়ে বলবি।"

কুসুম মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। তার চোখে ঝলসে উঠল আগুন।

এমন সময় মণিময় এল। তাকে দেখে প্রসাদ বলল, "কী কাণ্ড দেখ্ খোকা, কুসিকে জোর-জবরদস্তি ক'রে নিয়ে যাবে ঐ ছোকরা?"

ব্রততী ব্যাপারটা মণিময়কে ব'লে দিল। শুনে সে জ্বলে উঠল। মদনের ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "জেলে যাবার শখ হয়েছে, মজা দেখবে?"

মদন আর সহ্য করতে পারল না, রেগে গিয়ে বলল, "আমার

আত্মীয়কে আপনারা আটকে রাখবেন কেন? আমিই পুলিশে খবর দেব।"

"পুলিশে খবর দেবে?" ব'লে মণিময় তার গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে দিল।

মদন তখন ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে।

প্রসাদ মণিময়কে জোর ক'রে তার কাছ থেকে সরিয়ে আনল। বলল, "ও সব পরে হবে, আগে দেখ না আমি কি করি। এসো, আমরা বাড়ির ভেতরে যাই। সারা পাড়াকে এ কেলেঙ্কারী জানিয়ে লাভ কি? এসো হে ছোকরা, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

মদন বলল, "বাড়ির ভেতরে যাব না।"

"কেন?" প্রসাদ জিজ্ঞাসা করল।

"যা বলবার এখানেই বলুন।"

ব্রততী মণিময়কে বলল, "মণি, ঘাড়টা ধ'রে ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসো, ভাল কথায় হবে না দেখছি।"

সঙ্গে সঙ্গে মণিময় বাঘের মত মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মদন তারস্বরে চীৎকার করতে যাবে, মণিময় এক হাতে তার মুখটা চেপে আর এক হাতে ঘাড়টা ধ'রে তাকে দালানে নিয়ে এসে হাজির করল। শাসিয়ে বলল, "চেঁচিয়েছ কি তোমার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব, জানোয়ার কোথাকার!"

কুসুম মণিময়ের পায়ে প'ড়ে সানুনয়ে বলল, "দাদা, ওকে ছেড়ে দিন, আর নয়।"

প্রসাদ মদনকে লক্ষ্য করছিল। শান্তভাবে বলল, "ছেড়ে দেবার পথ এখন বন্ধ। সব অত্যাচারেরই একটা সীমা আছে। যে দোষী সে যদি চোখ রাঙায় তখন সাজা তাকে পেতেই হবে। খোকা যা করেছে সে কিছুই নয়।"

কুসুম ভয় পেয়ে প্রসাদের পায়ে পড়ল। প্রসাদ তার হাত ধ'রে বলল, "তুই কেন কাঁদছিস কুসি, ও যদি কাঁদে তবে বুঝি।"

কুসুমকে ঘরে নিয়ে গেল ব্রততী।

প্রসাদ ধীরভাবে মদনকে বলল, "তোমার কি বলার আছে, শুনি?"

"আমি কি করেছি যে এইভাবে আপনারা আমার ওপর জুলুম করছেন?"

"দেখো, আমার বয়েস তোমার প্রায় ডবল। আমার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। জানো তো দাঙ্গার সময়ে কুসি গুণ্ডাদের হাতে পড়ে? তার স্বামী বহু কষ্ট ক'রে তাকে উদ্ধার ক'রে এনে-ছিল। যার জন্যে একটা পুরুষ এতখানি করতে পারে তাকে ভোগ করার জন্যে তুমি ছটফট করছ? লজ্জা হয় না তোমার? তোমার ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেও কুসির নিস্তার নেই?"

মদন এধার ওধার চেয়ে মুখ নিচু ক'রে বলল, "ওর স্বভাবটা

জানেন না, তাই কেবল আমায় দোষ দিচ্ছেন। ওর স্বামীকে ছেলেবেলা থেকে জানি। বয়সে কিছু বড় হ'লেও সে আমার বন্ধু ছিল। বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। তখন থেকে আমি ওদের সাহায্য ক'রে আসছি। ও মেয়ে স্বামীর জন্যে কী না করেছে? ওর স্বামীও সে সব জানত না। দোষ কি শুধু আমার?"

"কুসি তার স্বামীর জন্যেই ধর্মাধর্ম ছেড়েছিল, তোমার জন্যে তো নয়? তোমার সঙ্গে যেতে চাইলে এখনই ওকে ছেড়ে দিতুম। মেয়েদের দুর্নাম রটিয়ে পুরুষদের প্রতিপত্তি বজায় রাখা খুব সহজ। কারণ সমাজটা চালাচ্ছে পুরুষরাই। আর এর বিধি-বিধানগুলোও তাদের তৈরী। অথচ এই পুরুষদের গ'ড়ে তুলছে মেয়েরাই। মুখ বুঁজে তারা সব স'য়ে যায় ব'লে পুরুষদের অত্যাচারও বাড়ছে। অস্বীকার করতে পারো এ কথা?"

মদন নিরুত্তর।

"তবে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? তুমি যে অন্যায় করেছ তা স্বীকার করো, মাপ চেয়ে নাও মেয়ের কাছে। মায়ের জাতকে অসম্মান ক'রো না। তাতে তোমার অপমান, তোমার মায়েরও অপমান।"

মদন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"যাক, কত টাকা ওদের দিয়েছ এখন বলো? তোমার কাছে ওর ঋণ থাকাটা ঠিক নয়।"

হাত জোড় ক'রে মদন বলল, "ও কথা আর বলবেন না, যথেষ্ট হয়েছে। আমায় এবার ছেড়ে দিন।"

প্রসাদ হাসল, শাণিত অসির মতো এ হাসি। মণিময়কে বলল, "খোকা, কুসিকে জিজ্ঞাসা ক'রে টাকাটা এখনই ওকে গুনে দিয়ে দে।"

মদনের চোখ সজল হ'য়ে উঠল। মণিময় ফিরে এসে নোটের তাড়াটা মদনকে দিতে গেল। টাকাটা নিতে হাত কাঁপছিল মদনের।

"ঋণ এক জনেরই মানি, বুঝলে? আচ্ছা এসো," ব'লে প্রসাদ কুসুমের কাছে গিয়ে বসল।

ধীরে ধীরে চলে গেল মদন।

মণিময় ব্রততীকে বলল, "এ রকম বিচার কখনও শুনিনি, ব্রতী-দি?"

"সেই জন্যেই প্রসাদ-মামার মতো লোকের দরকার। এ সব ব্যাপারের মীমাংসা আমাদের দিয়ে হ'ত না।"

কুসুমের চাপা কান্না আবার ভেসে এল।

মণিময় বলল, "চলো ব্রতী-দি, তোমার বাড়ি যাই। মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"তাই চলো।"

মণিময় আর ব্রততী প্রসাদকে ব'লে এসে গাড়িতে উঠল।

ব্রততী এই সুযোগে মণিময়কে বলল, "কিছু টাকা এখনই তো বেরিয়ে গেল। যা তোমার দরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও।"

মণিময় হেসে উত্তর দিল, "তুমি আমার অভিভাবিকা, কামিনীর ব্যবস্থাটা ক'রেই দিয়েছ, কাঞ্চনটাও দরকার হবে।"

ব্রততী হেসে বলল, "বেশ বলেছ, সাহিত্যিক। তবে একটা ভুল করলে, তোমার যে কামিনী সেই আবার কাঞ্চন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার সঙ্গে কুসুমের দেওরের তফাতটা কোথায়?"

"তফাত যে খুব আছে তা নয়। কণার সঙ্গে অপর কারও বিয়ে হ'লে আমিও হয়তো ঐ রকম একটা ভূমিকাই নিতুম। ভদ্রতার প্রলেপ লাগিয়ে সেই কাহিনীটা লিখে ফেললে তার নাম দেওয়া যেতে পারত 'বিরহ-রাগের ইতিকথা'।"

বারো

দোল-পূর্ণিমার রাত্রে মণিময় ও কণা ফুলশয্যায় শুয়ে আছে। নীল আলো জ্বলছে। নতুন আসবাবের মসৃণ চিক্কণতায় আর সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালের তুষার-শুভ্রতায় চেহারা বদলেছে ঘরখানার। বৈদ্যুতিক পাখা মন্থর গতিতে ঘুরছে নানা ফুলের গন্ধ ছিটিয়ে। বিবিধ উপহারের সামগ্রী ড্রেসিং টেবিল ও ডেস্কের ওপর ইতস্তত ছড়ানো।

পুষ্প ও স্বর্ণের বিচিত্র আভরণে নববধূর দেহলতায় সুষমার তরঙ্গ স্তম্ভিত হ'য়ে আছে। মণিময়ের স্থির দৃষ্টি কণার চোখের হ্রদে। তার বুকের নিচে কণার নরম বাঁ হাতখানি নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় মণিময়ের হৃদয়ের ভাষা ধরাব জন্য সেও আকুল। অবরুদ্ধ যৌবন যেন মুক্তি পেয়ে স্বপ্ন দেখছে, বিভোর হ'য়ে আছে আনন্দের নেশায়। ঘরের চোখেও তারই আবেশ।

স্বরিত কণ্ঠে মণিময় সুর ক'রে বলল :

"তুমি তন্বী জ্যোতির্লতা! নৃত্য কর নীল-নবঘনে—
কভু বজ্র, কভু বারি, নাহি তব ছলনার শেষ!
অনিন্দ্য-সুন্দর ফুল, বৃন্ত বাঁধা বিষধর সনে!—
সে রূপ নেহারি' আঁখি নিদ্রাকুল, তবু নির্নিমেষ ;"

একটু থেমে আবার আরম্ভ করল :

"তুমি কামনার কায়া, বিভু-হৃদি-পদ্মের পলাশ ;
চিন্ময়ী মৃন্ময়ী তুমি, শরীরিণী শোভা নিরুপমা—
রাসরসোল্লাসময়ী নিয়তি-নিয়ম-হারা পীরিতি পরমা।"

ধীরে ধীরে উঠে ব'সে মণিময় কণাকে বলল, "তুমি যেন লাবণ্যের নদী।"

"তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি," স্মিতমুখে উত্তর দিল কণা।

"তোমার মুখে পূর্ণেন্দুর প্রশান্ত ব্যঞ্জনা, দেহে তার স্বচ্ছ কিরণ। চলো, বাইরে যাই। প্রকৃতির পটভূমিতে তোমার মধ্যে দেখব আজ নিখিলের প্রাণ-প্রবাহিনীকে।"

সানন্দে সম্মত হ'ল কণা। ছাদে গিয়ে সে তার নতুন শাড়ির আঁচলটা পেতে দিল মণিময়ের জন্যে। তার গা ঘেঁষে কণাও ব'সে পড়ল।

জ্যোৎস্নার যাদু দিয়ে প্রকৃতি তখন রচনা করছে মধুমাসের রূপকথা। নীল নভোসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। "দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ।" প্রমত্ত বাতাসে স্নিগ্ধ পরিমলের উচ্ছ্বাস।

এই বসন্ত-যামিনী যোগে মণিময় ও কণার মানস সমাধি হ'ল। তাদের সত্তার স্বাতন্ত্র্য লোপ পেল—দুয়ে মিলে তারা যেন

পূর্ণ এক। ব্রজের অঞ্জন লাগল তাদের নয়নে। নীল আকাশে হেমকান্ত কৌস্তুভের আভাসের মধ্যে তারা দেখল "শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী"। এই মহোৎসবে যোগ দেবার আমন্ত্রণ আকাশে-বাতাসে নিঃশব্দে ঝংকৃত হচ্ছে। যিনি অরূপ, প্রেম-কুঙ্কুমে তিনি আজ পদ্মরাগে রঞ্জিত; যিনি অসঙ্গ, প্রেমের আকর্ষণে তিনি আজ সঙ্গী। রাধা-কৃষ্ণের দোল-লীলা বিশ্ব ব্যেপে চলেছে। প্রেমের আবেগে অনুরাগিণীর হৃদয়-দোলায় প্রেম-স্বরূপ দুলছেন। দেখতে দেখতে তারা তন্ময় হ'য় গেল। "ভাবিনী ভাবের দেহা" হ'য়ে তারাও আবাহন করল হৃদয়-বৃন্দাবনে রাসরসতাণ্ডবীকে।

দূর থেকে হঠাৎ ভেসে এল বউ-কথা-কও পাখির কাতর মিনতি। বৃন্দাবনের মায়া মুহূর্তে মর্ত্য থেকে অপসৃত হ'ল। কণার গলা জড়িয়ে ধ'রে মণিময় বলল, "পাখিও তোমায় কথা কইতে বলছে যে?"

কণা উত্তর দিল :

"আজকে শুধু একান্তে আসীন,
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,"

মণিময় বলল ঃ

"সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই নীল লাবণ্য-লালসে
মূর্চ্ছি' আছে চরাচর, ভাল নহে শুধু ভালবাসা!

সেই সুধাসাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে তার বুঝি নাই যাওয়া-আসা।
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্তা বহি আনে
জীবনের বাতায়নে—'ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্লভ
সুন্দরের পারিজাত কোন্ বনে, কোন্ নদীপার।'
শুনি' পুনঃ সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পীরিতির খরতাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার।"

রাত্রির শেষ প্রহর সচকিত হ'য়ে ওঠে। মণিময়ের কোলে কণার মুখখানি ঢলে পড়েছে। তার চুলের ফুলের গন্ধে আকুল হ'ল মণিময়। সে আনত হ'য়ে স্পর্শ করল কণার কোমল কপোল। বিদ্যুৎ শিহরণ ব'য়ে গেল তাদের শরীরের ভেতর দিয়ে। প্রেমের কিরণে কণা বিহ্বল হ'য়ে পড়ল ক্লান্ত চকোরীর মতো। তার দেহের উত্তাপে মণিময়ের আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে অচ্যুতের লীলা-সঙ্গিনী হয়েছিল, তার প্রাণের চেতনা এখন অধিকার ক'রে বসে আছে একটি নারী। সে নিজেরই ঐশ্বর্যের দ্যুতি দেখছে কণার দেহ-মণিপদ্মে। এই দেহ অমৃত-ঘট, এখানেই বুঝি গড়া যায় রাসমঞ্চ।

চাঁদ প্রায় পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। আকাশে ভোরের ইশারা। পাখির কল-কাকলিতে মুখরিত হ'য়ে উঠছে চারিদিক।

মণিময় ধীরে ধীরে কণাকে জাগিয়ে তুলল। এ যেন সেই জাগরণ "যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা।"

শিশিরে তাদের বেশ সিক্ত, মন প্রেমে আর্দ্র। আশ্চর্য রূপান্তর। কণার পুষ্পালঙ্কার বিশীর্ণ, কবরী শিথিল, দুকূল অসংবৃত। সংকোচে তার মুখে আবীর ছড়িয়ে পড়ে। সীমন্তের সিঁদুরে অরুণরাগ, আয়ত-চোখে বাসন্তী ঊষা। মণিময় মুগ্ধ হ'ল। তার বাহু বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আত্মগোপন করল কণা।

ব্রততী এল সকাল সাড়ে আটটায়। তার স্নান হ'য়ে গেছে। ফাঁপা এলো চুলে মাথা ঘষার চিহ্ন। শাড়ির নীল আর ব্লাউজের লালে তার শুভ্রবর্ণটা জ্বলজ্বল করছে।

ঝড়ের বেগে মণির ঘরে ঢুকে ব্রততী কণাকে কি জিজ্ঞাসা করল। অনুনয় ক'রে বলল, "মিথ্যে বলিস নে ভাই, সত্যি কথা বল্।"

"সত্যিই বলছি।"

কণার নতুন খাটে ব'সে ব্রততী বলল, "অবাক করলি যে!"

"ওঁকেই জিজ্ঞাসা করিস," হেসে উত্তর দিল কণা।

"মণি বেরিয়েছে বুঝি? ফিরবে কখন?"

"আটটায় বেরিয়েছেন, ফিরতে বেশি দেরি হবে না।

তোর তাগাদা কিসের? ড্রাইভারকে বিকেলে আসতে ব'লে দিয়েছিস?”

“হ্যাঁ, বিকেলে মাসীমাকে দেখে……”

“মাসীমাকে দেখে, না…… ” কথাটা শেষ না ক'রে কণা হাসতে লাগল।

“তাই ভাবি কণা, আমিই শেষ পর্যন্ত লাবণ্য হ'তে বসেছি।”

“তাতে তোর অসুবিধাটা কি শুনি? ভালবাসবি একজনকে, আবার আর একজনের প্রেমের হাওয়ায় ভ'রে থাকবি সর্বক্ষণ। এ ব্যবস্থা আইডিয়ল।”

“ভুল করছিস কণা, লাবণ্য হ'তে চাই না আমি। আমার অবস্থাটা যে কি, তুই ঠিক বুঝতে পারবি না।”

“চেপে চেপে গুমরে মরছিস কেন? অনল-দা কলকাতা আসার আগে ওর সঙ্গে একবার কথাটা ব'লে দেখ্।”

“তা আর হয় না কণা। অনলও এসে পড়ছে ছাব্বিশে মার্চ। হোটেলও ঠিক ক'রে দিয়েছি।”

“হোটেল কার জন্যে ঠিক করলে ব্রতী-দি?” বলতে বলতে মণিময় ঘরে এল। মিহি ধুতি আর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবিতে তার গৌরকান্তির আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

“তোমার ভাবী ভায়রাভাইএর জন্যে, খুশি হয়েছ?”

"কবে তাঁর শুভাগমন হবে? আমাদের বরানুগমনের তারিখটা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিন। প্রস্তুত হই আমরা," ব'লে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মণিময় বসল।

"অনল-দা এ মাসের শেষাশেষি আসছেন। ওদের এখন কোর্টশিপ চলবে কিছুদিন," শান্তভাবে কণা বলল।

"মাথায় কাপড় দিলে ব্রতী-দিকে কেমন দেখাবে, তাই ভাবছি," ব'লে মণিময় ব্রততীব দিকে চাইল।

কণার মাথায় ঘোমটা ছিল না। তাড়াতাড়ি শাড়িটা টানতেই ব্রততী বাধা দিয়ে বলল, "আমাদের সামনে তোকে আর বউ সাজতে হবে না, প্রসাদ-মামা বা কুসুম কেউই যখন নেই এখানে।"

কণার কি মনে প'ড়ে যেতে "এখনই আসছি" ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্রততী বালিশে ঠেসান দিয়ে অর্ধশয়ান হ'য়ে মণিময়কে বলল, "ফুলশয্যার অভিজ্ঞতাটা শুনি? কণার কাছে যেটুকু শুনলুম তা মোষ্ট্ আন্ইন্টারিসটিং।"

"কণা কি বলেছে জানি না, তবে সঠিক বিবরণ বড়ই ডাল্। তুমি নিশ্চয় আমার কাছ থেকে বানানো কথা শুনতে চাও না?"

"তোমাকে তাহ'লে একখানা কামসূত্র কিনে দিই?"

"না ব্রতী-দি, তোমার পায়ে পড়ি, ও বইএ কাজ নেই

আমার। হেভলক্ এলিস্, ফ্রয়েড এবং আরও কিছু ঐ জাতের বই আমার কাছে আছে। বাকিটা জীবন থেকেই শেখা যাবে।"

"আমি ভাবছি, ফুলশয্যার রাত্রিটা কেবল জেগে কাটিয়ে দিলে? কাম-ছুট প্রেমতত্ত্বের প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ডেমন্‌স্ট্রেশনটা কেমন? রবীন্দ্রনাথে তার অভাব আছে, তুমি না হয় বিভাব যোগাও?"

মণিময় হেসে উত্তর দিল, "তাহ'লে একটা গল্প লিখতে হয়। জানো তো, ও আমার আসে না। আর যে তা লিখতে পারে তার অসুবিধাও কম নয়। জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য কখনও এক হয় না। সাধারণ লেখকরা এটা বোঝে না ব'লে তাদের রচনা হয় ফিকে, পানসে।"

"তোমরা তাদের ফাঁকিটা ধরিয়ে দাও না কেন? বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যের মানটা যে আবার নেমে যাচ্ছে?"

"এ কাজ যার তার সাধ্য নয়। গভীর অরণ্যের মধ্যে আগাছা নির্মূল ক'রে বনস্পতির বন্দনা করতে কেবল মোহিত-লালকেই দেখলুম। এখনকার মধ্যে সমালোচক হবার যোগ্যতা আছে ক'জনের? তা ছাড়া একটা কথা আছে; "Every age gets the art it deserves, and every age must accept the art it gets."

কণা এসে বসল ব্রততীর পাশে।

ব্রততী এবার বালিশটা ভাল ক'রে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে অন্যমনস্ক দেখে মণিময় পরিহাস ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "উমাপতি দহন করেন মদনকে, রমাপতি তাকে মথন করে-ছিলেন ; আমাদের ভাবী অগ্নিপত্নী কি স্মরগরলে এখন জর্জর হলেন ?"

কণা ফোড়ন দিয়ে বলল, "ওর সামনে যে অগ্নি-পরীক্ষা ?"

"ঠিক বলেছিস কণা," ব'লে ব্রততী উঠে বসল।

কণাকে উদ্দেশ ক'রে মণিময় বলল, "ব্রতী-দির আসল পরিচয়টা আমার কাছ থেকে শুনে নাও :

"প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ স্বৈরিনী ও যে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী,
নহে সে অসতী।"

"বাঃ, বেশ বলেছ তো ?" কণার চোখ মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠল।

ব্রততী তা লক্ষ্য ক'রে টিপ্পনী কাটল, "এক রাত্রেই এত ?"

"একেই বলে প্রেমের.........."

মণিময়ের কথা শেষ না করতে দিয়েই ব্রততী ব'লে উঠল, "থাক, ও কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আর কাজ নেই। আবৃত্তিতে তোমায় ফুল মার্ক্‌স্‌ দিলুম। আর এই উৎকোচের প্রতিদানে কণার জন্যে একটা সুপারিশ পেশ করছি। দুয়োরানী ভেবে

দেহটাকে অবজ্ঞা করতে গেলে সুয়োরানীর ভূমিকায় মনটাও বেশিদিন সুস্থির থাকতে পারবে না।"

"থাম ব্রতী, তোকে আমি সুপারিশ করতে বলেছি?"

কণার রাগ দেখে ব্রততী হেসে বলল, "তুই চটছিস্ কেন? আমি যাকে বলেছি, তার কাছ থেকে উত্তরটা চাই। তুই যা, চা নিয়ে আয়।"

"ও মা, তাই তো ভুলে যাচ্ছিলুম," ব'লে কণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

"ব্রতী-দি, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য। আমার মধ্যেও হয়তো অনল আছে, কিন্তু সে মাত্র দু' আনা। তুমিও সেইখানটায় আমাদেরই দলের।"

একটু ভেবে ব্রততী উত্তর দিল, "তা যদি সত্যি হয় বাঁচি। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।"

তেরো

ব্রততীর ব্যবস্থা মতো অনল কাল পার্ক স্ট্রীটের এক নতুন হোটেলে এসে উঠেছে।

দোতলায় স্বতন্ত্র স্নানাগার-সহ একখানা ঘর, দরজা জানলায় রঙীন কাপড়ের পরদা টাঙানো। দুই জানলার মাঝে খাট আর ড্রেসিং টেবিল। দরজার সামনে একখানা ছোট গোল টেবিলকে ঘিরে তিনখানা গদি-আঁটা স্টীলের চেয়ার। দোতলায় আফিস ঘরে টেলিফোনও আছে।

সকালে চা খেয়ে অনল তাড়াতাড়ি খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ব্রততীর কথা। মনে মনে তার রুচির প্রশংসা না ক'রে পারল না। ব্রততীকে রোজ বোধ হয় এখানে সে পাবে না। অভিসারিকা তারার মতো মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব হবে। তার মনের একটি বাতায়ন অনলের জন্যে সদা উন্মুক্ত। কণার মতো ব্রততী অনুদার নয়। কণা তাকে গ্রহণ করেনি, বরণ করেছে মণিময়কে—এটা অনল সহজে ভুলতে পারছে না। তার জীবনে কণার ভূমিকা গোলাপের কাঁটার মতো। কিন্তু ব্রততীও যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে? তার মন যে দুরবগাহ।

অনল সিগারেট ধরাল। চিঠিপত্রে কথাবার্তায় ব্রততীর দাক্ষিণ্যের বৈলক্ষণ্য হয়নি। ব্যারিস্টার যতি সেন নিশ্চয় তাঁর মেয়ের নির্বাচনে বাধা দেবেন না। ব্রততী যদি কারও প্রতি আসক্ত হ'ত তাহ'লে অনল কি এতদিনে তা জানতে পারত না? মণিময় এখন ব্রততীর হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। একদিক থেকে অনল বেঁচেছে। তবু মণিময়ের কথা ভেবে অনলের মেজাজটা উষ্ণ হ'য়ে উঠল। সে বিরক্ত হ'য়ে উঠে বাথরুমে গেল দাড়ি কামাতে। স্নান সেরে তাকে তৈরী হ'তে হবে সাড়ে আটটার মধ্যে। আটটা তো বাজে।

গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে অনল বেরিয়ে দেখল, ব্রততী একমনে খবরের কাগজ পড়ছে। শুভ্র শিফনের শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। তার গায়ে খয়েরী রঙের রেশমী ব্লাউজ। প্রভাতের কমনীয় আলোয় তার সুন্দর মুখে শুক্র কমলের লাবণ্য। মৃদু সৌরভে ঘরের হাওয়াটা ফিরেছে।

"সুপ্রভাত, ব্রততী দেবী। আপনার ঘড়ির কাঁটা আমার চেয়ে দ্রুত চলে, দেখছি," ব'লে অনল চেয়ারে এসে বসল। সে সাদা পপলিনের শার্ট আর বাদামী রঙের সিল্কের প্যাণ্ট পরেছিল।

কাগজ থেকে মুখ না তুলে ব্রততী বলল, "আমার ঘড়ি চলে ঠিকই। আপনি নিজেই হয়তো বেঠিক।"

"তার মানে, সাড়ে আটটা বেজে গেছে?" রিস্ট ওয়াচ্‌টা বালিশের তলা থেকে বার ক'রে দেখে অনল অবাক হ'য়ে গেল। তখনও আটটা বাজতে একটু দেরি!

অনল লজ্জা পেয়ে বলল, "ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে গেছে কি না তাই।"

"সচল মানুষের পক্ষে এটা খুব কৃতিত্বের কথা বুঝি?"

"অচল মানুষকে আপনি তো সচল ক'রে তুলতে পারেন।"

ব্রততী এইবার কাগজ থেকে মুখ তুলে হেসে বলল, "তাই নাকি, আমার এমন শক্তি আছে জানতুম না তো? যাই হ'ক্ এটা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।"

"দেখুন না পরীক্ষা ক'রে, এর ফলাফল হাতে হাতে পেয়ে যাবেন।"

"আগে মণি আর কণার পরীক্ষাটা আর একটু দেখা থাক। তারপর না হয় আপনার পদ্ধতিটা জেনে নেওয়া যাবে, কি বলেন?"

অনল বুঝল, এ বিষয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চাপা অভিমান প্রকাশ পেল তার কথায়, "আমার এমনই ভাগ্য যে আপনার কাছ থেকে আজ সব 'না' হ'য়েই ফিরে আসছে।"

"ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছেন কেন? নিরানব্বইটা

'না'-এর পরে বাকি একটা 'হ্যাঁ'ও তো হ'তে পারে। আর আজই তো সব কিছু শেষ হ'য়েও যাচ্ছে না, এটা কেন ভুলে যাচ্ছেন? সব সময়ে কৌতূহলটা সুস্থতার লক্ষণ নয়; যা জেনে লাভ নেই সে বিষয়ে দুরাগ্রহ বিকারের পথটা প্রশস্তও ক'রে দিতে পারে।"

অনল একটু প্রসন্ন হ'য়ে বলল, "আপনার কথায় মন সায় দেয়, কিন্তু প্রাণ যে বিদ্রোহ করে। এক একবার ইচ্ছা করে, জোর ক'রে আপনার কাছ থেকে ঐ বাকি 'হ্যাঁ'টা আদায় ক'রে নিই। আবার ভাবি, কী মূল্যে তা চাইব?"

"বিনা মূল্যেও পেতে পারেন, আবার কোনও মূল্যে তা নাও পেতে পারেন। সহজকে পাওয়া যায় সহজেই, কঠিনকে পেতে হ'লে তপস্যার দরকার। কণাকে পেয়েও আপনি হারালেন। অথচ তাকেই পলকে চিনে নিল মণি। এমন কেন হয় ভেবে দেখুন না?"

"আপনার বন্ধু-প্রীতি অকৃত্রিম। কিন্তু মণিময়ের সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত হবার কারণ খুঁজে পাই না। অনেকের সঙ্গে আপনার পরিচয়; কই, আর কারও নাম ভুলেও আপনাকে উচ্চারণ করতে দেখলুম না?'

"যাদের নাম অনুচ্চারিত থাকছে তাদের মধ্যে সকলেই আমার পাণিপ্রার্থী ধ'রে নেওয়া ঠিক নয়। তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁদের উপযুক্ত হওয়া আমার পক্ষে একান্ত

অসম্ভব। তরুণ-তরুণীর পরিচয়টা সব সময়ে পরিণয়ে পরিণত হবে ধ'রে নিলে ছোট করা হয় তাদের। মানুষের সারা জীবনটা প্রবহমান নদীর মতো; তার অবিচ্ছেদ গতির দিকে তাকালে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। ভাঙা ঘাটের ঘোলা জল দিয়ে নদীর রূপটা বিচার করা ঠিক কি?"

"বরু-দার কথা বলার ধরনটা প্রায় আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন, দেখছি। আপনাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ানো আমাদের মতো বামনদের পক্ষে খুব সহজ হবে মনে হ'চ্ছে না।"

পরিহাসের সুযোগ পেয়ে ব্রততী বলল, "বামন হ'য়ে বৈদ্যকে ডাকবেন, দক্ষিণা দেবেন না—এ কালে তা বরদাস্ত করব না। ডেকেছেন, এসেছি। এইবার ফী দিয়ে বিদায় করুন।"

অনল খুশি হ'য়ে বলল, "আপনার দক্ষিণা কি বলুন, সাধ্যে যদি কুলোয়, দেব।"

"উপস্থিত এক পেয়ালা চা হ'লেই চলবে। বেলটা টিপে বেয়ারাকে ডাকুন না?"

উর্দিপরা বেয়ারা এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল। এক টিন সিগারেট আনতেও ব'লে দিল অনল।

"বাড়ি ফেরার নিশ্চয় তাগাদা নেই?" অনল জিজ্ঞাসা করল।

"দুপুরে খেতে যখন বলেননি, তখন একটার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।"

"কি আশ্চর্য, আপনি এখানকার রান্না খেতে পারবেন? খুব অসুবিধা যদি না হয় তাহ'লে এখনই বাড়িতে টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দিন না?"

"না, আজ থাক, আর একদিন হবে। ড্রাইভারকে সাড়ে বারোটায় আসতে বলেছি। চার ঘণ্টা সময় কি খুব কম?"

"চার ঘণ্টাকে ছয় দিয়ে গুণ করলে যা হয়, আমি আপনাকে ...."

"ততক্ষণ কি ভাল লাগবে? আপনার কথা যাবে ফুরিয়ে, ঘুম নেমে আসবে চোখের পাতায়। পদ্যে ওটা চলে, গদ্যে অচল।"

"জীবন শুধু গদ্য নয়, পদ্যও। পরখ ক'রে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

"স্বীকার করি, জীবনে পদ্যও আছে; তবে গদ্যের মধ্যে তা প্রক্ষিপ্ত। পরখ ক'রে দেখতে খুব আপত্তি নেই, অনলের আসক্তি ব'লে যা আশঙ্কা," ব্রততীর চোখে হাসির বিদ্যুৎ।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। ব্রততী চা ক'রে এক কাপ এগিয়ে দিল অনলের দিকে।

চা খেতে খেতে অনল বলল, "আসক্তি থেকে শক্তি পাই; এর শিখা নিভলেই তো মৃত্যু। আপনি কি বলেন?"

"জীবনের ও অর্থ কারও পক্ষে সত্য, কারও পক্ষে বা অনর্থ। আমাদের যুক্তিটা চেতনার বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়া আর কি? আসক্তি আপনাকে শক্তি দেয়, আবার ঐ আসক্তিই হয়তো আর এক-জনের শক্তি হরণ করে। এটা আমার মত ব'লে ধরবেন না। আসক্তিশূন্য হ'লে আপনার কাছে আসতুম না নিশ্চয়।"

অনল নিশ্চিন্ত হ'য়ে চা শেষ করল।

ব্রততী আবার ভ'রে দিল তার কাপটা।

সিগারেটের টিনটা খুলে অনল ধূমপানের জন্যে প্রস্তুত হ'ল। ধোঁওয়া টেনে গলাকে শুখিয়ে নেওয়া আবার চায়ে চুমুক দিয়ে পরক্ষণে তাকে আর্দ্র করার প্রয়াস ব্রততীর দৃষ্টি এড়াল না।

ব্রততীর শাণিত বিদ্রূপ ছিটকে পড়ল অনলের গায়ে, "সিগারেট আর চা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়ার মধ্যে কোন্‌টা পদ্য আর কোন্‌টা গদ্য বলতে পারেন? না, এটা গদ্য কবিতা জাতীয় বস্তু?"

হাস্‌তে গিয়ে কেশে ফেলল অনল। এই বিচিত্র যুগ্ম প্রক্রিয়ার সঙ্গে হাসির বেগ মিশে তার বিষম লেগে গেল।

ব্রততী মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারল না। কাশতে কাশতে এবং হাসতে হাসতে অনলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে চশমা খুলে চোখ মুছতে গিয়ে রুমাল খুঁজে পেল না, প্যাণ্টের পকেট শূন্য। ব্রততী তাড়াতাড়ি

ব্যাগ খুলে বার ক'রে দিল তার ছোট রুমালটা। সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। সেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অনল বেমালুম তা পুরল পকেটে।

ব্রততী ঠাট্টা ক'রে বলল, "আর একটু হ'লে সত্যি সত্যি বৈদ্য ডাকার ব্যবস্থা করতে হ'ত। এখন আর কোনও কষ্ট নেই তো ?"

"অন্য কষ্ট নেই, তবে মাথাটা কেমন করছে।"

"তাহ'লে শুয়ে পড়ুন না কিছুক্ষণ ? লজ্জা কি, আমিও বসছি আপনার কাছে।"

সংকোচ কাটিয়ে অনল খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ব্রততী তার মাথার কাছে ব'সে হেসে বলল, "আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিই, ভালই লাগবে।"

ব্রততীর করস্পর্শে অনল রোমাঞ্চিত হ'ল। ঘরের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিলে কেমন হয় ? রূঢ় আলোটা চোখে এসে লাগছে। অন্ধকারের সে প্রবৃত্তি নেই। অন্ধ হ'য়েও সে এমন দৃষ্টি দান করে যাতে সুন্দর-অসুন্দরের সীমাটা যায় মুছে, সৃষ্টির হারিয়ে-যাওয়া অর্থ বুঝি ধরা প'ড়ে যায়।

ব্রততী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "ঘুমিয়ে পড়ছেন না তো ?"

অনল উত্তর দিতে গিয়ে নিরস্ত হল। হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে ডুবে

যাওয়াই ভাল। জাগরণ আর দুঃখ যখন তার কাছে সমান। নিদ্রা আচ্ছন্ন করুক প্রিয়ার নিবিড় আলিঙ্গনের মতো।

ব্রততী আর ডাকল না। তার হৃদয়ও অনলের তাপে দীপ্ত হয়ে উঠছে। ব্রততী ভেবে অবাক হয়, একটু আগে যার সঙ্গে তার ব্যবধান কম ছিল না তা মুহূর্তের মধ্যে কেমন ক'রে দূর হ'য়ে গেল? আসক্তি কি সত্যিই সঞ্জীবিত করে? ভালবাসার ভিত্তি যদি আসক্তিই হয় তাহ'লে তার শক্তিটা অভাবনীয়, সন্দেহ নেই। যাকে ভালবাসি, তা কি কেবল তার গুণ বিচার ক'রে? সে যখন দোষে-গুণে মিলে সম্পূর্ণ তখন তার পূর্ণ সত্তাকে ভালবাসলে তার দোষ বাদ দেওয়াই বা যায় কি ক'রে?

অনল আস্তে আস্তে বলল, "অসুবিধা যদি না হয়, দরজাটা ভেজিয়ে দিন। আলো ভাল লাগছে না।"

ব্রততী হেসে বলল, "ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলে আমার এই রূপ যে ঢাকা প'ড়ে যাবে। সেটা আপনার ভাল লাগবে?"

ব্রততীর হাতখানা টেনে নিয়ে অনল বলল, "যদি আরও অসুস্থ হ'য়ে পড়তুম তাহ'লে আরও খুশি হতুম।"

"অসুস্থ না হ'য়েই যখন এতটা পেলেন তখন আর রোগকে মিথ্যা ডেকে আনা কেন?"

এ কথার উত্তর না দিয়ে ব্রততীর হাতটা নিয়ে অনল খেলা

করতে লাগল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আপনার আঙুল এমন সুন্দর, একটা আংটিও পরেন নি যে?"

"দিন না একটা?"

"সত্যি বলছেন?" অনল ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে বলল, "ঠাট্টা নয়?"

"যে ভাবেই চাই না আমি, দিতে পারেন না আপনি?"

"আচ্ছা, দেব।"

হঠাৎ বেয়ারা চিঠি নিয়ে এল একখানা। টেবিলে সেটা রেখে চায়ের ট্রে-টা নিয়ে সে নীরবে প্রস্থান করল।

অনল তাড়াতাড়ি উঠে বন্ধ ক'রে দিল দরজাটা।

চৌদ্দ

কুসুমকে নিয়ে প্রসাদের ভাবনা বেড়েছে। তার ভবিষ্যৎটা কি হবে? দৈনন্দিন কাজকর্মে ত্রুটি নেই, নিজেকে যেন সংসারে সে ঢেলে দিয়েছে। সেই ঘটনার পব থেকে কথা বেশি বলে না, যা বলে তাও প্রয়োজনের গণ্ডী পেরোয় না।

প্রসাদ ক'দিন থেকে এটা লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এই উত্তর পেয়েছে, "দুঃখ করব কার জন্যে, সে কি মানুষ ছিল? গুণ্ডারা যার ধর্ম নষ্ট কবে, তাকেই আবার সে বুকে তুলে নিয়েছিল। স্ত্রীর দু'মুঠো অন্নের জন্যে তার মুখ দিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। মান-ইজ্জত খুইয়েও তাকে ধ'রে রাখতে পারিনি। নালিশ করব কার কাছে?"

প্রসাদ কোনও জবাব খুঁজে পায়নি। শোকের অন্তর্জ্বালা হ'লে দু'দিন বাদে তা জুড়িয়ে যেত। এ জ্বালা জুড়নোর নয়, কুসুম জ্ব'লে পুড়ে একেবারে খাক না হওয়া পর্যন্ত এর জের কি মিটবে? এর চেয়ে মদনের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে কুসুম বোধ হয় বাঁচতে পারত। প্রসাদের মনে পড়ল, এর উত্তরটাও কুসুম আগেই দিয়েছে। সে নিরাসক্ত হ'য়ে মদনকে বর্জন করেনি, এর মধ্যেও প্রবৃত্তির একটা

টান আছে। তবে প্রবৃত্তির এই টানটা নিবৃত্তির দিকে। এটা ঠিক ত্যাগ নয়, কাম ও অভিমানের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে কুসুমের দৃঢ় সংকল্প। স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ ক'রে সে লাভ করতে চায় মুক্তির আস্বাদ।

প্রসাদ এই সব কথা বারীশ ও বিনোদিনীকে ব'লে জিজ্ঞাসা করল, "কুসুমকে নিয়ে এখন কি করা যায়?"

বারীশ বলল, "কুসুমের সম্বন্ধে আপনি যা ভেবেছেন আমার মাথায় তা কখনও আসত না। আপনাকে পরামর্শ দিই এমন সাধ্য আমার নেই, প্রসাদ-মামা।"

বিনোদিনী নারী, অকালে স্বামী হারিয়েছেন, উপযুক্ত পুত্রের শোচনীয় দুর্ঘটনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর মনের মুকুরে কুসুমের বেদনা আবছায়ার মতো ফুটে উঠল। দুঃখের যা শক্তি, অয়স্কান্তের তাই ধর্ম। কুসুমের ক্ষতটা যে কত গভীর, বিনোদিনী বুঝতে পারলেন। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "প্রসাদ-ভাই, কুসুমের এও এক রকম সাধনা।"

"ঠিক বলেছ দিদিঠাকরুন, এও সাধনা বৈকি। এর সল্‌তেটা একটু উস্‌কে দিলে হয় না?" প্রসাদ জিজ্ঞাসু হ'য়ে বিনোদিনীর দিকে তাকাল।

বিনোদিনী জানতে চাইলেন, "কি ভাবে উস্‌কে দেবে?"

"ওকে এখন তীর্থ ঘুরিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়? নতুন রাস্তা ধরেছে কিনা, ভাল ক'রে চিনে নিলে আর গোল থাকবে না।"

বারীশ বলল, "আপনি তো সব ছ'কে রেখেছেন, দেখছি।"

"আমাকেও সঙ্গে নাও না প্রসাদ-ভাই, অনেক দিনের ইচ্ছে? ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আর হবে কি?" বিনোদিনী ব্যথাতুর হৃদয়ে বললেন।

"বেশ তো, চলো না তুমি? বড়-মায়ের সঙ্গে একবার ঘুরে এসেছিলুম। এবার যাব মেয়ে আর দিদিঠাকরুনকে নিয়ে, ভালই হবে।"

বারীশ বলল, "এ ব্যবস্থা চমৎকার হ'ল। কিন্তু প্রসাদ-মামা, আমার একটা কথা রাখতেই হবে, এর খরচপত্রের ব্যবস্থাটা আমার।"

প্রসাদ পরিহাস ক'রে উত্তর দিল, "মূল্য ধ'রে দিয়ে পুণ্যের পুঁজিতে বখরা বসাতে চাও, বড় চালাক ছেলে। তবে ও ভারটাও গুরুভার, সন্দেহ নেই। যাক্, বাড়ি গিয়ে কুসির কাছে কথাটা পাড়ি। ওকেও আবার রাজী করাতে হবে তো? মেয়ে নয় তো বিদ্যুৎ!"

"মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থেকেও গর্জন করে, জ্ব'লে উঠলেও চোখ ঝলসে যায়," বিনোদিনী বললেন।

প্রসাদ উঠে পড়ছিল, বিনোদিনী তাকে গান শোনাতে বললেন।

বারীশও তার মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করল।

শ্রীরামপ্রসাদের কয়েকটি শ্যামা সংগীত প্রসাদ তন্ময় হ'য়ে গাইল।

মায়ের নামে বারীশ বিভোর হ'য়ে গেল। গান থামলেও তার আবেশ কাটতে চায় না। বিনোদিনী চোখ বুঁজে গান শুনছিলেন। শব্দ কণ্ঠ ও সুরের ইন্দ্রজালে তিনি যেন চিন্ময়ীর দিব্য আবির্ভাব অনুভব করেন।

গান শেষ ক'রে প্রসাদ তাকায় জানলার ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে। সূর্য তখন পাটে বসেছে, আকাশের বুকে তার বিলীয়মান রক্তরাগ। নীলের লীলায় প্রসাদ বিহ্বল হয়।

বারীশ বিমোহিত হ'য়ে বলল, "এ রকম গান কখনও শুনিনি, প্রসাদ-মামা। দয়া ক'রে এ রকম গান শোনাবেন মাঝে মাঝে, কেমন ?"

"দয়ার কথা বলছ কেন ? মায়ের নামই সার বুঝেছি। তোমরা শুনতে চাও, আমি না শুনিয়ে পারি ?"

"শেষে যে গানটা গাইলে তার কথাগুলো আর একবার ব'লে দাও না প্রসাদ-ভাই, আমি টুকে নিই," ব'লে বিনোদিনী

বারীশের টেবিল থেকে একখানা কাগজের প্যাড্ ও পেন্সিল নিয়ে বসলেন।

প্রসাদ আস্তে আস্তে ব'লে যেতে লাগল :

"কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥"

সমস্ত গানটা লিখে নিয়ে বিনোদিনী বললেন, "তোমার এ গানটি ভারী সুন্দর।"

"দিদিঠাকরুন, এ গানটা বড়-মাও খুব ভালবাসতেন।"

বারীশ বলল, "এই অভেদ-তত্ত্ব বাঙালী কবি ও সাধকদের মধ্যে শ্রীরামপ্রসাদ অপূর্বভাবে পরিবেশন করেছেন। এই তত্ত্বের ধারা তাঁর গানে পুষ্ট হ'য়ে চরম পরিণতি লাভ করেছে শ্রীরাম-

কৃষ্ণের সাধন-সমন্বয়ে। শ্রীরামপ্রসাদের মতো সাধক-কবি সর্বকালে সকল দেশেই বিরল। দেশবন্ধু তাঁকে বিশ্বকবি ব'লে অভিহিত করেছেন। আর তাঁর মরমী সাধনার মর্ম বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।"

প্রসাদ আপন মনে বলল, "ঠাকুরের অনন্ত ভাব, কতটুকু বুঝি আমরা? 'যত মত তত পথ, নিত্য সত্য লীলাও সত্য', তবে যার যেমন সয়।"

তার এই স্বগতোক্তি শুনে বারীশ জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন লোক-সেবার নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি আবার স্বধর্মে নিষ্ঠা রেখে অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'তেও বলেছেন, এর কারণটা কি প্রসাদ-মামা?"

"দেখো বারীশ, ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। মোট কথা, এখানেও অভিমানটা ছাড়তে হবে। অভিমান দু'রকম। স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্বার্থের প্রতি টানটা হ'ল স্থূল। সেটা ভুলতে গেলে শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা দরকার। আর নিজের ধর্মটা বড় এইভাব থেকে সূক্ষ্ম অভিমান জন্মায়। এটা কাটাবার ওষুধ হ'ল নিজের সংস্কার অনুগত ধর্মে নিষ্ঠা আর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে স্বধর্মের সত্যটা আবিষ্কার করা। এ জন্যে চাই শ্রদ্ধা। সাধনার বিঘ্ন হ'ল অভিমান। এ তত্ত্বের মধ্যে আরও কথা আছে·········।"

মণিময়কে আসতে দেখে প্রসাদ খুশি হ'য়ে ছোট ছেলের মতো তাকে বলল, "খোকা, তুমি কাল গৌহাটি যাচ্ছ ; বোশেখে আমরাও তীর্থে যাচ্ছি, দিদিঠাকরুন, কুসি আর আমি। কথাবার্তা সব হ'য়ে গেল।"

মণিময় একটু ভেবে প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করল, "কবে ফিরবে তোমরা ?"

বিনোদিনী সস্নেহে উত্তর দিলেন, "তুমি ফিরে এসে আমাদের সকলকে দেখতে পেলেই তো হ'ল ?"

"পাঁজি দেখে যাত্রার দিনক্ষণটা দু'চার দিনের মধ্যেই ব'লে যাব, কেমন ?" ব'লে প্রসাদ "সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি" সুর ক'রে এই কলিটি গাইতে গাইতে উঠে পড়ল। যাবার সময়ে কণাকে সুখবরটা জানাতে ভুলল না।

কণা ছুটে এসে বিনোদিনীকে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ মা, সত্যি ?"

বিনোদিনী তার গায়ে হাত রেখে হেসে বললেন, "সত্যি, সত্যি, সত্যি।"

সিঁদুর আর ঘোমটায় কণার রূপ বদলে গেছে। বর্ষার পর প্রকৃতিতে যেমন শারদশোভা ফুটে ওঠে, কণার চোখে মুখে সেই শ্রী। তার মনের তারেও ঝংকার তুলেছে শরতের আলোর ঢেউ।

কণা বিনোদিনীকে বলল, "বাঃ, এ বেশ মজা তো? তোমরা যাচ্ছ তীর্থে, একজন চললেন গৌহাটি, মেশোমশায় পুরী, আমরা ক'জন কেয়ার-টেকার হ'য়ে এই তিন বাড়ি কেবল আগলিয়ে বেড়াই?"

ঘরে হাসির বন্যা ব'য়ে গেল।

"যাঁরা বাইরে যাচ্ছেন তাঁরা যে এতদিন ধ'রে আমাদের তত্ত্বাবধান করছেন সে কথা ভুললে চলবে কেন কণা?" বারীশ উত্তর দিল।

মণিময় বারীশের কথার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, "এমন কি যিনি গৌহাটি যাচ্ছেন তিনিও এই অভিভাবকদের পর্যায়ে পড়েন। তাঁর ওপরেও দিন কয়েক একজনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল," ব'লে মণিময়ের দিকে বক্রদৃষ্টি হানল কণা।

মণিময় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলল, "আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে চলো; শুধু গোছালেই হবে না, লিস্ট ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে। লিস্টও ডুপ্লিকেট হওয়া চাই, একটা যদি হারিয়ে যায়?"

কণা হেসে মণিময়কে বলল, "কাজের যে ফর্দ দিলে সেটা বুঝি অভিভাবক নিজে ক'রে নিতে পারেন না? একটা লিস্ট ক'রে রেখেছি, আগে সেটা দেখে নাও। আমিও যাচ্ছি।"

মণিময় বেরিয়ে যেতেই কণা বিনোদিনীকে অনুনয় ক'রে

বলল, "মা, যেখানে যা ভাল জিনিস পাবে তা কিনে নিয়ে আসতে হবে আমার ও ব্রতীর জন্যে।"

বিনোদিনী কণার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে উত্তর দিলেন, "ও কথা বলার দরকাব ছিল না। আমার যে দুটি খুকী আছে তা যতদিন বাঁচব ততদিন মনে থাকবে। হ্যাঁ, ভাল কথা ; ব্রতী তার বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আজ রাত্তির থেকে এখানে থাকবে। আমার কাছেই সে আজ আজ শোবে। মণি চ'লে গেলে কাল থেকে তোমরা এক সঙ্গে থেকো। যাও, এখন মণির জিনিসপত্র-গুলো গুছিয়ে ফেলো। সন্ধ্যার পর আমিও একবার দেখে নেব।"

কণা চাবির তাড়াটা দোলাতে দোলাতে প্রফুল্ল মনে এ ঘর থেকে চ'লে গেল।

বারীশ বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করল, "টাকার কথাটা প্রসাদ-মামাকে ব'লে কিছু অন্যায় করিনি তো মা ?"

"না বরু, ও কথাটা ব'লে ভালই করেছ। প্রসাদ-ভাইএর যখন নিজের যাওয়ার গরজ ছিল না······"

"তা থাকলেও, এদিকটা আমাদেরই দেখা উচিত। কিন্তু মা সব তো ঠিক হ'য়ে গেল, তুমি না থাকলে আমার যে কা হবে তাই ভাবছি," বলতে বলতে বারীশ মুখ নিচু করল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "বাবা বরু, তোমার জন্যে আমার সব

সময়েই ভাবনা। তীর্থে গিয়েও কি তা থেকে নিস্তার পাব ভেবেছ ? তবু একটা ব্যবস্থা ক'রে যাব বৈকি। প্রসাদ-ভাইকে যাবার কথা বলার পর থেকে খালি ঐ কথাটাই ভাবছি। এও জানি, যাঁর দয়ায় তোমর জীবন ফিরে পেয়েছি তিনিই তোমায় দেখবেন," বলতে বলতে বিনোদিনীর গলা ধ'রে এল।

বারীশ তা বুঝতে পেরে কৌতুক ক'রে বলল, "প্রতি সপ্তাহে চাই তোমার ছ্'খানা করে চিঠি ; আর এখানে একজন প্রতিকল্প অভিভাবকের ব্যবস্থা ক'রে দিলেই তোমার ছুটি।"

বিনোদিনী হেসে উত্তর দিলেন, "আমার চিঠি নিয়মিত পাবে।" একটু থেমে আবার বললেন, "আর এখানে তারই ওপর তোমার ভার দিয়ে যাব যে তা বইতে পারবে।"

"তার মানে ?"

"কেবল বই প'ড়ে সব কথার মানে বোঝা যায় না বন্ধু, সংসারে চোখ ছুটোর অন্য কাজও আছে। যে দিন এটা বুঝতে পারবে সেদিন তোমার প্রশ্নের অর্থও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে," ব'লে বিনোদিনী আলোটা জ্বেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তারিখটা দেখার জন্যে মুখ তুলতেই বারীশের চোখে পড়ল, ক্যালেণ্ডারের পাশে দেওয়ালের গায়ে ছুটো সাদা টিকটিকি পরস্পরকে আদর করছে। সে আলিঙ্গনে রহস্য-ঘন অন্ধকারের নিবিড়তা।

পনেরো

পঁচিশে এপ্রিল ব্রততীর জন্মদিন। সোমবার হ'লেও অনল তাকে দুপুরে আমন্ত্রণ করেছে।

অনল ছুটি নিয়ে সকাল থেকে ব্রততীর প্রতীক্ষায় থাকবে। মনোমত করে সাজাবে হোটেলের ঘরখানা। দরজার দু'ধারে দুলবে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, টেবিল আলো ক'রে গন্ধ ছড়াবে গোলাপের তোড়া, কাঁচের ডিশে ফুটে থাকবে জুঁইএর গোড়ে আর বেলফুলের মালা। জুঁইএর গোড়ে পরিয়ে দেবে ব্রততীর গলায় আর বেলফুলের মালা তাঁর খোঁপায়। তার জন্মদিনে অনল একটি চুনির আংটি তৈরী করিয়েছে—ব্রততীকে উপহার দেবে তাদের প্রণয়ের অভিজ্ঞান হিসাবে। খাওয়ার পালা চুকিয়ে তারা বিশ্রাম করবে রমণীয় শয্যায়। মধুর গন্ধসারে ঘরেব অন্ধকার মূর্ছিত হ'য়ে পড়বে। অনল তখন ব্রততীর কাছ থেকে আদায় ক'রে নেবে বিবাহের অঙ্গীকার।

ব্রততী এর মধ্যে কয়েকবার অনলের কাছে এসেছিল। কিন্তু কণা একলা থাকবে ব'লে এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। বিশেষ কাজে আজ সকালে মণিময় ফিরে আসছে ব'লে ব্রততী

এবার অনলের কথায় সানন্দে রাজী হয়েছে। এ আকর্ষণ উপেক্ষা করতে ব্রততীর প্রাণ যেন বাদ সাধছিল। কণার জীবন বসন্তময়, ব্রততীর জীবনে তার আভাস কই ?

সকাল থেকে ব্রততীর মনটা প্রসন্ন ছিল। আগের দিন তার বাবা পুরী থেকে সুন্দর একটা নেক্‌লেস্ পাঠিয়েছেন।

আজ কণা তাকে একখানা দামী শাড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই নিমন্ত্রণটা কি তোদের ভাবী মিলনের একটা প্রাক্-বৈবাহিক রিহার্স্যাল ?"

ব্রততী হেসে উত্তর দিল, "ড্রেস রিহার্স্যাল বলাই সঙ্গত।"

"তাহ'লে এই শাড়িখানা আজ পরিয়ে দেব তোকে। সহজেই বাসবকে জয় করতে পারবি," ব'লে কণা মুখ টিপে হেসেছিল।

ব্রততী বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় মণিময় জ্বর নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

মণিময় উপহার হিসাবে ব্রততীকে দিল সোনার ফাউনটেন পেন ও পেনসিলের একটা সেট্।

মণিময়ের অসুখে সকলেই দুর্ভাবনায় পড়ল। বারীশ টেলিফোন ক'রে দিল ডাক্তারকে।

মণিময়কে দেখে ডাক্তার যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন তিনটে বাজে। দুপুরে অনলের কাছে ব্রততীর যাওয়া হ'ল না। বারীশের ঘর থেকে অনলকে টেলিফোনে খবরটা দিতেও তার

সংকোচ হ'ল। বিশেষ ক'রে অনল যখন কণার বিয়েতে একটা চিঠি লিখেও শুভেচ্ছা জানায় নি।

স্বামীর সেবায় কণা আত্মনিয়োগ করেছিল। ব্রততীর নেমন্তন্নের কথাটা তার মনে ছিল না।

ব্রততী এ বাড়িতেই ছুটি খেয়ে নিয়ে প্রায় সাড়ে তিনটেয় বিনোদিনীর ঘরে শুতে এল। অনেকদিন পরে সে এখন একা। এখানে তার সময়ের কাঁটা সাধারণত দ্রুতই চলে। আজ ভাববার অবকাশ পেয়ে সে খুশিই হ'ল।

অসুখের মধ্যেও মণিময় তার জন্মদিনের কথা ভোলেনি। ঋষি-দাও সন্ধ্যায় তাকে নিশ্চয় একটা কিছু দেবেন। তাঁর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ ব্রততী জন্মেছিল সায়ংকালে। মাসীমা তীর্থে না গেলে তাকে নতুন শাড়ি পরিয়ে আদর ক'রে পায়েস খাওয়াতেন। মায়ের পর তার এই মাসীমাই আছেন যিনি তার মনের কথা টের পান। তার জন্যে মাসীমারও দুঃখ কি কম? যাবার আগেও তাকে আড়ালে ডেকে কত কথা ব'লে গেছেন।

হঠাৎ কণা এসে বলল, "ভাই ব্রতী, তুই একটু ওঁর কাছে বোস, আমি বার্লিটা ক'রে আনি। তারপর তুই একবার অনল-দাকে দেখা দিয়ে আয়, কেমন?"

"আচ্ছা," ব'লে ব্রততী উদাসভাবে মণিময়ের কাছে গিয়ে

বসল। তার উত্তপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "তোমার জ্বর বোধ হয় বেড়েছে মণি।"

"বাড়ুক। তোমাদের কাছে আছি, আর ভয় কি?"

"জ্বর নিয়েও যে তুমি চ'লে এসেছ, এটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। চিঠিতে বা টেলিগ্রামে এ খবরটা পেলে কি করতুম বলো তো?"

"কেন, তোমরা দু'জন উড়ে চলে যেতে গৌহাটি, পালা ক'রে আমার সেবা করতে?"

"সেটা বুঝি খুব সহজ হ'ত। জ্বরের ঘোরে বেশি কথা ব'লে কাজ নেই। লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো।"

মণিময় ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কণা বালিটা ঢাকা দিয়ে রেখে ব্রততীকে আস্তে আস্তে বলল, "এইবার তুই চট্ ক'রে ঘুরে আয়। সন্ধ্যার আগেই আসিস। দাদা তোকে খুঁজতে পারে।"

কোনও রকম ক'রে চুলটা বেঁধে আর শাড়িটা বদলে ব্রততী বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় গিয়ে নিল একটা ট্যাক্সি। মণিময়ের অসুখে তার মনের তারটা বেসুরো বাজছিল।

হোটেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে দেখল, অনল 'ইন'। তার ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বেচারী এখনও তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

ব্রততীর মায়া হ'ল অনলের ওপর। পুরুষমাত্রেই কি এমনি দুর্বল? ব্রততী আস্তে আস্তে দু'বার দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে অনল মুখ বাড়িয়ে দেখে যেন চমকে উঠল।

ব্রততী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি?"

থতমত খেয়ে অনল উত্তর দিল, "আমার প্ল্যানটা সব মাটি হ'য়ে গেল, ব্রততী। দিল্লী থেকে মাধবী, মানে আমার ডাক্তার বন্ধুর স্ত্রী, আজ সকালে হঠাৎ এসে পড়েছেন।"

"তাতে কি হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা তো যেতে পারে?" ব'লে ব্রততী ঘরে ঢুকে আরও আশ্চর্য হ'য়ে গেল।

মাধবী অনলের বিছানায় ঘুমচ্ছে। বিলোল তার চুল, বসনও বিস্রস্ত। বেলফুলের মালা তার খোঁপায় জড়ানো। এক গোছা গোলাপ টেবিলের ফুলদানিতে ব'সে ব্রততীকে দেখে যেন হাসছে।

ব্রততী তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অনল তাড়াতাড়ি তার পিছু পিছু এসে ডাকল, "ব্রততী, শোন।"

সিঁড়ির রেলিংটা ধ'রে ব্রততী উত্তর দিল, "তোমাদের স্বচ্ছন্দ বিহারে ব্যাঘাত ঘটালুম, কিছু মনে ক'রো না। আমি এই রঙ্গেরই উপযুক্ত।"

"তুমি ভুল বুঝো না, ব্রততী......"

"একটু ভুল করেছিলুম, তোমার বন্ধুপত্নী এখন সেটা শুধরে দিলেন।"

"আমার সবটাই কি বলতে চাও মিথ্যা ?"

"না, তোমার আজকের অভিনয়টা কে বলবে মিথ্যা ?"

"ব্রততী, আমার একটা কথা রাখবে ?"

"তোমার শেষ কথাটা রাখব ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন আমি দায়মুক্ত।"

"ঝগড়া পরে হবে। তোমার জন্মদিনের······"

"আংটিটা তাঁকেই পরিয়ে দিও যিনি এখন তোমার অঙ্কশায়িনীর ভূমিকাটা নিয়েছেন। অকৃতজ্ঞ হ'য়ো না," ব'লে ব্রততী সিঁড়িতে পা বাড়াল।

নিচে থেকে একজন সুবেশ ভদ্রলোক পাইপ টানতে টানতে ওপরে উঠছিলেন। অনল তাকে দেখে ব্রততীকে আর ডাকতে পারল না।

ট্যাক্সি ক'রে পার্ক স্ট্রীট থেকে ব্রততী এল ল্যান্স্ডাউন রোডে নিজেদের বাড়ি। জিম দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে। ব্রততী তাকে খুব আদর ক'রে নিজের ঘরে এল। আলমারি খুলে অনলের চিঠিগুলো বার ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিল। অপমানে অবসাদে তার দেহ মন ভেঙে পড়ছিল।

বিছানায় আশ্রয় নিয়ে ব্রততী ডুব দিল নিজের মনের গহনে।

নিবিড় স্তব্ধতা আর অনির্বচনীয় প্রশান্তির এমন অভিব্যাপ্তি সে আগে কখনও অনুভব করেনি। দুর্বাসনার চূড়া পেরিয়ে এ যেন তার মানসে অবগাহন। বেদনার স্থূল অবলেপ মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, আগুনের রেখায় ভেসে ওঠে কুসুমের পাংশু মুখখানা। কুসুমের কঠিন প্রতিজ্ঞা ব্রততীকে ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত করে। ব্রততী বুঝতে পারে, কুসুমের স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে বৈরাগ্য নেই, এটা তার আত্মশক্তিরই বিলাস। ব্রততীকেও বেছে নিতে হবে অমনি এক পথ যাতে তার নিগূঢ় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

ব্রততী উঠে গিয়ে ধারা-স্নানের ঝাঁজরিটা খুলে তার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল নিরাবরণ দেহে। স্নান সেরে কপালে দিল কুঙ্কুমের টিপ, ঘাড়ে ও গলায় একটু পাউডার। লিপ্‌স্টিক ও রুম্ অনাদের প'ড়ে রইল। তার অঙ্গসজ্জা ও বেশভূষার ধারাটাও গেল বদলে। টকটকে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি আর শাদা রেশমী ব্লাউজ প'রে ব্রততী গাড়িতে এসে উঠল।

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তখন ঈশান কোণে ঘন কাল মেঘের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে। কণাদের বাড়ি আসতে কয়েক মিনিট লাগল। ড্রাইভারকে যথারীতি পরদিন সকালে আসতে ব'লে ব্রততী ওপরে উঠে গেল।

তাকে এই বেশে দেখে কণা অবাক হ'য়ে বলল, "শাড়ি বদলালি কোথায়? খুব ফ্রেশ্ লাগছে, ব্যাপার কি?"

মণিময় মন্তব্য করল, "এতদিনে ব্রতী-দির ডাক নামের অক্ষর দু'টো সার্থক হ'ল। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্।"

কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় ঘরের দরজা জানলাগুলো সশব্দে কেঁপে উঠল। কাগজপত্র উড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মেঝেয়। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কি ভাবে রাখবে কণা ঠিক করতে পারছিল না। ধুলোয় ভ'রে গেল ঘর।

ব্রততী রাস্তার দিকের দরজা ও জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দিয়ে বারীশের ঘরে ছুটে এল। বই খবরের কাগজ সামলাতে গিয়ে বারীশ তখন গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিতে তার সুবিধা হ'ল।

বারীশ খুশি হ'য়ে বলল, "ভাগ্যে তুমি এলে, তাই রক্ষা। বিধুকে আমিই পাঠিয়েছি বাইরে। কোথাও বোধ হয় আটকে পড়েছে।"

ব্রততী হেসে উত্তর দিল, "আমি না থাকলে কণা এসে পড়ত। আপনার অসুবিধা হ'ত না।"

দেখতে দেখতে তাণ্ডব সুরু হ'য়ে গেল। প্রকৃতির রুদ্র রোষে যেন প্রলয়ের সূচনা। ব্রততীর শঙ্কার ভাবটা লক্ষ্য ক'রে বারীশ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, "ভয় করছে বুঝি? আমার কাছে এসে ব'সো।"

ব্রততী আড়ষ্ট হ'য়ে খাটে এসে বসল।

বারীশ হেসে বলল, "এই ঝড়ের সঙ্গে একালের অবস্থাটা বোধ হয় মেলে। একদিকে মহাভয় আর একদিকে বরাভয়। একদিকে পরমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ আর একদিকে মানুষের দুশ্চর তপশ্চর্যা। আমরা পড়েছি মহাসন্ধিতে।

"Our lives are God's messengers beneath the stars,
To dwell under death's shadow they have come
Tempting God's light to earth for the ignorant race,
His Love to fill the hollow in men's hearts,
His bliss to heal the unhappiness of the world."

"ভারী সুন্দর। কার লেখা?" সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল ব্রততী।

"যে বইএ এই রকম আরও অনেক আশ্চর্য কথা আছে সেই বইখানি আজ তোমায় দেব," ব'লে বারীশ শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" ব্রততীর হাতে দিল।

ব্রততী বইখানি মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল বারীশকে।

"আমার জন্মদিনের কথা আপনিও ভোলেন নি, দেখছি। আজ নিতে পারলুম না কেবল অনলের আংটিটা," বেশ সহজভাবে ব্রততী ব'লে গেল।

বারীশ বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, "অনলের অপরাধ?"

"ওটা নিয়ে আর কলঙ্ক বাড়ালুম না।"

"অর্থাৎ অগ্নিশুদ্ধ হ'লে?"

"সে বিচার আপনি করবেন।"

একটু ভেবে মাথা হেঁট ক'রে ব্রততী জিজ্ঞাসা করল, "আমায় কিছুদিন ছুটি দেবেন?"

গভীর বেদনার ছায়া ধীরে ধীরে তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

বারীশ একটু ভেবে বলল, "অনলকে বিয়ে করলে মুক্তি তোমায় দিতেই হ'ত; কিন্তু বিনা কারণে ছুটি চাওয়া চলে কি?"

ব্রততীর দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এল। চোখের জল বাধা মানল না। ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরেও তখন অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে।

কণা সন্ধ্যা দিতে এসে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। তার চোখে পড়ল পাথরের মতো ব্রততী নিশ্চল, অশ্রুধারায় তার তপস্বিনীর মূর্তিটা যেন উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। বারীশ নির্বাক। কৌতূহল হ'লেও কণা তার কর্তব্যটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারীশ অন্য দিকে চেয়ে বলল, "তোমায় ছুটি দিতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু তা যখন নিলে না........."

বাধা দিয়ে ব্রততী বলল, "তাতে আপনার আর কি অস্থবিধা হ'ত ? আত্মনিগ্রহের মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দিলেই চলত। আপনার জন্যেই তো সংকটে পড়েছিলুম ?"

বারীশের মুখে বিষাদের হাসি ফুটে উঠল। উত্তর দিল, "ব্রতী, লোহা যখন পোড়ে তখন হাসে, সে হাসি দেখা যায় ব'লে তার দাহটা কি মিথ্যা ?"

ব্রততী নিরুত্তর। তার গাল বেয়ে আবার চোখের জলের ধারা নামল।

সমবেদনায় বারীশের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "তোমার গায়ে মলিনতার যে দাগ লেগেছিল, চোখের জলে তা ধুয়ে গেল। প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখো, উত্তরটা পেয়ে যাবে। বৃষ্টির ধারায় কেমন মুছে যাচ্ছে ঝড়ের ধূলো।"

ব্রততী বারীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথার জবাব দেবেন ?"

"ব্রতী, তুমি আমার অনাহত বীণা, তোমার ঝংকারে ফুটিয়ে তুলব আশাবরীর শুভ্র অনুরঞ্জন।"

"Love must not cease to live upon the earth ;
For Love is the bright link 'twixt earth and
heaven,

Love is far Transcendent's angel here ;
Love is man's lien on the Absolute."

দিব্য আশীর্বাদের মতো হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুতের আলো এসে পড়ল। সমস্ত ঘরটায় তখনও ধূনোর গন্ধ ভুরভুর করছে।

শেষ